পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 78 Monday, 17 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৭৮ সংখ্যা ❋ ৪ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

পরিকল্পনার অভাবে হৃদয়বিদারক ঘটনা! নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় শোকপ্রকাশ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভের পুণ্যার্থীদের আরও বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন। নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের প্রাণহানির ঘটনায় দাবি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্ব হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশও করেন তিনি। রবিবার মমতা লেখেন, দিল্লিতে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর ঘটনা হৃদয়বিদারক। এই দুঃখজনক ঘটনা প্রমাণ করে সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা কতটা প্রয়োজনীয়। মহাকুম্ভের পুণ্যার্থীদের আরও বেশি সহযোগিতা এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দরকার। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। যাঁরা জখম তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। প্রসঙ্গত, কুম্ভ যাওয়ার উদ্দেশে শনিবার রাতে শয়ে শয়ে মানুষ জড়ো হন নয়াদিল্লি স্টেশনে। আসলে নয়াদিল্লি স্টেশন থেকে একাধিক ট্রেন হয় সরাসরি কুম্ভে যাওয়ার কথা, নয়তো কুম্ভ হয়ে অন্য গন্তব্যে যাওয়ার কথা। সেই ট্রেনগুলির আশায়

দাঁড়িয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, স্বতন্ত্রতা সেনানী এক্সপ্রেস এবং ভুবনেশ্বর-রাজধানী এক্সপ্রেস এই দুটি ট্রেনে প্রয়াগরাজ যাবেন বলে বহু মানুষ ১২ এবং ১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু দুটি ট্রেনের কোনওটিই সময়মতো পৌছয়নি। এর মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ট্রেনদুটি বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে কুম্ভের জন্য স্পেশাল ট্রেন প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস ঢুকে প৷ে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস আসতে দেখে ওই ট্রেনের যাত্রীরা তো বটেই বাকি দুটি ট্রেনের যাত্রীরাও হু হু করে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটতে থাকেন। সকলে একসঙ্গে ওই ট্রেনটিতে ওঠার চেষ্টা করলে অনেকে পড়ে যান। পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের প্রাণহানি হয়। কংগ্রেসের দাবি, রেলের সার্বিক ব্যর্থতার জেরেই এই দুর্ঘটনা। দায় এড়ানোর চেষ্টা করলেও সিস্টেমের ব্যর্থতা মেনে নিতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছে রেলও। দুর্ঘটনার পর বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এক্স হ্যান্ডেলে বলছেন, ‘ ঘটনা আরও একবার রেলের ব্যর্থতা এবং অসংবেদনশীলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। প্রয়াগরাজগামী পুণ্যার্থীরা যে ভি৷ জমাবেন সেটা তো প্রত্যাশিতই ছিল। তাহলে রেলের তরফে আগে থেকে ব্যবস্থা করা হল না কেন? সরকার এবং প্রশাসনের এটা সুনিশ্চিত করা উচিত ছিল যে গাফিলতি আর অব্যবস্থায় যেন কারও প্রাণ না যায়।’

দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় ব্যথিত কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিংদ কেজরিওয়াল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে কেজরিওয়াল লিখেছেন, নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে দুর্ঘটনায় মহাকুম্ভে যাওয়া ভক্তদের মর্মান্তিক মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক এবং বেদনাদায়ক। ঈশ্বরের কাছে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। দুর্ঘটনায় যারা নিজেদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। উল্লেখ্য, শনিবার রাতে নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় এবং ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়ে তিন শিশু, ১৪ মহিলা-সহ অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অনেকে। শনিবার রাত ১০টা নাগাদ পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

নয়াদিল্লির পর আসানসোল স্টেশনে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা

দুরন্ত বার্তা,আসানসোল,১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভের ট্রেনে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি। আসানসোল স্টেশনে চরম বিশৃঙ্খলা। ভিড় সামলাতে সতর্ক রেল প্রশাসন। অযথা হুড়োহুড়ি করবেন না, বারবার মাইকিং করা হচ্ছে। তবে তা সত্ত্বেও ভিড় সামলাতে গিয়ে বিপাকে রেলপুলিশ। নয়াদিল্লি স্টেশনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে রবিবার আসানসোল স্টেশনে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয় পূর্ব রেল। স্টেশনের বাইরে বিশেষ সহায়তা ক্যাম্প খোলা হয়। দড়ি দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও করা হয়। তবে তা সত্ত্বেও এদিন স্টেশনে আসানসোল-মুম্বই মেল ভায়া প্রয়াগরাজ ট্রেন আসামাত্রই বদলে যায় স্টেশনের পরিস্থিতি। দড়ি ছিঁড়ে ট্রেনের দিকে এগোতে থাকেন যাত্রীরা। তাতেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছে। পাল্টা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে রেলপুলিশ। হুড়োহুড়ির জেরে বেশ কয়েকজন পড়ে যান। অল্পবিস্তর চোট পান অনেকেই। এরপর স্টেশন চত্বরে শুরু হয় মাইকিং। ট্রেনে ওঠার ক্ষেত্রে অযথা তাড়াহুড়ো না করার কথা বলা হয় যাত্রীদের। নয়াদিল্লি স্টেশনের মতো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে পুণ্যার্থীদের ভিড় সামাল দিতে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয় রেলপুলিশকে। প্রসঙ্গত, কুম্ভ যাওয়ার উদ্দেশে শনিবার রাতে শয়ে শয়ে মানুষ জড়ো হন নয়াদিল্লি স্টেশনে। আসলে নয়াদিল্লি স্টেশন থেকে একাধিক ট্রেন হয় সরাসরি কুম্ভে যাওয়ার কথা, নয়তো কুম্ভ হয়ে অন্য গন্তব্যে যাওয়ার কথা। সেই ট্রেনগুলির আশায় দাঁড়িয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, স্বতন্ত্রতা সেনানী এক্সপ্রেস এবং ভুবনেশ্বর-রাজধানী এক্সপ্রেস এই দুটি ট্রেনে প্রয়াগরাজ যাবেন বলে বহু মানুষ ১২ এবং ১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু দুটি ট্রেনের কোনওটিই সময়মতো পৌছয়নি।

তার মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ট্রেনদুটি বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে কুম্ভের জন্য স্পেশাল ট্রেন প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস ঢুকে প৷ে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস আসতে দেখে ওই ট্রেনের যাত্রীরা তো বটেই বাকি দুটি ট্রেনের যাত্রীরাও হু হু করে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটতে থাকেন। সকলে একসঙ্গে ওই ট্রেনটিতে ওঠার চেষ্টা করলে অনেকে পড়ে যান। পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের প্রাণহানি হয়। হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিপর্যয়ের জন্য পরিকল্পনার অভাবকেই দায়ী করেন তিনি।

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হ্রাসে বিশেষ কমিটি! লাল ফিতের জট ছাড়াতে উদ্যোগ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাণিজ্য ক্ষেত্রে লাল ফিতের ফাঁস নিয়ে অভিযোগ করেন বহু ব্যবসায়ী। বহু ক্ষেত্রে সহজ বিষয়ও জটিল আকার ধারণ করে। এতে লাভ হয় না রাষ্ট্রের, ব্যবসায়ীরও। এই অবস্থায় লাল ফিতের জটিলতা কমাতে ফের সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হ্রাসে বিশেষ কমিটি তৈরি হচ্ছে বলেও জানালেন তিনি। মোদি বলেন, বহু ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়েছে। ‘জনবিশ্বাস ২.০’-র মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিতে বাণিজ্য ক্ষেত্রকে আরও সহজ করা হবে। একটি অনুষ্ঠানে যোদি দিয়ে মোদি বলেন, সমাজে সরকারের হস্তক্ষেপ কমা উচিত বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এর জন্য সরকার একটি নিয়ন্ত্রণ কমিশনও গঠন করতে চলেছে। তিনি বলেন, এনডিএ সরকার তার নীতির মাধ্যমে ‘ব্যবসার ভীতি’কে ‘ করার সুবিধা’য় বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। বিকশিত ভারতে বেসরকারি সংস্থাগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরও বলেন, সরকার বিনিয়োগের জন্য পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ, বাণিজ্যিক খনি এবং বিদ্যু বিতরণ-সহ অনেক নতুন ক্ষেত্র তৈরি করছে। আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, চতুর্থ বাণিজ্য বিপ্লবে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। মোদি বলেন, গোটা বিশ্বের বহু মানুষের কাছে সম্পত্তির আইনি নথি নেই। সম্পত্তির অধিকার দারিদ্র কমায়। যদিও বিগত সরকার এই বিষয়ে নজর দেয়নি। এভাবে দেশ গঠন করা যায় না। এই কারণেই ‘স্বামীত্ব যোজনা’ এনেছি আমরা। ‘স্বামীত্ব ধন্যবাদ। গ্রামীণ ভারতে ১০০ লক্ষ কোটির সম্পত্তি মালিকানা বিতরণ হয়েছে। যোগ করেন, ড্রোনের ব্যবহার ৩ লক্ষ গ্রামের জমি সমীক্ষা হয়েছে। এর পরে ২.২৫ লক্ষ গ্রামবাসীকে সম্পত্তি কার্ড দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবেনি ইউপিএ সরকার। মোদি বলেন, আমরা মানুষের প্রয়োজনকে চিহ্নিত করি। সেই কারণেই ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। এর ফলে নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে দেশে। সাম্প্রতিক বাজেট প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সুবিধা দিতেই চলতি বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়করে ছাড় দিয়েছে সরকার। আজকের সাফল্যের পিছন রয়েছে সংবেদনশীল রাষ্ট্র তথা প্রশাসনের নীতি। যেখানে ক্রমশ আলগা হবে লাল ফিতের ফাঁস।

বিধাননগরের কাউন্সিলর তলে তলে চেলে রেখেছিলেন চাল, টিকিও ধরতে পারল না পুলিশ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এতদিনেও খোঁজ পায়নি পুলিশ। এদিন জামিন পেলেন প্রোমোটার পেটানোর অভিযোগে দুষ্ট কাউন্সিলর। ঘটনার ৬০ দিন পরও তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে ‘ জামিন পেয়ে গেলেন বিধাননগর পৌরনিগমের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী। তাঁর খোঁজে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাতেও তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশি চালানো হয় মন্দারমনি, এমনকি ভিন রাজ্যেও। গত বছর ১৫ ডিসেম্বর বাগুইআটিতে প্রোমোটার কিশোর হালদারকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, তাঁর কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করা হয়। তোলার টাকা না পেয়ে তাঁকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কাউন্সিলরের সমরেশ ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তিনি বিধাননগরের কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর ১৭ তারিখ পুলিশ সমরেশের বাড়িতেও হানা দেয়। কিন্তু বাড়িতে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়িতে নোটিস টাঙানো হয়। বলা হয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে সমরেশকে। কিন্তু তারপর সমরেশের টিকিও খুঁজে পায়নি পুলিশ। ১৫ ডিসেম্বর বাগুইআটির প্রোমোটার কিশোর হালদারকে পেটানোর অভিযোগ ওঠে। দেখা গেল, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঘটনায় সমরেশ-সহ চার অভিযুক্তের জামিন হয়। তার আগে ঘটনায় তিন অভিযুক্তের জামিন পেয়ে যায়। আক্রান্ত প্রমোটার এখন বলছেন, আমি ২ মাসে পুলিশের কাছে মিনিমাম ৫০ বার গিয়েছি। প্রতিবারই পুলিশ আমাকে আশ্বস্ত করেছে, ধরা পড়বে। হাইকোর্টে মামলা করবে। হাইকোর্টও তাই নির্দেশ দিয়েছে। আসলে পুলিশ ধরেইনি ওকে। আইনশৃঙ্খলা বলে কী রয়েছে, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। প্রভাবশালীর হাত মাথায় রয়েছে বলেই ধরেনি পুলিশ। নাহলে তো পুলিশের ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন আক্রান্ত প্রোমোটার। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হন, পুলিশ যাতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। কিন্তু অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় খুনেরও আশঙ্কা করেছিলেন তিনি।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে নজরদারি বৃদ্ধি রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার গত ডিসেম্বর মাসে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে যে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছে গত দেড় মাসে তাদের বাড়ি তৈরির কাজ কতদূর এগিয়েছে তা পর্যালোচনা করে প্রশাসনকে আরও নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে সব জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও বিডিও দের কাছে কাজের অগ্রগতির উপরে নজরদারির পাশাপাশি বাড়ি তৈরীর সময় উপভোক্তারা যেন ন্যায্য মূল্যে নির্মাণ সামগ্রী পান সেই বিষয়টিও দেখার কথা বলা হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বাড়িতে শৌচাগার ও পানীয় জলের সংযোগ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। আগামী মে মাসের মধ্যে প্রথম দফার কাজ শেষ না করলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত জুন মাসে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতে দেরি হয়ে যাবে বলেও প্রশাসনকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রথম কিস্তির জন্য ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে টাকা দিতে রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোষাগার থেকে ৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

চাইলেও অসমে আটক বিদেশিদের দ্রুত ফেরানো সম্ভব নয়, সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চাইলেও অবিলম্বে বিদেশিদের বহিষ্কার সম্ভব নয়। অসমের ট্রানজিট শিবিরে বন্দি বিদেশিদের দেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে কেন্দ্র। মোদি সরকার বলছে, বিদেশিদের শনাক্ত করলেও তিনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশ তাঁর ঠিকানা যাচাই করে প্রত্যর্পণে অনুমোদন না দিলে ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। চলতি মাসের শুরুতে অনুপ্রবেশকারীদের দেশে পাঠানো নিয়ে কেন্দ্র এবং অসম সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তোলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ‘ হিসাবে চিহ্নিত করার পরও কেন তাদের দেশে ফেরত পাঠানো যাচ্ছে না? আসলে এই মুহূর্তে অসমের বিভিন্ন বন্দিশিবিরে ২৭০ জন ব্যক্তি আটক রয়েছেন। এদের মধ্যে ৬৩ জন ইতিমধ্যেই বিদেশি নাগরিক বলে চিহ্নিত। বিচারপতিরা বলেছেন, একবার কোনও ব্যক্তিকে বিদেশি বলে চিহ্নিত করা হলে যুক্তিযুক্ত হতে হবে পরের পদক্ষেপ। কাউকে অনন্তকাল আটকে রাখা যায় না। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, ‘ অল্প সময়ে বিদেশিদের ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। কারণ যে দেশের তিনি প্রকৃত নাগরিক, সেই দেশের সরকার ওই

ব্যক্তির পরিচয় ও ঠিকানা যাচাই করে প্রত্যর্পণ অনুমোদন করলে, তবেই সেই ব্যক্তিকে ওই দেশে ফেরত পাঠানো যেতে পারে।’ এক্ষেত্রে সমস্যা হল যে যে ৬৩ জন বিদেশি হিসাবে চিহ্নিত তাঁরা আসলে বাংলাদেশি নাগরিক। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার এখনও ওই ৬৩ জনকে নিজেদের দেশের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত দেয়নি। উল্লেখ্য, বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে মোদি সরকারের নীতি স্পষ্ট। কোনওভাবেই অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করার পক্ষে নয় নয়াদিল্লি। যে কারণে আমেরিকা যখন ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের ফেরাচ্ছে, তখনও কোনওরকম বাধা না দিয়ে বরং মার্কিন প্রশাসনকে সহযোগিতা করছে ভারত। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমেরিকায় গিয়ে বলে এসেছেন, অনুপ্রবেশ সমস্যা মেটাতে ভারত ও আমেরিকা যৌথভাবে কাজ করবে। সমস্যা হল, ভারতে যে সব অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত হয়ে আটকে রয়েছে, তাঁদের ফেরানোর ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের থেকে সেই সহযোগিতা নয়াদিল্লি পাচ্ছে না।

বাংলাদেশের সংকট মেটাতে ‘মোদিতে’ই ভরসা ট্রাম্পের?

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটে কি আমেরিকার কোনও ভূমিকা ছিল? সেই জল্পনার মাঝেই রাজনৈতিক উন্নতির জন্য বরাদ্দ বন্ধ করে দিল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিতে ২৯ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছিল জো বাইডেন প্রশাসন। কিন্তু সেই অনুদান বন্ধ করল আমেরিকা। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সির তরফে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করা হয়। উল্লেখ্য, এই দপ্তরের শীর্ষে রয়েছেন মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্ক। ওই পোস্টে জানানো হয়, আমেরিকা সরকারের খরচে কাটছাঁট করতে বেশ কিছু অনুদান বন্ধ করা হচ্ছে। বিশ্বের নানা দেশে কোন প্রকল্পগুলি বন্ধ হবে, তার তালিকাও দেওয়া হয়েছে ওই পোস্টে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা যেন শক্তিশালী হয় তার জন্য ২৯ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছিল আমেরিকা। ভারতীয় মুদ্রায় এই অঙ্কটা ২৫০ কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু ট্রাম্প জমানায় বাংলাদেশ আর এই অনুদান পাবে না। উল্লেখ্য, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেওয়ার পরেই ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট বা বাংলাদেশে তাদের সব প্রকল্পের কাজ বন্ধ করতে নির্দেশিকা জারি করে। বাংলাদেশকে আর্থিক সাহায্য তো বটেই, সেদেশের মাটিতে আমেরিকার তরফে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। ইউনুস শাসনে বাংলাদেশে মৌলবাদের দাপট ও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় শুরু থেকেই সরব ছিলেন ট্রাম্প। বাংলাদেশে USAID-এর যাবতীয় অনুদানের পর মার্কিন প্রশাসনের ‘ ফর ইলেকশনস অ্যান্ড পলিটিক্যাল প্রসেস স্ট্রেনদেনিং’-এর বরাদ্দও বন্ধ করে দিল তাঁর প্রশাসন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অশান্তির আবহেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছেন মোদি-ট্রাম্প। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়ে দেন, হাসিনার পতনের নেপথ্যে আমেরিকার কোনও ভূমিকা ছিলই না। তবে বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি দীর্ঘদিন কাজ করছেন, তাই এই বিষয়টি ওঁর উপরেই ছো৷ দিলাম। পরে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি জানান, বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। সেগুলি মার্কিন প্রেসিডেণ্টের কাছে জানিয়েছেন মোদি। এই ঘটনার পরই জানা গেল ট্রাম্পের অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ ইস্যুতে মার্কিন যোগ কিছুটা মেনে নিল আমেরিকা। কিন্তু আগামী দিনে ট্রাম্প প্রশাসন আর বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে যোগ রাখতে চায়না।

রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তিগুলিকে অনুপ্রবেশের পথ করে দিয়েছে কংগ্রেস ঃ মালব্য

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের জনতাকে ভোটদানে উসাহ দিতে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করত ওয়াশিংটন! এই পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপির তোপ, ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে বিদেশি রাষ্ট্রগুলি। আর সেখান থেকে অনেকেই ফায়দা তোলে। যদিও গেরুয়া শিবিরের দাবি, এই ঘটনায় তারা মোটেই উপকৃত হয়নি। বরং আঙুল উঠেছে কংগ্রেস এবং গান্ধী পরিবারের দিকে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সির তরফে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করা হয়। উল্লেখ্য, এই দপ্তরের শীর্ষে রয়েছেন মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্ক। ওই পোস্টে জানানো হয়, আমেরিকা সরকারের খরচে কাটছাঁট করতে বেশ কিছু অনুদান বন্ধ করা হচ্ছে। বিশ্বের নানা দেশে কোন প্রকল্পগুলি বন্ধ হবে, তার তালিকাও দেওয়া হয়েছে ওই পোস্টে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের নির্বাচনে উসাহিত করতে ২১ মিলিয়ন ডলার খরচ করত আমেরিকা। ভারতীয় মুদ্রায় এই অঙ্কটা প্রায় ১৮২ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসার পরেই বিরোধীদের তোপ দেগেছে বিজেপি। দলের জাতীয় মুখপাত্র অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ভোটদানে উসাহ দিতে ২১ মিলিয়ন ডলার? এটার স্পষ্ট অর্থ, ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিদেশি হস্তক্ষেপ ছিল। তার ফলে কারা সুবিধা পেয়েছে? শাসক দল পায়নি সেটা হলফ করে বলতে পারি। কংগ্রেস এবং গান্ধী পরিবারের সঙ্গে মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরসের সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করে মালব্যর দাবি, ভারতের নির্বাচনে সোরসের কালো ছায়া পড়েছে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করে দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেকটোরাল সিস্টেম। এই সংস্থার সঙ্গে যোগ রয়েছে সোরসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের। ওই ফাউন্ডেশনকে বিপুল অর্থ যোগায় মার্কিন সরকারের অন্তর্গত ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট। এই তথ্য তুলে ধরেই মালব্যর তোপ, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তিগুলিকে ভারতে অনুপ্রবেশের পথ করে দিয়েছে।

৪৮ ঘণ্টা পরেই ঘুরবে খেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ফাল্গুনের শুরুতে ভিজতে চলেছে বাংলা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধ থেকে শনি, ৪ দিন বজ্রবিদ্যুৎ -সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। ৩ দিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির ইঙ্গিত কলকাতায়। হালকা বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পংয়েও। রাতের তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রি বাড়তে পারে। রবিবার রাত পর্যন্ত কোনও জেলায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু, ১৭ তারিখ সকাল থেকেই বদলাবে হাওয়া। ১৭ থেকে ১৮ তারিখ সকাল পর্যন্ত দার্জিলিং জেলায় হালকা বৃষ্টি বৃষ্টিপাতের সম্ভাব থাকছে। তবে দক্ষিণবঙ্গ ভিজতে ভিজতে ১৯ তারিখ। ১৯ তারিখে দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়ায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ওইদিন আবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাতেরও সম্ভাবনা থাকছে। ২০ তারিখেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। ২০ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে।

অসংখ্য জেনারেল টিকিট! নয়াদিল্লিতে দুর্ঘটনায় রেলের গাফিলতি রয়েছে কি

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নয়াদিল্লি স্টেশন যেন মৃত্যুপুরী। পুণ্যলাভে মরিয়া মানুষ একে অপরকে মাড়িয়ে যেতেও পিছপা হচ্ছেন না । চিৎকার, আর্তনাদ পেরিয়েও সবাই ট্রেনে ওঠার নেশায় মত্ত! নয়াদিল্লিতে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার অন্যতম কারণ যদি এই উন্মত্ততা হয়, তাহলে আর একটি কারণ অবশ্যই রেলের গাফিলতি। ঠিক কী হয়েছিল শনিবার রাতে? যার জেরে নয়াদিল্লির মতো হাই প্রোফাইল স্টেশনে এত বড় দুর্ঘটনা? পুলিশ ও রেল সূত্র বলছে, অতিরিক্ত ভিড় এবং গুজবের জেরে দুর্ঘটনা। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুম্ভ যাওয়ার উদ্দেশে শনিবার রাতে শয়ে শয়ে মানুষ জড়ো হন নয়াদিল্লি স্টেশনে। আসলে নয়াদিল্লি স্টেশন থেকে একাধিক ট্রেন হয় সরাসরি কুম্ভে যাওয়ার কথা, নয়তো কুম্ভ হয়ে অন্য গন্তব্যে যাওয়ার কথা। সেই ট্রেনগুলির আশায় দাঁড়িয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, স্বতন্ত্রতা সেনানী এক্সপ্রেস এবং ভুবনেশ্বর-রাজধানী এক্সপ্রেস এই দুটি ট্রেনে প্রয়াগরাজ যাবেন বলে বহু মানুষ ১২ এবং ১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু দুটি ট্রেনের কোনওটিই সময়মতো পৌছয়নি। এর মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ট্রেনদুটি বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে কুম্ভের জন্য স্পেশাল ট্রেন প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস ঢুকে পড়ে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস আসতে দেখে ওই ট্রেনের যাত্রীরা তো বটেই বাকি দুটি ট্রেনের যাত্রীরাও হু হু করে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটতে থাকেন। সকলে একসঙ্গে ওই

ট্রেনটিতে ওঠার চেষ্টা করলে অনেকে পড়ে যান। সোশাল মিডিয়ায় ছ৷য়ে পড়া ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে, যারা পড়ে রয়েছেন তাঁদের মাড়িয়েই ট্রেনের দিকে ছুটছেন ‘ তাঁদের আর্তনাদ-চিৎকারেও কেও তোয়াক্কা করেননি। রেল পুলিশ বলছে, ওই বিরাট ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ৩ প্ল্যাটফর্মের যাত্রী এক প্ল্যাটফর্মে চলে আসায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। প্রশ্ন উঠছে এই পরিস্থিতি হল কেন? রেল কি দায় এড়াতে পারে? প্রথমত দুটি ট্রেন লেট। এতটাই ‘ যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে ট্রেনদুটি বাতিল হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বিভ্রান্তিকর ঘোষণা শোনা গিয়েছে বলে দাবি। চমকপ্রদ বিষয় হল, প্রয়াগরাজ যাওয়ার জন্য দে৷ হাজার যাত্রী অসংরক্ষিত টিকিট কেটেছিলেন। এত বিশাল সংখ্যক অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রির পরও কোনওরকম সচেতনতামূলক পদক্ষেপ করা হয়নি।

রেলের সার্বিক ব্যর্থতা, নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের ঘোষণায় বিরোধী নিশানায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর দায় কে নেবে? রেল বলছে, প্রত্যাশার তুলনায় বেশি ভিড় এবং গুজবের জেরে দুর্ঘটনা। কিন্তু সে যুক্তি মানতে নারাজ বিরোধী শিবির। কংগ্রেসের দাবি, রেলের সার্বিক ব্যর্থতার জেরেই এই দুর্ঘটনা। দায় এড়ানোর চেষ্টা করলেও সিস্টেমের ব্যর্থতা মেনে নিতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছে রেলও। দুর্ঘটনার পর বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এক্স হ্যান্ডেলে বলছেন, ‘ ঘটনা আরও একবার রেলের ব্যর্থতা এবং অসংবেদনশীলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। প্রয়াগরাজগামী পুণ্যার্থীরা যে ভি৷ জমাবেন সেটা তো প্রত্যশিতই ছিল। তাহলে রেলের তরফে আগে থেকে ব্যবস্থা করা হল না কেন? সরকার এবং প্রশাসনের এটা সুনিশ্চিত করা উচিত ছিল যে

গাফিলতি আর অব্যবস্থায় যেন কারও প্রাণ না যায়।’ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলছেন, মোদি সরকার তথ্য চাপার চেষ্টা করছে। দিল্লির ঘটনায় সব মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা প্রকাশ্যে আনা হোক। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী বলছেন, ‘ যাত্রীদের নিয়ে ছেলেখেলা করছে সরকার। না প্রয়াগরাজে কোনওরকম বিলি ব্যবস্থা রয়েছে। না বিভিন্ন রাজ্য থেকে যাত্রীদের যাওয়ার কোনও সুব্যবস্থা। বহুজন সমাজ পার্টির তরফেও সোশাল মিডিয়ায় এই ঘটনার জন্য রেল ও কেন্দ্র সরকারের ব্যর্থতাকে নিশানা করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে এই পরিস্থিতি হল কেন? রেল কি দায় এড়াতে পারে? প্রথমত দুটি ট্রেন লেট। এতটাই ‘ যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে ট্রেনদুটি বাতিল হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বিভ্রান্তিকর ঘোষণা শোনা গিয়েছে বলে দাবি। চমকপ্রদ বিষয় হল, প্রয়াগরাজ যাওয়ার জন্য দেড় হাজার যাত্রী অসংরক্ষিত টিকিট কেটেছিলেন। এত বিশাল সংখ্যক অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রির পরও কোনওরকম সচেতনতামূলক পদক্ষেপ করা হয়নি।

পদপিষ্টের ঘটনায় শোকস্তব্ধ রাষ্ট্রপতি, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রেলের

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শোকপ্রকাশ করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ও। রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির খবর জানতে পেরে গভীরভাবে মর্মাহত। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ। শোকবার্তায় জানিয়েছেন, নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে প্রাণহানির ঘটনায .ব্যথিত। আমি এই মর্মান্তিক ক্ষতির জন্য আমার আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং আমি আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি। রেলের তরফে পদপিষ্টের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে রবিবার। মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। এ ছাড়া, শনিবারের ঘটনায় যাঁরা গুরুতর জখম, তাঁরা পাবেন আড়াই লক্ষ টাকা। যাঁদের আঘাত সামান্য, তাঁদের এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে।

কেন্দ্র শুধুমাত্র নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তিত, মানুষের কথা ভাবে নাঃপবন খেরা

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে শনিবার রাতের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রেলমন্ত্রককে দুষলেন কংগ্রেস নেতা পবন খেরা। তাঁর মতে, কেন্দ্র শুধুমাত্র নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তিত, মানুষের কথা ভাবে না। রবিবার পবন খেরা বলেছেন, নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে গত রাতের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পরে সরকারের সমস্ত স্তর উন্মোচিত হয়েছে। রেল প্রশাসন ও রেলমন্ত্রী এই খবর চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তাঁরা ক্রমাগত টুইট করছিল যে, সেখানে কোনও পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেনি, শুধু মানুষের বিশাল ভিড় ছিল।পবন খেরা আরও বলেছেন, সরকার প্রাণহানি কমানো নিয়ে চিন্তিত নয়, খবর ছড়ানো বন্ধ করতেই উদগ্রীব। তাঁরা শুধু নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তা করে, মানুষের কথা ভাবে না। মহাকুম্ভে আসা কোটি কোটি মানুষের আস্থার মূল্যে তাঁরা নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তিত।

দিল্লিতে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর হৃদয়বিদারক, প্রতিক্রিয়া মমতার

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃনতুন দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যথিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে এই ঘটনাকে তিনি 'হৃদয়বিদারক' বলে উল্লেখ করলেন। জানালেন, এই ঘটনাই দেখিয়ে দিল, নাগরিকদের সুরক্ষার স্বার্থে সঠিক পরিকল্পনা কতটা জরুরি।সমাজমাধ্যমে মমতা লিখেছেন, ' দিল্লিতে১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর হৃদয়বিদারক। এই ঘটনা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিল, নাগরিকদের সুরক্ষার প্রশ্নে সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা কতটা জরুরি। যাঁরা মহাকুম্ভে যাচ্ছেন, তাঁদের আরও উন্নত পরিষেবা পাওয়া উচিত। এই ধরনের যাত্রা যাতে নিরাপদে এবং সুসংহত ভাবে হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।''

মোদীজির নেতৃত্বে ভারত দ্রুত গতিতে উন্নতি করছেঃরাজনাথ সিং

লখনউ, ১৬ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারত দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলছেন, আমরা বিশ্বাস করি, ভারত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ১১-তম থেকে পঞ্চমতম অবস্থানে চলে এসেছে এবং বৃদ্ধির এই গতি ত্বরান্বিত হতে থাকবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি গত শুক্রবার লখনউতে ১১৪টি পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং ব্রজেশ পাঠক।রাজনাথ সিং এই অনুষ্ঠানে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি দেশে পরিকাঠামোগত বিপ্লব এনেছেন। আমি যদি শহুরে পরিকাঠামোর কথা বলি, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ১,১৮,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল, যেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২৮,৫২,০০০ কোটি টাকা পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন ফিতা কেটে লখনউয়ের মুন্সি পুলিয়া এবং খুররম নগর ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করেন।

উপরাষ্ট্রপতি - কৃষকদের সমস্যার দ্রুত সমাধান জরুরি, কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে নিরুদ্বেগ থাকা যায় না

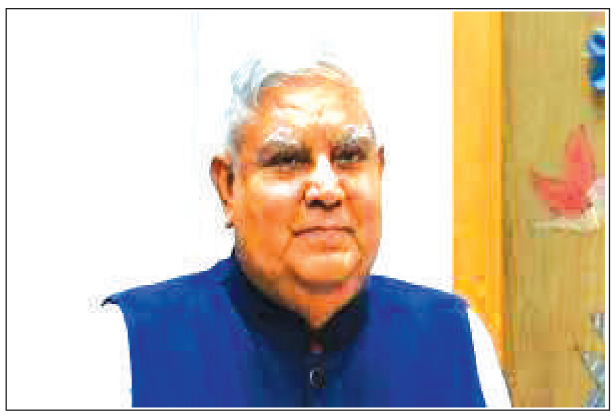

নতুন দিল্লি(পিআইবি), ১৬ ফেব্রুয়ারীঃউপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় বলেছেন, কৃষকদের বিষয়গুলির সময়মতো সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, দেশ কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। ধারওয়াড়ে কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজে প্রাক্তনী পুনর্মিলন অনুষ্ঠান এবং অমৃত মহোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষকদের দুর্দশা দেশের দ্রুত নজর দাবি করে, কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। এই দেশে, যে দেশের উত্থান হচ্ছে এবং যে উত্থান অদম্য, যে উত্থান আগে কখনও হয়নি, সেখানে আমরা কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে নিরদ্বেগ থাকতে পারি না। সব বিষয়ের সমাধানে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি বলব, কৃষকদের সমস্যার সমাধান খুঁজতে সময় আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার কাজ করছে। আমরা চাই সকলে একযোগে সমন্বয় রেখে ইতিবাচক মন নিয়ে সমাধান খুঁজুক।ন্ডদেশের অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রের অনেক বড় গুরুত্বের কথা তুলে ধরে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্প, বস্ত্র, খাদ্য, ভোজ্য তেল এবং আরও অনেক কিছু। এগুলি সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং লাভজনক হয়ে উঠছে। সেই লাভের সমান ভাগ পাওয়া উচিত আমাদের কৃষকদের। এইসব সংস্থাগুলির উচিত তাদের সিএসআর তহবিলগুলিকে কৃষকদের কল্যাণে, কৃষি ক্ষেত্রের গবেষণায় ব্যবহার করা। এই বিষয়ে তাদের খোলা মনে ভাবা উচিত। কারণ কৃষিপণ্য তাদের জীবনরেখা এবং সেই হৃদস্প ঃদন নিয়ন্ত্রণ করে কৃষকরা। আমাদের ৩টি জিনিস করতে হবেঃ এক, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে। দুই, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতেই হবে। এবং তিন, যেকোনও মূল্যে আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে।তিনি আরও বলেন, আমাদের মনে রাখা উচিত যখন কৃষকরা আর্থিকভাবে ভালো থাকেন, অর্থনীতি প্রাণবন্ত থাকে কারণ কৃষকদের ব্যয় ক্ষমতা বাড়ে। যখন কৃষক ব্যয় করেন, তখন অর্থনীতি নিজে নিজেই চালিত হয়। এবং সেই জন্য আমাদের আরও একটি ইতিবাচক প্রভাব ঘটে। যদি কৃষিক্ষেত্র প্রাণবন্ত হয়, সুষ্ঠুভাবে চলে, তার যত্ন নেওয়া হয়, নজর দেওয়া হয়, তবে কৃষি ক্ষেত্রে অনুপাদক সম্পদ বলে কিছু থাকতে পারে না। আইসিইউ - তে থাকা রোগীর দিকে আমরা যেভাবে নজর দিই, কৃষকদের প্রতিও আমাদের সেভাবে নজর দিতে হবে।দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং বাজারের অনিশ্চয়তার মতো মৌলিক চাপ থেকে কৃষকদের রেহাই দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শ্রী ধনখড় বলেন, সময় এসে গেছে বিশ্লেষণ করার এবং কৃষিক্ষেত্রকে মৌলিক চাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার। সরকার অনেক কিছু করছে কিন্তু কৃষক এখনও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, বাজারের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল। ঘাটতি থাকলেও তাকে ভুগতে হয়, প্রাচুর্য থাকলেও তাকে ভুগতে হয় এবং সেইজন্য আমাদের এমন পদ্ধতি বের করতে হবে, যাতে আমাদের কৃষকদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।কৃষি ক্ষেত্রের সকল রকম ভর্তুকির সরাসরি হস্তান্তরের পক্ষে সওয়াল করে শ্রী ধনখড় বলেন, আমি চাই এবং আমি জোর দিয়ে সুপারিশ করছি, কৃষিক্ষেত্রে সার অথবা অন্য কিছু বাবদ দেওয়া যেকোনও ভর্তুকি যেন সরাসরি পৌঁছয় কৃষকের কাছে। কৃষকদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন, এমন কী সার যাতে ভর্তুকির পরিমাণ বিপুল..... কৃষিক্ষেত্রের অর্থনীতিবিদদের ভাবতে হবে যদি এই সহায়তা সরাসরি কৃষকের কাছে পৌঁছয় তাহলে সে রাসায়নিক সারের বিকল্প খুঁজতে পারে। কৃষকরা এই টাকা ব্যবহার করতে পারে জৈব এবং প্রাকৃতিক চাষের জন্য।টারমেরিক বোর্ড গঠনের জন্য সরকারের প্রশংসা করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমি এত খুশি হয়েছিলাম, যখন বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের ঘোষণাটি কানে আসে। টারমেরিক বোর্ড, ন্যাশনাল টারমেরিক বোর্ড, হলুদের জন্য একটা বড় পদক্ষেপ। ৫ বছরে উপাদন দ্বিগুণ হবে। রপ্তানির জন্য বাজার তৈরি করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কৃষকরা উপকৃত হবেন। তাতেও মূল্য যুক্ত করতে পারবেন কৃষকরা...... ভারত সরকার টারমেরিক বোর্ড গঠনের মাধ্যমে হলুদে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। কি দারুণ সাফল্য। আমি জোরালো ভাবে প্রত্যেকটি কৃষি পণ্যের জন্য এমন ধরনের বোর্ড গঠনের আর্জি জানাচ্ছি সরকারের কাছে, যাতে সেগুলিতে মূল্য যুক্ত হয় এবং বিশেষ নজর পায়। কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী ধনখড় বলেন যে, কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর হওয়া প্রয়োজন। নিরন্তর রূপান্তর হোক। যুক্ত হোক প্রযুক্তি। প্রযুক্তির দ্রুত বদল ঘটছে। কিন্তু কৃষকরা এখনও পুরনো ট্রাক্টরকে আঁকড়ে ধরে আছে। ট্রাক্টর এমন একটি বিষয় যাতে সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ সর্বোচ্চ। কৃষকদের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতেই হবে। তাদের প্রযুক্তি গ্রহণ করার জন্য নিরন্তর বোঝাতে হবে। এবং সেই জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির বড় ভূমিকা আছে। সাধারণত, ৫০ হাজার কৃষক প্রতি একটি করে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে। একবার ভেবে দেখুন যদি প্রকৃতপক্ষেই সেই ৫০ হাজার কৃষক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যুক্ত হয়, তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাবে।ন্ডতিনি আরও বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার অবশ্যম্ভাবী কারণ আমরা প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছি। ভাবনা চিন্তায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক কিছু করা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের মতো সংস্থাগুলি এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চকে কৃষককেন্দ্রিক হতে হবে। প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাস্তবের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যাতে হাতে কলমে প্রমাণ পাওয়া যায়...... ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ অনেক দূর পৌঁছে গেছে। এর বাস্তবে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। প্রত্যেক কৃষকের কানে যেন সেই রেশ পৌঁছে যায়।সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং দেশের বেড়ে চলা প্রত্যাশার বিষয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটছে দ্রুত হারে। এত দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতি মধ্যে আমরাই বৃহত্তম। এক মাইল ফলক থেকে আমরা আরেক মাইল ফলকে পৌঁচচ্ছি। আমরা পঞ্চম বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ২ বছরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছি। পরিকাঠামোয় আমাদের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। আমাদের দেশের ভাবমূর্তি, প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি এই দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধিশীল অর্থনীতি দেশকে পরিবর্তিত করেছে প্রত্যাশী দেশে। বর্তমানে বিশ্বে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশী দেশ। কারণ রাস্তার পরে, রেলের পরে, বিমানের পরে, ডিজিটাল সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। শৌচাগারের পরে, নলবাহিত জলের পরে, গ্যাস সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। সুলভে বাড়ির পরে আপনারা আরও চাইছেন। বিপুল ব্যাঙ্কিং অন্তর্ভুক্তির পরে আপনারা আরো চাইছেন কারণ এগুলি ছিল আমাদের স্বপ্নের অতীত। আমরা কখনও ভাবিনি সাধারণ মানুষ গ্রামে গ্রামে এই সুবিধা পাবে। শৌচাগার, নলবাহিত জল, গ্যাস সংযোগ, সুলভে আবাসন, সড়ক সংযোগ, ইন্টারনেট সংযোগ। আমরা কখনও

ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারী হিন্দুরাই, পূর্ব বর্ধমানের সভায় বার্তা মোহন ভাগবতের

পূর্ব বর্ধমান, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারী হিন্দুরাই, রবিবার পূর্ব বর্ধমানের সভায় এই বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের তালিত সাই কমপ্লেক্সের মাঠের সভায় মোহন ভাগবত বলেছেন, অনেকে প্রশ্ন করেন হিন্দু সংগঠনগুলিকেই কেন আমরা গুরুত্ব দিই। তাদের জন্য আমার উত্তর এটাই যে হিন্দুসমাজই দেশের মধ্যে দায়িত্ববান। আর তাই হিন্দুদের আমরা ঐকবদ্ধ করতে চাই। কারণ হিন্দুরাই ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারী।তিনি আরও বলেন, ভারতের একটি স্বভাব আছে, এবং যারা ভেবেছিল যে তারা সেই স্বভাবের সঙ্গে বাঁচতে পারবে না, তারা নিজেদের আলাদা দেশ তৈরি করেছে। কিন্তু হিন্দুরা গোটা বিশ্বের বৈচিত্রকে আপন করে নিয়েছে। আমরা প্রায়শই বলি বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। কিন্তু হিন্দুরা বোঝে বৈচিত্র্যই আসলে একতা। ভারত মহারাজা বা সম্রাটদের কথা কেউ মনে রাখেনি। সবাই মনে রেখেছেন যিনি ১৪ বছর বনবাসে গিয়েছিলেন তাঁকে।মোহন ভাগবত বলেন, এটাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যিনি মেনে চলেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু। গোটা দেশের বৈচিত্রকে এক সুতোয় বেঁধে রাখেন হিন্দুরাই। তবে কাউকে আঘাত দেওয়ার মতো কাজ কখনই আমরা করব না। শাসকপক্ষ, প্রশাসন তাদের কর্তব্য পালন করে। দেশের জন্যে কাজ করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

অব্যবস্থা ? কী বলছেন মহাকুম্ভে আসা পুণ্যার্থীরা

প্রয়াগরাজ, ১৬ফেব্রুয়ারি ঃতিনবার আগুন ধরেছে। পদপিষ্ট হয়ে হতাহত হয়েছে অনকে। এসব নিয়ে খবর হয়েছে দেশের সর্বত্র। বিভিন্ন ট্রেন নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছে। ট্রেনের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরাও যেন লোকাল ট্রেন। ভিতরে যাতায়তের পথ রুদ্ধ। ফলে যাত্রীদের বাথরুমে যাওয়া দায়। তবু সরকারের তরফে, রেলের তরফে ক্রমাগত বিভিন্ন পরিষেবার প্রশংসা করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে সাফল্যের বড় বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের সেই সব দাবি কতটা সত্যি?সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে প্রয়াগরাজ রামবাগগামী ১২৩৩৩ বিভূতি এক্সপ্রেসের এসি বি১ কামরায় চা ওয়ালা, জল-বিক্রেতার দেখা মেলেনি। হয়তো ভিতরে ভি।রে জন্য ঢুকতে পারছে না। উপচে পড়া ভিড়ে ব্যাগে রাখা খাবার বার করাও শক্ত। ট্রেনের অধিকাংশ কামরার ছবিটা এরকমই। মহাকুম্ভের ট্রেনযাত্রীদের এরকম পরিস্থিতির মুখে প।তে হয়েছে। একই ছবি গত বৃহস্পতিবারের হাওড়ামুখী ফিরতি ট্রেনের।এই বিভূতি এক্সপ্রেসেই প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে এসেছেন জয়দীপ রায়। তিনি অবশ্য এসব সমস্যাকে অব্যবস্থা বলে মানতে রাজি নন। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, ১৪৪ বছর অন্তর মহাকুম্ভ হয়। তাতে আসতে পেরে গর্ববোধ করছি। এই ট্রেনে যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি, সব ট্রেনেই যে এরকম হয়, তা তো নয়! এরকম একটা বড় সমাবেশে এরকম কিছু অসুবিধে হতেই পারে। সেটাকে ইস্যু করলে চলে না!বাগবাজারের গৌ।ড়ীয় মঠের গৃহস্থ প্রভু রঞ্জন কুমার দাসের দীক্ষার ২৫ বছর হল ২০২৫-এ। স্ত্রী সুপর্ণা দীক্ষিতা ৯ বছর ধরে। স্বামী এবং মা-বাবার সঙ্গে এই ট্রেনেই এসেছেন মহাকুম্ভে। রঞ্জনের মন্তব্য, আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আছেন এস ফাইভ কামরায়। সেটির অবস্থা এতটা শোচনীয় নয়। আর মহাকুম্ভ মূলত সাধুদের জন্য। আমজনতা সবার জন্য নয়। মূলত সামাজিক মাধ্যমে মহাকুম্ভ নিয়ে ক্রমাগত পোস্ট হচ্ছে। সেটা দেখে দলে দলে লোক প্রয়াগমুখী হয়েছে। সরকার এই বিপুল পুণ্যার্থীদের সুব্যবস্থা করবে কীভাবে?পশ্চিম মেদিনীপুরের ময়নার যোগদা সসঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয় রঞ্জনের। তিনি এইপ্রতিবেদককে বলেন, মোট ৪২ দিন ধরে এই মহাকুম্ভ চলবে। এইরকম ভি। হচ্ছে নির্দিষ্ট কটা পুণ্যদিনের আগে পরে। আপনি এই দিনগুলো ছে।ে অন্য দিন আসুন! মোটেই এত অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমাদের যেন এই পুণ্যদিনে স্নান করতে হবে! পাপ কি গায়ের ময়লা যে পুণ্যদিনে সঙ্গমের জলে স্নান করলাম আর সব পাপ দূর হয়ে গেল? আমরা নিজেরাই কি এই তথাকথিত অব্যবস্থার জন্য দায়ী নই?গঙ্গা-যমুনার মিলনস্থলের কাছে যে বিস্তীর্ণ জায়গায় তৈরি হয়েছে মহাকুম্ভের নগরী, তার ব্যাপকতা আর পরিকল্পনা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমজনতা হিসাবে মহাকুম্ভে আসতে গেলে প্রথম দরকার অসম্ভব মনের জোর। হাঁটার শক্তি। ভাল হোটেল বা দামি আশ্রয়শিবিরে না থাকলে বাথরুম-বিষয়ক অব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে।ব্যবসায়ী মিতালি সাহা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেন, দুরকম ভাবে ভাবা যায়। যুক্তিবাদী মন যাঁদের, তাঁরা ভাববেন একরকম। ছ'জন থাকার উপযোগী বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে বাড়তি সমাগমের কথা মাথায় রেখে অনুষ্ঠানবাড়ি ভাড়া করি। সেটা সম্ভব। কিন্তু মহাকুম্ভের সঙ্গমস্থলকে স্থানান্তরিত করতে পারি না। বহু কোটি মানুষের মিলনকেন্দ্র যত বড় করা প্রয়োজন, মহাকুম্ভের তত বড় অস্থায়ী নগরী করা সম্ভব নয়।মিতালির মতে, মহাকুম্ভে যাঁরা আসবেন, সেই মানসিকতা নিয়ে আসতে হবে। আর পুণ্যার্থীদেরও নিজেদের দায়িত্ব আছে। পরিচ্ছন্নতাবোধ ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন না হলে প্রশাসন অগুনতি শিবিরের বাথরুম এবং অন্যান্য পরিষেবা দেবে কী করে?

নতুন দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, শোকাহত রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকাহত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, পদপিষ্টের ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে প্রশাসন। শোক প্রকাশ করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও। উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেন তিনি।শোক প্রকাশ করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, স্টেশনে পদপিষ্টের ফলে অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। পাশাপাশি, তিনি মৃত পরিবারদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ' স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত ও আহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। মুখ্যসচিব ও পুলিশ কমিশনারকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শোকপ্রকাশ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও।

আমেরিকা থেকে ফিরলেন আরও ১১৯ জন ভারতীয়, বিমান নামল পঞ্জাবে

অমৃতসর, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ দ্বিতীয় দফায় আমেরিকা থেকে ভারতে ফেরত পাঠানো হল শতাধিক অবৈধ অভিবাসীকে। দ্বিতীয় দফায় মোট ১১৯ জন ভারতীয় অবৈধ অভিবাসীকে ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা। গত শনিবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে পঞ্জাবের অমৃতসরে পৌঁছেছে বিমানটি। এই ১১৯ অবৈধবাসীর মধ্যে ৬৭ জনই পঞ্জাবের বাসিন্দা। হরিয়ানা থেকে রয়েছেন ৩৩ জন।এ ছাড়া গুজরাটের আট জন, উত্তর প্রদেশের তিন জন, গোয়ার দু'জন, মহারাষ্ট্রের দু'জন, রাজস্থানের দু'জন, হিমাচল প্রদেশের এক জন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের এক জনকে দ্বিতীয় দফায় ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা। চলতি সপ্তাহেই তৃতীয় দফার অবৈধবাসীদের নিয়ে তাদের আরও একটি বিমানের ভারতে আসার কথা। তবে তৃতীয় দফার বিমানটির অবতরণের দিনক্ষণ কিংবা বিমানে কোন রাজ্যের কত জন আছেন, এখনও জানায়নি আমেরিকা।

প্রখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী আর. মনিকা বাসগমের প্রয়াণ, বৈজ্ঞানিক মহলে শোকের ছায়া

চেন্নাই, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও মহাকাশ প্রযুক্তির অন্যতম পথপ্রদর্শক অধ্যাপক আর. মনিকা বাসগম (৯১) শনিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।অধ্যাপক বাসগম ভারতের মহাকাশ গবেষণাকে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ভারতের প্রথম উপগ্রহ প্রক্ষেপণ যান-এর বিকাশে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ভাস্কর উপগ্রহ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। তাঁর অবদান ভারতীয় মহাকাশ গবেষণাকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছে।শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তামিলনাড়ু ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাতা-র পরিচালক ছিলেন। এছাড়া, তিরুবনন্তপুরমের থুম্বা-স্থিত বিক্রম সারাভাই স্পেস সেংটারের পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন।অধ্যাপক বাসগম ভারতের মহাকাশ গবেষণায় চার দশকের বেশি সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ড. বিক্রম সারাভাই ও ড. শনিস ধবনের মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একাধিক সফল মিশন পরিচালনা করেছেন।অধ্যাপক বাসগমের প্রয়াণে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যান ড. ভি. নারায়ণন গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার এক অগ্রদূতের প্রয়াণে আমি মর্মাহত। ভারতের মহাকাশ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনন্যসাধারণ। তাঁর দেখানো পথ আমাদের ভবিষ্য মহাকাশ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রাক্তন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক বাসগমের দীর্ঘদিনের সহকর্মী ড. টি.আর. গোপালকৃষ্ণন নায়ার বলেন, তিনি এক অসাধারণ মেধাবী বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। তাঁর গবেষণা ও উদ্ভাবনী চিন্তা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বিশাল অবদান রেখেছে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা এক স, দক্ষ ও মানবিক নেতৃত্ব হারালাম।অধ্যাপক আর. মনিকা বাসগমের মৃত্যু ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর কর্ম ও অবদান চিরকাল ভবিষ্য প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

ত্রিবেণী সঙ্গমে সস্ত্রীক পুণ্যস্নান গড়কড়ির, ব্যবস্থাপনা খুশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

প্রয়াগরাজ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলায় অংশ নিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গ।করি। রবিবার গড়করি ও তাঁর স্ত্রী ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। মহাকুম্ভ মেলায় সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় খুশি ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী গড়করি।তিনি বলেছেন, এত বড় আযোজনের জন্য রাজ্য সরকার খুব ভালো ব্যবস্থা করেছে। প্রশাসন এবং পুলিশ সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা। হাজার হাজার ভক্ত এমনকি সড়ক পথে যাতাযাত করছেন। আমরা সবার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি। গড়করি আরও বলেছেন, আমি খুব খুশি এবং সন্তুষ্ট। আমি মা গঙ্গার ঐশ্বরিক দর্শন পেয়েছি এবং সবচেয়ে ভালো দিক হল উত্তর প্রদেশ সরকার চমৎকার ব্যবস্থার সঙ্গে এত দক্ষতার সাথে এমন একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ পরিচালনা করেছে।

ঝাড়খণ্ডে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি হয়েছেঃনিশিকান্ত দুবে

দেওঘর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর কথায়, ঝাড়খণ্ডে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে। রবিবার ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। আর আমি যেটা বলছি তা হল, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, আইএসআই, তাদের দ্বারা প্রশিক্ষিত লোকজন, আপনারা শুধু দেখুন কিভাবে বাংলাদেশ থেকে পাকুড়ে এসে ট্রেনিং দিয়ে চলে যাচ্ছে।নিশিকান্ত দুবে আরও বলেছেন, তারা পুরো সাঁওতাল পরগণা দখল করতে চায়। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা সমগ্র এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করছে, আদিবাসীর সংখ্যা কমছে, সাধারণ হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে।

দিল্লিতে যমুনা পরিষ্কারের কাজ শুরু, জানালেন উপ-রাজ্যপাল সাক্সেনা

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে যমুনা নদীকে পরিস্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। রবিবার এমনটাই জানালেন দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা। উপ-রাজ্যপাল সাক্সেনা এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, যমুনা নদী পরিস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হযেছে। ট্র্যাশ স্কিমার, আগাছা কাটার যন্ত্র এবং একটি ড্রেজ ইউটিলিটি ক্রাফট দিয়ে ইতিমধ্যেই নদীতে পরিস্কারের কাজ শুরু হযেছে।উল্লেখ্য, দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা গত মুখ্য সচিব এবং এসিএস (আইএন্ড এফসি) এর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁদের অবিলম্বে কাজ শুরু করতে বলেছেন। সেই মতো রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে যমুনা পরিস্কারের কাজ। যমুনা নদীর স্রোতে আবর্জনা, পলি অপসারণ করা শুরু হয়েছে, অন্যান্য নর্দমার পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৪ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ১৪ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ০৩ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩০ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৮ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বা।ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বা।বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৮ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৬মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩২মিনিট

বিদ্যালয়ের শৌচাগার নির্মাণে হিসাবে গরমিল

দুরন্তবার্তা, ১৬ ফে ঃ ২০১৭-২০২০ সালের মধ্যে পুরসভা পরিচালিত ৫০টি বিদ্যালয়ে শৌচাগার সংস্কারের নামে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার গরমিলের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পুরসভার শিক্ষা বিভাগ আগেই তদানীন্তন বিভাগীয় চিফ ম্যানেজার, এক পুর আধিকারিক এবং এক কর্মীকে কারণ দর্শাতে বলেছিল। তাঁরা সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় পুরসভা ওই চার জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়ে শুনানি প্রক্রিয়া শুরু করে। পুরসভার 'ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিংস সেল'-এ শুনানি শুরু হয়েছে গত নভেম্বর থেকে। শৌচাগারের দুর্নীতির বিষয়টি বছর দুয়েক আগে সামনে উপস্থিত। এর পরে অভিযুক্ত এক মহিলা

আধিকারিক বছর দেড়েক আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইমেল পাঠিয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে, শুধুমাত্র মুসলিম মহিলা আধিকারিক বলেই তিনি চরম হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। যার জবাবে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, ''ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ পার পাবেন না। দুর্নীতির সঙ্গে কখনও আপস করব না। দুর্নীতি করলে শাস্তি পেতেই হবে।''

পুরসভা সূত্রের খবর, বছর সাতেক আগে একাধিক পুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা শৌচাগার-দুর্নীতির বিষয়টি পুরসভার শিক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্তাদের বিশদে জানিয়েছিলেন। অভিযোগ, ৫০টি পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শৌচাগার সংস্কার না করেই খাতায়কলমে কাজ করা হয়েছে দেখিয়ে ঠিকাদারদের মোটা টাকার বিল ধরানো হয়েছিল। ওই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের অভিযোগ ছিল, খরচের বিলে তাঁদের দিয়ে জোর করে সই করিয়ে ঠিকাদারদের টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাম প্রভাবিত 'কলকাতা পৌর কর্মী সঙ্ঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক অশোককুমার চ্যাটার্জি অভিযোগ, ''শৌচাগার সংস্কারের নামে রীতিমতো পুকুর চুরি হয়েছিল। আমরা তদানীন্তন যুগ্ম পুর কমিশনারকে (শিক্ষা) একাধিক বার বিষয়টি জানালেও কোনও কাজ হয়নি।''

শৌচাগার দুর্নীতি-কাণ্ডে চার্জশিট পেশ করে শুনানি শুরু হয়েছে মাস চারেক আগে। সূত্রের খবর, এই শুনানি প্রক্রিয়া প্রায় শেষ করে এনেছে কলকাতা পুরসভা। দুর্নীতি-কাণ্ডে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উঠে এসেছিল, শুনানি প্রক্রিয়ায় তার প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে বলে পুরসভার পার্সোনেল বিভাগ সূত্রের খবর। কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক সম্প্রতি বলেন, ''বিভিন্ন পুর বিদ্যালয়ে শৌচাগার সংস্কারের নামে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার গরমিলের প্রমাণ পাওয়া যায় আগেই। শুনানি প্রক্রিয়া চলা মানে অভিযুক্তদেরও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া। এখনও শুনানি শেষ হয়নি। তবে পুর বিদ্যালয়ে শৌচাগার সংস্কারের নামে যে দুর্নীতি হয়েছে, তা পরিষ্কার।'' তবে এবারে কলকাতা পুরসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে পুরসভার কোনও কাজে দুর্নীতি থাকলে তাকে সঠিক তদন্ত করা হবে এবং দোষীদের শাস্তি পেতে হবে।

হাতিশালা থেকে নতুন রুট চালুতে যাতায়াতের সুবিধা

দুরন্তবার্তা, ১৬ ফে ঃ হাতিশালা থেকে নতুন রুট চালু হওয়ার ফলে স্থানীয় মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হবে বলে জানান ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক। এ দিন সার্বিক যাত্রী পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি বাসের সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তৎপরতার কথা উল্লেখ করেন পরিবহণমন্ত্রী। নতুন রুট চালু হওয়ার ফলে ভাঙড় এলাকার মানুষ সহজে চিকিৎসার প্রয়োজনে আর জি কর হাসপাতালে পৌঁছতে পারবে বলেও জানান তিনি। এ দিন রুটের সূচনা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা। অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী বাসমালিকদের হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে রুটের পারমিট তুলে দেন।

ওই বাস রুট চালু করার ক্ষেত্রে অন্যতম তৎপর সংগঠন, সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক বলেন, মাত্র দেড় বছরের মধ্যে সরকারের সহযোগিতায় নতুন রুট চালু করা সম্ভব হয়েছে। নতুন রুট কলকাতা শহরের সঙ্গে যুক্ত করবে শহরতলিকেও। কলকাতা স্টেশনের মাধ্যমে যাঁরা দূরপাল্লার ট্রেন ধরে বাইরে বিভিন্ন কাজে যান, তাঁরা ছাড়াও ভোরের দিকে বিভিন্ন ট্রেনে কলকাতা স্টেশনে এসে পৌঁছনো যাত্রীরা ওই রুটের মাধ্যমে উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এ ছাড়াও, সল্টলেক এবং নিউ টাউনের বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছনোর ক্ষেত্রেও কার্যকরী ভূমিকা নেবে ওই রুট। রাস্তায় বেসরকারি বাসের সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে মাস দেড়েক আগে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই প্রেক্ষিতে রুগ্ন হয়ে পড়া রুটে নতুন পারমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হওয়ার পাশাপাশি নতুন রুট চালু করার উপরেও জোর দিচ্ছে পরিবহণ দফতর। শনিবার নিউ টাউনের হাতিশালা বাসস্ট্যান্ড থেকে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত বেসরকারি বাসের নতুন রুটের সূচনা করলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বেসরকারি বাসের ওই নতুন রুট সেক্টর ৫ ছাড়াও নিউ টাউনের তথ্যপ্রযুক্তি তালুক ছুঁয়ে চলবে।

পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর, এই বাস কলকাতা স্টেশন থেকে ছেড়ে আর জি কর হাসপাতাল, শ্যামবাজার, খন্না, বিধাননগর স্টেশন, পি এন বি, সিটি সেন্টার ১, বিকাশ ভবন, করুণাময়ী, সেক্টর ৫, নারকেলবাগান, অ্যাক্সিস মল, টাটা মেডিক্যাল সেন্টার, ইউনিটেক গেট ১, কারিগরি ভবন এবং ইনফোসিস ছুঁয়ে চলবে। প্রাথমিক ভাবে ২০টি বাসের ওই রুটে অনুমোদন মিলেছে বলে খবর। তবে প্রথম ধাপে ১২টি বাস রুটে নামছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে আরও চারটি বাস নামবে। সবশেষে ওই রুটে চারটি সি এন জি চালিত বাস নামতে পারে বলেও খবর।

শহরের বিভিন্ন স্থানে আগুন দেখা দিতে শুরু করেছে

দুরন্ত বার্তা, ১৬ ফেঃ পুলিশ সূত্রের খবর, এ দিন সকাল দশটা নাগাদ আরুপোতা এলাকার একটি গ্যারাজ থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেন প্রতিবেশীরা। দ্রুত দমকলে খবর দেন তাঁরা। খবর যায় স্থানীয় প্রগতি ময়দান থানায়। পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাত পর্যন্ত সেখানে একটি দমকলের গাড়ি রেখে জায়গাটি ঠান্ডা করার কাজ চলে। এ দিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা গেল, আশপাশে একের পর এক গ্যারাজ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে যে গ্যারাজে এ দিন আগুন লাগে, সেটির টালির চাল আর অবশিষ্ট নেই। ভেঙে পড়েছে টিনের দেওয়ালও। সেখানে পর পর দাঁড় করানো রয়েছে গাড়ির কঙ্কাল। রহমত হোসেন নামে এক যুবক সেখানেই দাবি করেন, গ্যারাজ থেকে আগুন লেগে পাশের টাইলসের কারখানা ও দু'টি ঘরের পাশাপাশি গরু, মোষ রাখার একটি ঘরেও আগুন ধরেছিল। এমন হাওয়া বইছিল যে, দমকলের গাড়ি দেরি করে না এলে আরও কয়েকটি ঘরে আগুন ধরে যেতে পারত। ভস্মীভূত একটি ঘরে ঢুকে দেখা গেল, থালা-বাসন, স্টোভ জ্বলে গিয়েছে। এক যুবক বলেন, ''আমরা টাইলসের কারখানায় কাজ করি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের ঘরে আগুন ধরে যায়। সব ফেলে ছুটে পালিয়েছি।'' এ সবের মধ্যেই কয়েকটি গরু ও মোষকে বার করে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর অভিযোগ, ''এখানে আগেও এমন হয়েছে। গ্যারাজ চালানো হয়, কিন্তু আগুন নেভানোর কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়

কলকাতা শহরে পুরানো গাড়ির রেকর্ড শুরু, এক লাখের বেশি পুরানো গাড়ি নথিভুক্ত

রেকর্ড গড়ে ২০২৪ সালে কলকাতায় ছোট-বড় গাড়ি নথিভূক্ত। ২০২৪ সালে কলকাতায় প্রতি ঘণ্টায় ১১টিরও বেশি গাড়ি এবং দুটি চাকার যানবাহন নিবন্ধিত হয়েছে, যার ফলে গত বছরে শহরে ১ লাখেরও বেশি নতুন যানবাহন রেজিস্টারকৃত।

২০২৪ সালে কলকাতায় প্রতি ঘণ্টায় ১১টিরও বেশি গাড়ি এবং দুটি চাকার যানবাহন নিবন্ধিত হয়েছে, যার ফলে গত বছরে শহরে ১ লাখেরও বেশি নতুন যানবাহন রেজিস্টার হয়েছে। কলকাতার চারটি আঞ্চলিক পরিবহন দপ্তর (আরটিও) , পিভিডি, কাশবা, সল্টলেক এবং বেহালাতে মিলিয়ে ১,০০,১৬৭টি নতুন যানবাহন নিবন্ধিত হয়েছে, যা শহরের ব্যক্তিগত পরিবহনের উপর বাড়তি নির্ভরশীলতার চিত্র তুলে ধরে।

পিভিডি (পাবলিক ভেহিকলস ডিপার্টমেন্ট) ২০২৪ সালে দিনে গড়ে ১০৪টি নতুন যানবাহন নিবন্ধন করেছে, যার ফলে মোট নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮,২৯৮টি, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১১.৭ু বেশি। পিভিডির বার্ষিক রাজস্বও ৭ বৃদ্ধি পেয়েছে, বলে পরিবহন দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, বহালাতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে ২০২৪ সালে ১২,৭৬২টি নতুন যানবাহন নিবন্ধিত হয়েছে, যা ২০২২ ও ২০২৩ সালে পরপর দুটি পতনের পর ৩৭.২ বৃদ্ধি প্রকাশ

করেছে। কসবা স্থিতিশীল বৃদ্ধি বজায় রেখেছে, যেখানে ২৩,৪২০টি যানবাহন নিবন্ধিত হয়েছে, যা ৩.৮ বৃদ্ধি। সল্টলেকে ২০২৪ সালে ২৫, ৭২৩টি যানবাহন নিবন্ধিত হয়েছে, যা ৯.৪ বৃদ্ধির প্রতিফলন, তবে গত বছর এর বৃদ্ধি ছিল ১২.১, যা এই বছরের তুলনায় কিছুটা কম।

তবে এই বেড়ে যাওয়া যানবাহনের সংখ্যা শহরের পরিবহন অবকাঠামো ও সড়ক যোগাযোগের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে। বিশেষজ্ঞ রা বলছেন, এই সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ভূমিকা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, বিশেষত বাস এবং ট্রামের ক্ষেত্রে। ২০২৪ সালে ২,১৮৫টি বাস বাতিল করা হয়েছে, আর মাত্র ১৫৪টি নতুন বাস নিবন্ধিত হয়েছে চারটি আরটিওর মাধ্যমে। বর্তমানে কলকাতায় ট্রাম পরিষেবা মাত্র দুটি রুটে সীমাবদ্ধ, তবে তার কার্যক্রম অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

কলকাতার বৃদ্ধি পাওয়া যানবাহনের সংখ্যা শহরের পরিবহন নীতি এবং অবকাঠামোর জন্য সংকটজনক হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা জানান, এই প্রবণতা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং শহরের আঞ্চলিক পরিবহনের উপর বাড়তি নির্ভরশীলতার প্রকাশ হলেও, এটি টেকসই নগর উন্নয়ন এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কিত জরুরি পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করছে।

আইআইটি খড়্গপুরের ট্রাফিক এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ভার্গব মিত্র বলেন, তএই পরিসংখ্যানগুলি শহরের অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং বাড়তি চলাচল ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে, তবে এটি টেকসই নগর উন্নয়ন, উন্নত পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এবং পরিকাঠামো সমন্বয়ের উপর জরুরি মনোযোগ দাবি করে, যাতে শহরের বৃদ্ধি এবং বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। ২০২৪ সালে রাজ্যে মোট ১১,৮৪,৯৩৯টি যানবাহন নিবন্ধিত হয়েছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১৮.২ু বৃদ্ধি। ২০২১ সালে রাজ্যে নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৯.৫ লাখ, যা পরবর্তীতে করোনা ভাইরাস মহামারির পর দ্রুত পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছে। এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে শহরের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত পরিবহনের ওপর বাড়তি নির্ভরশীলতার বিষয়টিকে প্রতিফলিত করে, তবে তাও শহরের সড়ক অবকাঠামো এবং পরিবহন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে সঠিক নীতি ।

নন্দীগ্রামে পেসটিক ট্যাঙ্কে ময়লা পরিস্কারের কাজে প্রাণ গেল-২

দুরন্তবার্তা, ১৬ ফেঃ স্থানীয় সূত্রে খবর, কানাইয়ের বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করানোর জন্য দুই শ্রমিক গিয়েছিলেন রবিবার। সাফাইয়ের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন বাড়ি মালিক নিজেও। কিন্তু ট্যাঙ্কের ভিতরে কাজ করার সময় হঠাৎ বিষাক্ত ঝাঁঝালো গ্যাসে চার জন সংজ্ঞা হারান। পরিবারের লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা মানস এবং মৃত্যুঞ্জয় নামে দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কানাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর বৌমাও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কানাইয়ের প্রতিবেশী সৌমেনকান্তি দাস বলেন, হঠাৎ কানাইয়ের বাড়ি থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ছুটে গিয়েছিলাম। ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যে চার জন অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। কানাইও অসুস্থ। এমন ঘটনায় আমরা সকলে খুব চিন্তিত।'' প্রতিমা দাস নামে আর এক প্রতিবেশী বলেন, ''কানাইয়ের স্ত্রীর চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, দু'জনে চেম্বারে প্রায় ডুবে গিয়েছে। কানাই এবং তাঁর বৌমা তখনও ছটফট করছিল। আমি বাড়ি থেকে দড়ি নিয়ে আসি। তার পর সকলে মিলে ওদের উদ্ধার করেছি।''

বস্তুত, কয়েক দিন আগে কলকাতার উপকণ্ঠে বানতলায় ম্যানহোলে নেমে পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকায় তিন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় আলিমুদ্দিন শেখ নামে ঠিকাদারকে। তিনিই তিন শ্রমিককে জেলা থেকে কাজের জন্য কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন এবং ম্যানহোল পরিষ্কারের কাজে নামিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় শোরগোল পড়েছিল প্রশাসনের অন্দরে। কিন্তু ন্যূনতম সুরক্ষা ছাড়া ম্যানহোল বা সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে সাফাই অভিযান এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যু জারি রয়েছে। সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে একের পর এক দুর্ঘটনা হয়েছে। তার পরেও হুঁশ নেই। সুরক্ষাকবচ ছাড়াই সেপটিক ট্যাঙ্ক সাফাই করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম থানার ভেকুটিয়া গ্রামে। মৃতদের নাম মানস গিরি এবং মৃত্যুঞ্জয় জানা। এ ছাড়া ওই বাড়ির মালিক কানাই জানাও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে তিনি নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে প্রশাসন সতর্ক করছে।

কাজের বাজারে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে

দুরন্তবার্তা, ১৬ ফে ঃ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের পিএলএফএস (পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে) রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দিল্লির 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক রিলেশনস' একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্ট বলছে, ২০২৪-এর জুলাই-সেপ্টেম্বরে কাজের বাজার, বিশেষ করে শহরের কাজের বাজারে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। জনসংখ্যার মধ্যে কর্মরত মানুষের হার বাড়ছে। তার মূল কারণ হল, মহিলাদের নিয়োগ বাড়ছে। পাকা মাইনের চাকরি বাড়ছে। তবে শহরের কর্মীদের মাত্র অর্ধেক এখন পাকা বেতনের চাকরি করেন। দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন স্থায়ী বেতনেরচাকরি করলেও বাকি চার জন স্বনিযুক্ত, অন্য একজন ঠিকা কর্মী। রিপোর্ট অনুযায়ী, তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার কমছে। কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ হল, কর্মীদের বেতন একই জায়গায় থমকে থাকা। টাকার অঙ্কে বেতন বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির হিসেব ধরলে বাস্তবে বেতন মোটেই বাড়ছে না। ফলে একইসঙ্গে কাজের বাজারে অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জের ছবি ফুটে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বক্তৃতায় রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছিলেন, রাজ্য সরকার বেকারত্বের হার কমিয়ে আনতে সফল। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, জানুয়ারি মাসে দেশে বেকারত্বের হার ছিল প্রায় ৮ শতাংশ। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বেকারত্বের হার ছিল ৪.১৪ শতাংশ। তিনি বেসরকারি সংস্থা সিএমআইই (সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি)-র পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান থেকে তৈরি রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে ২০২৪-এর জুলাই-সেপ্টেম্বরে বেকারত্বের হার ছিল ৫.৫ শতাংশ। ২০২৩-এ ওই তিন মাসে বেকারত্বের হার ছিল ৫.১ শতাংশ। তারপরে বেকারত্বের হার বাড়তে বাড়তে গত এপ্রিল-জুনে বেকারত্বের হার ৬ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই তুলনায় জুলাই -সেপ্টেম্বরে বেকারত্বের হার কিছুটা কমে ৫.৫ শতাংশে নেমেছে। তবে তরুণদের মধ্যে বা ২৯ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে বেকারত্বের হার এর থেকে অনেক বেশি, ১৫ শতাংশ।

রাজ্য সরকারের কর্তাদের বক্তব্য, সরকারি হিসেবেও গোটা দেশের থেকে পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার কম। ২০২৪-এর জুলাই-সেপ্টেম্বরে বেকারত্বের হার ছিল ৬.৬ শতাংশ। সেই তুলনায় রাজ্যে বেকারত্বের হার ৫.৫ শতাংশ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অবশ্য বলছে, এক বছরে দেশের ১১টি শহরে বেকারত্বের হার কমেছে, ১১টি রাজ্যে বেড়েছে। যে সব রাজ্যে বেকারত্বের হার বেড়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কর্নাটক, গুজরাত, কেরল, উত্তরাখণ্ড, ওড়িশা রয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক রিলেশনস-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, বেকারত্বের মাপকাঠিতে ওড়িশায় সবথেকে অবনতি হয়েছিল। সেখানে শাসক দল বিপুল ভোটে বিধানসভা নির্বাচনে হেরে গিয়েছে। কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি থমকে থাকা নিয়ে এই রিপোর্ট বলছে, গত ছয় বছরে রাজ্যগুলির মধ্যে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনও সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে না। ২০১৮-তে পশ্চিমবঙ্গে মাসিক গড় বেতন ছিল সবথেকে কম। তবে গত

শহর কলকাতায় অপরাধ কমাতে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হচ্ছে

দুরন্তবার্তা, ১৬ ফেঃ গত বৃহস্পতিবার রাতে লোহা পুলের কাছে ওই সরকারি জমিতে এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুন করে ফেলে রেখে যায় ই-রিকশার এক চালক। লোহার তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা জমিটির ভিতরে ঘন জঙ্গল। বাইরে থেকে ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায় না। ঘটনার সময়ে জায়গাটি অন্ধকারে ডুবে ছিল। সম্প্রতি সেখানে আলো লাগিয়েছে এনকেডিএ। সংস্থার আধিকারিকেরা জানান, এমনিতে বর্ষার পরে এবং শীতের শেষে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। এক আধিকারিকের কথায়, ''লোহাপুলের ঘটনাটি আকস্মিক ভাবে ঘটে যাওয়ায় এ ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ করতে হয়েছে। আগামী দিনে কী ভাবে জঙ্গলের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা দেখা হচ্ছে।''

উল্লেখ্য, নিউ টাউনের সব জমিই হিডকো-র। সেই সব জমির সিংহভাগই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কলোনির সিন্ডিকেট-বিবাদ। তার জেরেই পুরপ্রতিনিধির উপরে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। শহরে একের পর এক অপরাধের ঘটনায় বার বার গুলশন কলোনির নাম জড়ানোর বিষয়টি লালবাজারের কর্তাদের নজর এড়ায়নি। সপ্তাহ দুয়েক আগে লালবাজারের অপরাধ দমন সংক্রান্ত বৈঠকে কর্তাদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল আনন্দপুর থানার এক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে। সেই বৈঠকে রীতিমতো দাঁড় করিয়ে ওই আধিকারিককে প্রশ্ন করেন পুলিশকর্তারা। কেন ওই এলাকায় অপরাধে লাগাম পরানো যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলে আধিকারিককে ভর্ৎসনা করা হয়। শুধু আনন্দপুর থানার আধিকারিক নন, লাল বাজারের গুন্ডা দমন শাখাকেও গুলশন কলোনি নিয়ে প্রশ্নের সামনে

কিন্তু বহু জমিতে ক্রেতারা কোনও নির্মাণ না করে ফাঁকা ফেলে রেখেছেন। সেই সব জমিই বর্তমানে জঙ্গলে ঢেকে রয়েছে। আবার কিছু জমি এমনও রয়েছে, যা এখনও বণ্টন হয়নি। সেগুলিরও একই অবস্থা।

সূত্রের খবর, দু'বারের বেশি জঙ্গল সাফাইয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক অনটনই প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ, বণ্টন হয়ে যাওয়া সিংহভাগ ফাঁকা জমিতে নির্মাণের জন্য কোনও নকশাও অনুমোদন করানো হয়নি। যে কারণে এনকেডিএ-র উপায় নেই সেই জমির মালিকের থেকে জঙ্গল সাফাইয়ের খরচ আদায় করার। আর বণ্টন না হওয়া জমির জঙ্গল কাটার ক্ষেত্রে এনকেডিএ-কে খরচ আদায় করতে হবে অন্য সরকারি সংস্থা হিডকো-র থেকে।

এ হেন নানা জটিলতা ঘিরেই নিউ টাউনের বহু এলাকা এখনও জঙ্গলে ভরে রয়েছে। শহরের মধ্যে থেকেও কার্যত দুষ্কৃতীদের 'মুক্তাঞ্চল'! কখনও ভরসন্ধ্যায় যুবককে রাস্তায় ফেলে কুপিয়ে খুন করা হচ্ছে, কখনও আবার দুই গোষ্ঠীর বিবাদে প্রকাশ্যেই হচ্ছে বোমা-গুলির বৃষ্টি। কখনও আবার ভিন্ রাজ্যের পুলিশ এসে ওই এলাকায় হানা দিয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে মাসের পর মাস ঘাঁটি গেড়ে থাকা এক দল বাংলাদেশিকে। শহরের বাকি অংশে অপরাধের লেখচিত্র ওঠানামা করলেও আনন্দ পুরের গুলশন কলোনি আছে গুলশন কলোনিতেই।

গত কয়েক বছরে অপরাধমূলক একাধিক ঘটনায় উঠে এসেছে ই এম বাইপাস সংলগ্ন গুলশন কলোনির নাম। সম্প্রতি কসবায় পুর প্রতিনিধিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টার ঘটনাতেও পুলিশি তদন্তে সামনে এসেছে গুলশন পড়তে হয়েছিল বলে খবর। বৈঠকে উপস্থিত পুলিশকর্তারা গুলশন কলোনিতে অপরাধ কমাতে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘন জনবসতি এবং ঘিঞ্জি ওই এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে লালবাজারের উদ্বেগ অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিক বার সে কথা শোনা গিয়েছে পুলিশ কর্তাদের বৈঠকে। যদিও তার পরেও পরিস্থিতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। ফলে, লাল বাজারের এই নির্দেশের পরেও গুলশন কলোনিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আসবে কিনা, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আনন্দপুর থানা থেকে গুলশন কলোনির দূরত্ব মেরেকেটে পাঁচ কিলোমিটার। কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গুলশন কলোনি এবং সংলগ্ন মার্টিন পাড়ায় লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করলেও ভোটারের সংখ্যা মেরেকেটে দুই থেকে তিন হাজার। মূলত অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা লোকজনই ওই সমস্ত এলাকায় এসে ভিড় করছেন। যাঁদের অধিকাংশই আদতে ভিন্ রাজ্যের বাসিন্দা বলে খবর। সেখানে কয়েক বর্গ কিলোমিটার এলাকা ঘিরে একের পর এক বেআইনি নির্মাণ গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। আর এই সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ঘিরে গজিয়ে ওঠা একের পর এক সিন্ডিকেটের বিবাদই বিভিন্ন অপরাধের মূল কারণ বলে স্থানীয়দের দাবি। সিন্ডিকেটগুলির পিছনে রাজনৈতিক নেতাদের মদত থাকায় তাদের দৌরাত্ম্য দিন দিন লাগামছাড়া হয়ে উঠছে বলেও অভিযোগ। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, ''বেআইনি নির্মাণ ঘিরে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ছে ছোট্ট এই জায়গায়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছে থেকে মোবাইল উদ্ধার হল

দুরন্তবার্তা, ১৬ ফে ঃ মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা বা অঙ্ক না পেরে খাতা ছিঁড়ে ফেলা! মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় ঘটনার ঘনঘটা। জানা গিয়েছে, সূর্যপুর হাই স্কুলে সিট পড়েছিল বেলান হাই স্কুলের ওই পড়ুয়ার। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই দেখা যায় খাতা দু'টকরো করে জমা দিচ্ছে ওই পড়ুয়া। গোটা বিষয়টি লক্ষ্য করেন ইনভিলেটররা। যদিও, অভিযোগ জমা পড়লেও বাকি পরীক্ষা দিতে পারবে ওই পরীক্ষার্থী।

মাধ্যমিকের প্রথম দু দিন নির্বিঘ্নে কাটলেও অঙ্ক পরীক্ষায় গোটা রাজ্যে ঘটল ঘটনার ঘনঘটা। উত্তর দিনাজপুরের একটি স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন খাতাই ছিঁড়ে ফেলে এক পরীক্ষার্থী। এরপরেই তার নামে পরীক্ষাকেন্দ্রের পক্ষে পর্ষদের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সূর্যপুর হাই স্কুলে সিট পড়েছিল বেলান হাই স্কুলের ওই পড়ুয়ার। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই দেখা যায় খাতা দু'টকরো করে জমা দিচ্ছে ওই পড়ুয়া। গোটা বিষয়টি লক্ষ্য করেন ইনভিলেটররা। যদিও, অভিযোগ জমা পড়লেও বাকি পরীক্ষা দিতে পারবে ওই পরীক্ষার্থী। প্রথম দু দিন নির্বিঘ্নে কাটলেও রাজ্যে অঙ্ক পরীক্ষায় ঘটনার ঘনঘটা। পরীক্ষার খাতা জমা দেওয়ার আগেই খাতাই ছিঁড়ে ফেলল উত্তর দিনাজপুরের একটি স্কুলের এক পরীক্ষার্থী। ঘটনাকে ঘিরে পরীক্ষাকেন্দ্রের পক্ষে পর্ষদের কাছে অভিযোগ দায়ের ওই ছাত্রের নামে।

জানা গিয়েছে, সূর্যপুর হাই স্কুলে সিট পড়েছিল বেলান হাই স্কুলের ওই পড়ুয়ার। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই দেখা যায় খাতা দু'টকরো করে জমা দিচ্ছে ওই পড়ুয়া। গোটা বিষয়টি লক্ষ্য করেন ইনভিলেটররা। যদিও, অভিযোগ জমা পড়লেও বাকি পরীক্ষা দিতে পারবে ওই পরীক্ষার্থী। পরীক্ষাকেন্দ্রে তিন পরীক্ষার্থীর কাছ মোবাইল পাওয়া গিয়েছে। ওই তিন জনের পরীক্ষাই বাতিল করা হয়েছে। হুগলির রিষড়া স্বতন্ত্র হিন্দি বিদ্যালয়, কলকাতার বদরতলা হাইস্কুল এবং পুরুলিয়া নেতাজি বিদ্যাপীঠের ওই তিন পড়ুয়ার কাছ থেকে পরীক্ষা চলাকালীনই মিলেছে মোবাইল।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ মাধ্যমিকে ৪৫টি মোবাইল উদ্ধার হয়েছিল ।এ ছাড়াও পর্ষদ জানিয়েছে, মাধ্যমিকের তৃতীয় দিনে অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণবশত ৬৮ জন পরীক্ষার্থী হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। এদিকে মিড ডে মিলে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত সপ্তাহে আরও দু-দিন পাতে গোটা ডিম, সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। স্কুল পড়ুয়াদের খাবারের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন করে গোটা ডিম মিড ডে মিলে রান্না করে দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের সাপ্লিমেন্টারি পুষ্টি হিসেবে এই অতিরিক্ত ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। প্রতিটি ডিমের দাম পড়বে ৮ টাকা। রাজ্যের ৮৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৮৩ জন পড়ুয়া এই সুবিধা পাবেন। সপ্তাহে দু'দিন করে।

সিপিএম দলে মহিলাদের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে

দুরন্তবার্তা, ১৬ ফে ঃ পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম দলে মহিলারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদক মহিলা শক্তির ওপরে ভরসা করে দলকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা একেবারে পাকা করে ফেলতে চান। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে মহিলা শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে দলের মধ্যে। তার জন্য মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিকে দলের সদস্যদের বলা হয়েছে। তবে সিপিএম দলের লক্ষ্য হচ্ছে আগামি বিধানসভায় মহিলা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এ ব্যাপারে দলের সক্রিয় বর্ষিয়ান নেতা বিমান মিত্র মত এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে তিনি যে অমত হবেন না সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে সিপিএম দল নারী শক্তির ওপরে জোর দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মহিলা মুখ রেখা গোস্বামীর এ বার বয়সের কারণে বাদ পড়ার কথা। তাঁর জায়গায় কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা পাবেন, তা নিয়েই দু'টি মত তৈরি হয়েছে দলের মধ্যে। সিপিএম সূত্রের খবর, পলিটব্যুরোর এক প্রবীণ সদস্য, দু'জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য-সহ কয়েক জন মহিলানেত্রী মিলে দলে এই 'ভাষ্য' ভাসিয়ে দিচ্ছেন যে, কেরলের মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদক বা সভানেত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা পান। তা হলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তেমন হবে না কেন? মহিলা সমিতির কেরল রাজ্য কমিটির বর্তমান সম্পাদক সিএস সুজাতা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে মহিলা সমিতির সম্পাদক অথবা সভানেত্রীকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা দেওয়া হোক। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদকের পদে বর্তমানে রয়েছেন কনীনিকা ঘোষ বোস। সভানেত্রী পদে রয়েছেন জামুড়িয়ার প্রাক্তন বিধায়ক জাহানারা খান। জাহানারা এক দিকে মহিলা, অন্য দিকে সংখ্যালঘু। তা ছাড়া তাঁর সংসদীয় রাজনীতিতে পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। আবার কনীনিকা সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে বাম মহলে পরিচিত মুখ। জাহানারার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় রয়েছে। তিনি পশ্চিম বর্ধমান থেকেই উঠে আসা নেত্রী। মিনাক্ষীও সেই জেলারই।

আলিমুদ্দিনের অন্য অংশের বক্তব্য, মিনাক্ষীকে এ বারেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে না নেওয়া হলে নতুন প্রজন্মকে সামনের সারিতে আনার বার্তা 'ধাক্কা খাবে'। উল্লেখ্য, আগামী জুন মাসে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্মেলন। সব ঠিক থাকলে বয়সের কারণে যুব সংগঠন ছাড়বেন মিনাক্ষী। তার পর তাঁকে কোন গণ সংগঠনে কাজ করানো হবে, তা নিয়েও আলোচনা রয়েছে দলে। সিপিএমের একটি অংশ চায়, মিনাক্ষীকে কোনও গণ্ডিতে আটকে না রেখে দলের 'মুখ' করে সারা রাজ্যে ব্যবহার করতে। বিশেষত, ২০২৬ সালের ভোটের আগে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে মিনাক্ষীকে ব্যবহার করা উচিত বলে মত তাঁদের। কোন অক্ষ কী ভাবে প্রকাশ কারাটদের কাছে যুক্তির জাল বোনে, তার উপরেই সব নির্ভর করছে।

মিনাক্ষীকে আরও সময় দেওয়ার পক্ষে যাঁরা, তাঁদের মধ্যে এক রাজ্য কমিটি সদস্যের বক্তব্য, ''আমরা অনেক তরুণ মুখকে নিয়ে অতীতেও অনেক আদিখ্যেতা করেছি। তার ফল ভাল হয়নি। তাই সময় দেওয়া জরুরি।'' উল্টো দিকে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এক শ্রমিক নেতার বক্তব্য, ''মিনাক্ষী পরীক্ষিত। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, গত বছর ওঁর নামেই ব্রিগেড ভরেছিল। ওঁকে ঈর্ষা করলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।''

মিনাক্ষীকে যে মহম্মদ সেলিমেরা নেতৃত্বের সামনের সারিতে আনতে খানিকটা 'আগ্রাসী', তার প্রমাণ মিলেছিল গত নভেম্বরে। আরজি কর-কাণ্ডে সিবিআইয়ের তদন্তের গতি বাড়ানোর দাবি নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করেছিল সিপিএম। সে দিন দেখা গিয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, সুজন চক্রবর্তী, সুমিত দে-রা দাঁড়িয়েছিলেন সিজিও-র গেটের বাইরে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কল্লোল মজুমদার, দেবব্রত ঘোষ, পলাশ দাসও। আর স্মারকলিপি দিতে ভিতরে মিনাক্ষীকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেলিম এবং দলের প্রাক্তন সাংসদ রামচন্দ্র ডোম। যাকে অনেকে সম্মেলন পর্বের আগে 'বার্তা' বলে অভিহিত করেছিলেন। রাজ্য সম্মেলনের আগে এখন বঙ্গ সিপিএমের আলোচনার অন্যতম বিষয়; মিনাক্ষীকে কত দূর পর্যন্ত যেতে দেওয়া হবে। এর উত্তর পাওয়া সম্ভব হবে এপ্রিলের মাদুরাইতে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রেখা গোস্বামীর এ বার বয়সের কারণে বাদ পড়ার কথা। তাঁর জায়গায় কেন্দ্রীয় কমিটিতে কে জায়গা পাবেন, সেটাই সিপিএমে আলোচ্য হয়ে উঠেছে। মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে ঘিরেই আলোচনা শুরু হয়েছে সিপিএমের অন্দরে। সিপিএম সূত্রের খবর, কুলটির যুবনেত্রীকে ঘিরে রাজ্য সিপিএমে দু'টি অক্ষ তৈরি হয়েছে। একাংশের বক্তব্য, এ বারই মীনাক্ষীকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা দেওয়া হোক। অন্য অংশের বক্তব্য, মীনাক্ষীর বয়স সবে ৪০। তাঁর জন্য আরও সময় পড়ে রয়েছে। বরং মহিলা সংগঠন থেকে কোনও নেত্রীকে জায়গা দেওয়া হোক কেন্দ্রীয় কমিটিতে। মীনাক্ষী আপাতত সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য। বঙ্গ সিপিএমের রেওয়াজ হল, পার্টি কংগ্রেসের পরে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা। ফলে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্য সম্মেলন থেকে রাজ্য কমিটি তৈরি হয়ে গেলেও সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে পার্টি কংগ্রেসের পরে। অর্থাৎ, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে নয়। অনেক দিন ধরেই গুঞ্জন রয়েছে, এ বারে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে জায়গা হতে পারে মিনাক্ষীর। এখন আলোচনা আবর্তিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটিতে

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭৮ সংখ্যা, সোমবার ৪ ফাল্গুন, ১৪৩১

কবি হাইকোর্ট, স্ত্রী সুপ্রিম কোর্ট

আলোর নীচেই জমে থাকে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। কবি বিশ্ববন্দিত কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কথা কয়জন জানে? যশোরের দক্ষিণডিহির বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সাথে কবির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সে নিতান্তই নাবালিকা। ঠাকুরবাড়ি ব্রাহ্ম। তাঁর নাম বদলে করা হল মৃণালিনী। অরবিন্দ-জায়ার ও নাম ছিল মৃণালিনী। সে হোক। ঠাকুর গিন্নি সংসারের পাকে চক্রে ধীরে ধীরে গিন্নিপনাতেও যথেষ্ট পটু হয়ে উঠেছিলেন। শিলাইদহে সপরিবারে কবি যখন থাকতেন তখন জমিদারি দেখাশোনার জন্য তাঁকে দিনের পর দিন গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরতে হতো। একবার হয়েছে কী কবির বাড়ির বাইরে। এদিকে এস্টেটের সবচেয়ে মর্যাদাশীল দুজন বরকন্দাজের অন্যতম গণপৎ সিং-এর এক দেশ ওয়ালি ভাই মূলা সিং সটান পাঞ্জাব থেকে শিলাইদহে এসে হাজির। মেজাজে হোক তার একটা কাজ চাই। অভাবের জ্বালায় সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। গণপৎ এসে সোজা ছোট মাইয়ার শরনাপন্ন হলেন। মেহেরবানী করে মুলাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিতে হবেই। এস্টেটের ম্যানেজারকে বলায় তিনি বলেছেন কবি না আসা পর্যন্ত এত বড় সিদ্ধান্ত তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। সব শুনে দয়াময়ী মৃণালিনী তখনই তাকে এস্টেটের পাহারাদারের কাজে লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পনেরো টাকা মাসিক মাইনে। এদিকে মুলা সিং কাজে লাগলেও তার মন মেজাজ ভাল নেই। ছোট মা সবই লক্ষ করতে থাকেন। একদিন তাকে ডেকে ছোট মা সব জানতে চাইলেন। মুলা ছোট মার সামনে বসে কেঁদে ফেললো। জানা গেল মুলা সিংয়ের রোজ খোরাক বাবদ তিন সের আটা দরকার হয়। আটা কিনেই তো মাইনের টাকা শেষ । তা বাড়িতে টাকা পাঠাবে কোত্থেকে? সেই দুঃখেই সে সর্বদা মনমরা। ছোট মা মূলার কথা শুনে তক্ষুনি হুকুম দিলেন, আজ থেকে ঠাকুরবাড়ির ভাঁড়ার থেকে তিন সেরা করে আটা মূলার জন্য বরাদ্দ হল। কবি ফিরে এসে সব শুনলেন মৃণালিনীর কাছে। মৃণালিনী এবারে মুলার মাইনে বাড়ানোর আর্জি জানালেন কবির কাছে। কবি মাইনে বাড়িয়ে করলেন কুড়ি টাকা। এবারে ম্যানেজার সুপারিশ দিলেন, মুলার যখন মাইনে বেড়েছে তখন ভাঁড়ার থেকে আটা দেওয়া বন্ধ হোক। কিন্তু নাছোড় মৃণালিনী। সে বললে, তা কী করে হয়। একবার একটা কিছু দেওয়ার পর তা কি বন্ধ করা চলে? ফলে মুলার বেতনও বাড়লো আর আটার বরাদ্দও বহাল রইল। কবিও মুখ বন্ধ করে সব মেনে নিলেন। গৃহকর্ত্রী বলে কথা। কবি যেখানে হাইকোর্ট, সেখানে উনি তো সুপ্রিম কোর্ট, তাই না? এবারে আসি মৃণালিনীর আরো একটা অসামান্য গুণের কথায়। সাধারণত মেয়েরা বিয়েতে পাওয়া তাদের অলঙ্কারাদি হাতছাড়া করতে নারাজ। শোনা যায়, কবিগুরু যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মাস্টারদের নিয়মিত বেতন দেওয়া ইত্যাদি আর্থিক সমস্যা এবং অন্যদিকে পর পর দুই মেয়ের বিয়ের খরচ ও মেজো জামাই সত্যেনের পড়াশোনার খরচ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন মৃণালিনী তাঁর পক্ষে উপঢৌকন হিসেবে পাওয়া সোনার গয়না দিয়ে কবিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

সাংবাদিকের দৃষ্টি উত্তম কুমার

গৃহদাহ ছবিতে মহানায়ক কেন সুরেশের চরিত্র না করে মহিমের চরিত্র করেছিলেন। 'গৃহদাহ' ছবি করার সময় তাঁর সঙ্গে আমার একবার তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। ছবিটির প্রযোজক উত্তমকুমার নিজেই। কাস্টিং করার সময় উনি নিজের জন্যে মহিমের চরিত্রটা রাখলেন। সুরেশের চরিত্র দিলেন প্রদীপকুমারকে। আর অচলা যে সুচিত্রা সেন করবেন সেটা তো ধরাবাঁধা কথা। কাস্টিং দেখে খুব মুষড়ে পড়েছিলাম। সুরেশের চরিত্রে কত কী করবার আছে, অথচ উত্তমবাবু সেটা নিজে না করে দিয়ে দিলেন প্রদীপকুমারকে। এটা তো ঠিক হল না। কিছুদিন পরে উত্তমবাবুর সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করা হল, সুরেশের চরিত্রটা আপনি নিজের জন্যে রাখলেন না কেন? উত্তমবাবু গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন। মহিমের চরিত্রটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট বলে তাই। সেই সময়ে তর্ক করাটা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেইরকম তর্কের মুডেই কথা উঠল, কক্ষনো না, সুরেশের চরিত্র অনেক বেশি ডিফিকাল্ট, ওই চরিত্রে অভিনয়ের স্কোপটা অনেক বেশি। উত্তেজনা দেখে উত্তমবাবু একটু হাসলেন। বললেন, গৃহদাহ উপন্যাসটা আপনার ভালো করে পড়া আছে তো? না কি দু-চার পাতা পড়েই তর্ক করতে এসেছেন? খুব ভালো করে পড়া। এই তো আপনি 'গৃহদাহ' ছবি করবেন অ্যানাউন্স করবার পর আবার একবার মন দিয়ে পড়লাম। উত্তমবাবু বললেন, তার পরও মনে হচ্ছে যে সুরেশ চরিত্রটা মহিমের চেয়ে বেশি ডিফিকাল্ট। তাই তো মনে হয়। উত্তমবাবু উত্তরটা শুনে পুনরায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন,আজকাল খুব যাত্রা-টাত্রা দেখছেন বুঝি? বললাম, হঠাৎ এ কথাটা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? উত্তমবাবু বললেন একটা কারণ আছে তাই জিজ্ঞাসা করছি। বললাম হ্যাঁ, যাত্রা দেখতে ভালোবাসি। যাত্রা হল একটা ফোক-আর্ট। উত্তমবাবু থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন। আপনি থোড়াই ফোক-আর্টের কথা ভেবে যাত্রা দেখতে যান। অ্যাকটিং-এর মধ্যে অত্যধিক হাত-পা ছোঁড়া দেখতে আপনার ভালো লাগে, তাই যাত্রা দেখতে যান। বললাম বেশ, তাই না হয় গেলাম। তাতে কী? উত্তমবাবু বললেন সেইজন্যেই তো সুরেশকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছেন। ওই রোলটায় তো যাত্রা করার স্কোপ আছে। তবে ছবিতে তো সুরেশকে দিয়ে যাত্রা করানো হবে না। তা সত্ত্বেও বলছি, মহিমের চরিত্রটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট। ওটা একটা ইনট্রোভার্ট চরিত্র। মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলে, মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। অথচ দর্শককে মনের ভেতরকার সেই ঝড়টা বোঝাতে হবে। সুরেশের চরিত্র তো এক্সট্রোভার্ট।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ভারতকে জাগরিত করতে হবে। এখন ঘুমানোর সময় নয়। ঠাকুর বলতেন, শক্তি তৈরি কর। মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। মাথা নত করবে না। শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়াও। সোজা হয়ে দাঁড়াও। একজন ভারতবাসীর অপমান মানে সব ভারতবাসীর অপমান। ভারতকে মাতা হিসাবে দেখতে শুরু করো। মায়ের মুক্তির কথা চিন্তা করো। মাকে স্বাধীন করতে পারলে ভারতবাসী মুক্তি লাভ করবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য জয় করতে পারবে। না হলে ইউরোপীয়রা ভারতকে বারবার বাধা দিচ্ছে। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম শক্তিশালী।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন। মা কালী দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পুজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আর্শিবাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করে তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে।

১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ফলেই বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছিল

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনও ভাষা শহীদদের পরিচিতি পরিবার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সাল বাঙালীর ঐতিহ্যিক সংগ্রামী অভিযাত্রার এক অবিস্মরণীয় যুগ সন্ধিক্ষণ। মায়ের ভাষা মানুষের নিজের আত্মপরিচয়, যাপিত জীবনের প্রতিদিনের গতি, আপন চৌহদ্দিতে ভাব বিনিময়ের নিয়ামক শক্তি সর্বোপরি আদর্শ, বোধ আর সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। '৪৭-এর দেশ বিভাগে বাঙালীর আত্মপরিচয়ের ওপর যে নির্মম পেষণ শুরু হয়, সেখানে ভাষাকে নিয়ে আরম্ভ হয়ে যায় এক অযাচিত অপকৌশল। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর মুখের ভাষাকে স্বীকৃতি না দেয়ার যে অশুভ পায়তারা পাকিস্তানী সামরিক জান্তা গোটা দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়ের সূত্রপাত করে, সে মাত্রায় ভাষা প্রেমিক বাঙালীরাও হয়ে ওঠে সংগ্রামী আন্দোলনের এক অপ্রতিহত শক্তি। লড়াইয়ের পথ পরিক্রমায় সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে আরম্ভ করে জীবনবাজি রাখাই শুধু নয়, রক্তস্নাত আঙ্গিনায় প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনার নজিরও বিরল যেখানে মাতৃভাষা সুরক্ষায় দেশপ্রেমিক নাগরিক প্রতিপক্ষ শক্তিকে তোয়াক্কা না করে বীরদর্পে রক্ত দিতে তৈরি হয়ে যায়। আবহমান বাঙালীর সংগ্রামী ঐতিহ্য যেমন যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা এক অপ্রতিরোধ্য ঐতিহাসিক কাল পর্ব, ভাষার জন্য লড়াইও সেই মাত্রারই এক সাংস্কৃতিক অভিযোজন। বৈষয়িক এবং নৈসর্গিক বৈভবের এক সমৃদ্ধ জাতি তার চিরায়ত বোধ আর প্রতিদিনের কর্মযজ্ঞে ভাষার মতো একটি মহিমান্বিত গৌরবকে যে মাত্রায় লালন ও ধারণ করে, সেখানে সে অপরাজেয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক পরাশক্তি। শাসক শ্রেণীর আধুনিক সমরাস্ত্রের সজ্জিত বাহিনী কিংবা রাষ্ট্রীয় কোন ধরনের কূটকৌশল এই ঐশ্বর্যমতি অস্ট্রিক জাতির ভাবসম্পদকে ধুলায় লুণ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়। পর্বত সমান প্রতিরোধ আর বৈপ্লবিক ভূমিকায় কোন ধরনের অবদমনকে মাথা পেতে নেয়নি। যে কোন দেশের নিজস্ব ভাষা সেই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের সম্পদ, ঐতিহ্য এবং চিরকালের সমৃদ্ধ চেতনা। যুগ যুগ ধরে বহু পরিবর্তন আর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষা তার আপন বৈভবে সংহত হয়।ব্রিটিশ পূর্ব অবিভক্ত বাংলায় কোন শাসক কিংবা রাজন্যবর্গের ছত্রছায়ার না পেলেও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা তার নিজস্ব বোধ,চাহিদা আর গতিতে সমৃদ্ধ বলয় তৈরি করতে কোন বেগ পায়নি। শাসকবর্গের কোন পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বাংলা তার আপন ঐতিহ্যে ভাষার ক্রমাগত বিবর্তনের মাত্রা অবারিত করে, সেটাও ছিল যুগ-যুগান্তরের এক শুদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈভব।যার যথার্থ কারি সমকালের পণ্ডিত আর বিজ্ঞজনেরা। যেসব জ্ঞানাচার্যের শুদ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনা বাংলা ভাষার অভিগামিতাকে নিরন্তর আধুনিক এবং যুগোপযোগী করে তোলে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদের যে ঐতিহাসিক নমুনা আবিষ্কৃত হয়, সেখান থেকেই যদি আমরা ধরে নিতে পারি সাহিত্যের পথ পরিক্রমায় যথার্থ বাহন বাংলা ভাষাও তার গতি নির্ণয়ে নিজস্ব গন্তব্যে এগিয়ে যায়। ভাষা বিবর্তনের মহিমান্বিত পর্যায়ে জ্ঞানী, গুণী,সৃজন ব্যক্তিত্ব,মনন শীল পুরোধা এবং বিশিষ্টজনেরা নিজস্ব দক্ষতা আর পরিচর্যায় বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ জোয়ারের অনুষঙ্গ করে উনিশ শতকের নবযুগের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। এর পরবর্তী অধ্যায় বাংলা ও বাঙালীর নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে যাওয়ার স্বর্ণালী পর্ব। প্রাক ব্রিটিশও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বাংলার ঐতিহ্যিক সম্প্রসারিত পরিমণ্ডলে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জীবিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিচ্যুতি কিংবা ছন্দপতন দৃশ্যমান হয়নি। ফলে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে বাংলা ভাষার ওপর কোন ধরনের আক্রমণ কিংবা আঘাত আসতে পারে এমন কিছু বাঙালীকে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত করে তোলেনি। তার পরেও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ কিংবা '৪৭-এর দেশ বিভাগ সাধারণ জনগোষ্ঠীর কোন কল্যাণে আসবে না, এমন ধারণা অনেকেরই ছিল। যেমন,কবিগুরু বঙ্গভঙ্গ মানতে পারেননি। অবিভক্ত বাংলা ও বাঙালীর মূল শেকড় থেকে তুলে আনা তাঁর দেশাত্মবোধক সিংহভাগ গানই সেই অস্থির সময়ে রচিত। সেভাবে অবিভক্ত বাংলার ভাগও তৎকালীন অনেক রাজনীতিবিদও বিশিষ্টজনেরা আমলে নিতে চাননি। নেতাজী সুভাষ বসুও তাঁদের একজন যিনি বাংলা ভাগের বিপক্ষে ছিলেন।তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দুই বাংলার জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ছিল। ৪৭-এর দেশ বিভাগে পূর্ব বাংলার ওপর যে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে, তার প্রথম এবং গুরুতর আঘাতটি আসে আবহমান বাঙালীর সাংস্কৃতিক বৈভবের ওপর। ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা এবং তার চারপাশের শুদ্ধ পরিশীলিত নান্দনিক বলয় সময়ের মিছিলে আধুনিকতার সম্প্রসারিত ক্ষেত্রকে নানামাত্রিকে উদ্দীপ্ত করার সে মহিমান্বিত পর্যায়কে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর তীব্র রোষানলে পড়তে হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও যারা এই নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধার হলেন, তারা কোনভাবেই বাংলা ভাষা চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। পূর্ব বাংলার শাসক গোষ্ঠীও নামে মাত্র বাঙালী হয়ে চিন্তা-চেতনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে ছিলেন উর্দু ভাষার প্রতি অনুরক্ত। আত্মপরিচয় বিঘিলত হওয়ার এই বিক্ষুব্ধ পর্বে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দিলেনল্ল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই অগণতান্ত্রিক, অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এর পরবর্তী পর্যায়ে মওলানা ভাসানীসহ গাজীউল হকের মতো অনেক ভাষাসৈনিক ধর্মঘট এবং বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেন এমন হতাশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়া থেকে শুরু

হওয়া এসব আন্দোলন, প্রতিরোধ, বিক্ষোভে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান পালিত হয়। শুধু তাই নয় সারা বাংলা থেকে অসংখ্য মানুষের বৈপ্লবিক কণ্ঠের যে সোচ্চার আওয়াজ তোলা হয়, সেটা যেমন পাকিস্তান সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়, একইভাবে ভাষা প্রেমিক বাঙালীদের সুসংহত করতেও জোরদার ভূমিকা রাখে। '৪৭-এর দেশ বিভাগ সাধারণ বাঙালীর জীবন ও মানোন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়া ছাড়াও ভাষা এবং ঐতিহ্যিকবোধে যে মাত্রার কূটকৌশল খাটানো হয়, সেটাও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পুরো সামাজিক অবয়বে এক বেসামাল পরিস্থিতি তৈরি করে। চিরায়ত বাংলা ও বাঙালীর আত্মপরিচয় এবং মর্যাদা অক্ষুণল রাখতে জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞজন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যে বৈপ্লবিক অভিঘাতের মুখোমুখি হয়, ঐতিহ্যিক ভাষা সংগ্রাম সেই লড়াইয়ের জোরালো ভিত্তি। বাংলার সাংস্কৃতিক বৈভবে সমৃদ্ধ আঙ্গিনায় প্রতিপক্ষ আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিভেদবোধকে জিইয়ে রেখে প্রয়োজনে আরও সংহত করে মাতৃভাষাকে পদানত করতে সব ধরনের ষড়যন্ত্রের পাঁয়তারা করতে থাকে। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষা যে মাত্রায় তার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখে,সেখানেই সুসংহতভাবে এর সুরক্ষার বীজও রোপিত ছিল। ফলে নয়া ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসক চক্র অবদমন এবং পীড়ন বাঙালীদের প্রতিদিনের জীবনবোধের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার হীন চক্রান্তে মেতে উঠলেও, সময়ের দুর্বার মিছিলে তা প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের ঝড়ে তোলপাড় হয়ে যায়। সঙ্গত কারণেই নতুন পাকিস্তানের পক্ষে থাকা অনেক দেশপ্রেমিক বাঙালী নিজের ভাষার ওপর এমন বল প্রয়োগের হীন স্মন্যতাকে কোনভাবেই মানতে পারেনি। সেই দুর্বার আর অপ্রতিহত সংগ্রামী অভিযাত্রায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যে মহিমান্বিত পর্বের শুভসূচনা করে, সেই অগ্নিঝরা সময় থেকে শুরু হয়ে যায় স্বাধিকার আদায়ের আরও এক নতুন মাত্রা যা মহাকালের বৈপ্লবিক বিবর্তনের ধারাকে বহু কাঙ্খিত স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতেও সময় নেয়নি।১৯৫২ থেকে ১৯৭১ প্রায় ২০ বছরের অধিকার অর্জনের লড়াই-সংগ্রাম বাঙালীর নিজ মাতৃভূমিতে পুনরায় আপন কৃষ্টি সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষায় পায়ের তলার মাটিকে আরও মজবুত করার এক অনমনীয় প্রত্যয়। অনেকে এই নবযাত্রাকে পূর্ববাংলার মুসল মানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংগ্রাম হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন, যার প্রাথমিক মঙ্গলযাত্রা১৯৫২ সাল থেকেই শুরু হয়।এই ভাষা আন্দোলন শুধু নিজ দেশে ফেরা নয়, পুরো আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিকও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের এক সম্প্রসারিত বৈপ্লবিক অভিগমনও বটে। আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনা এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন করে গ্রন্থি তৈরি করতে থাকে। সঙ্গত কারণে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি দুর্বল ও অসংহত হয়ে পড়ে।১৯৫২ সালের রক্তস্নাত ফেব্রুয়ারি বাঙালীর জীবন ও মননবোধে যে সুদূরপ্রসারী ঐতিহ্যিক চেতনা সংহত করে, সে ইতিহাসও এক অগ্নিঝরা সময়ের দুর্বার প্রতিরোধ। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে যে বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে ঢাকার রাজপথ উত্তপ্ত করে,সেই উন্মাদনা পূর্ব বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়তেও সময় লাগেনি। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর বিক্ষোভে পাকিস্তানী শাসকবর্গের ভিত কেঁপে ওঠে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন উন্মত্ততাকে সামাল দেয়া শক্তিশালী শাসকবর্গের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ২০ ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশনের অজুহাতে ১ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করলে পরিস্থিতি নমনীয় হওয়ার বিপরীতে আরও দুর্বার আর অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। গাজীউল হক,হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান, আখতার মুকুল, আবদুল মোমিনের মতো ভাষাসৈনিকরা অকারণে, অপ্রয়োজেন জারি করা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ফেলার দিক নির্দেশনা দিলে বাংলার দামাল ছেলেরা সেই বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে রাজপথে নেমে আসে। ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর রাজপথ 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষ'দের লড়াকু সৈনিকদের মিছিল-শোভাযাত্রায় মুখরিত হয়ে ওঠে। হতোদ্যম ও দিশেহারা পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এলাকায় ছাত্রদের মিছিল ও সমাবেশে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ করা গোলাগুলির বীভৎসতায় সুশৃঙ্খল মিছিল শুধু ছত্রভঙ্গই হয়নি, রক্তাক্ত অবস্থায় অনেকের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ভাষা শহীদ জব্বার ও রফিক ঘটনাস্থলেই মারা যান। হাসপাতালে মারা যান বরকত। আর ৭ এপ্রিল পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন সালাম। ২১ ফেব্রুয়ারির সেই রক্তমাখা রাজপথ যে দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়ে শাসক গোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা না করে সম্মুখ সমর অবারিত করেছিল, বাঙালীর সংগ্রামী ইতিহাসে আজও তা স্মরণীয় বরণীয়ই শুধু নয়, তার চেয়েও বেশি ঐতিহ্যিক বাংলা ভাষাকে আপন মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চিরস্থায়ী মনন ও বোধের এক অকৃত্রিম যোগসাজশও বটে। বাংলা ভাষাকে নিয়ে উচ্চ, মধ্য এবং নিম্নবিত্তের বাঙালীদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিরোধ এবং সূক্ষ্ম লড়াই ছিল, ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও পরিণতিতে সে ফারাকও ঘুচে গেল নির্বিঘেল, নিঃসংশয়ে। ধর্ম, বর্ণ,বিত্ত নির্বিশেষে পুরো বাঙালী এক ও অভিন্ন সুতায় আত্মপরিচয়ের গ্রন্থি আরও সুদৃঢ় করল। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রেখে প্রতিটি অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বাঙালী এক কাতারে এসে দাঁড়ালো। এরই ধারাবাহিকতায় একুশ ফেব্রুয়ারির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্ ২১ দফা দাবির চারটিই ছিল বাংলা ভাষা সম্পর্কিত ১. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা,২. বাংলা সাহিত্যের গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা,৩. ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং ৪. একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারীভাবে শহীদ দিবসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ সংগঠন সংহত করে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে শাসকগোষ্ঠীর ভরাডুবি হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের এমন বিপর্যয়েও সত্যিকার অর্থে বাঙালীদের হাতে স্বায়ত্তশাসন দেয়া কিংবা রাষ্ট্রভাষা বাংলার ব্যাপারে সূক্ষ্ম বিরোধ জিইয়ে রাখা সবটাই পাকিস্তানী কুচক্রী শাসক গোষ্ঠীর ইশারায় চলতে থাকে। ফলে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার বিরল রদবদল বাঙালীদের কখনও সেভাবে ক্ষমতাসীন করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রভাষা নিয়েও বাংলার তেমন কোন মর্যাদা দৃশ্যমান হয়নি। ফলে বাঙালী জাতির স্বাধিকারও স্বাধীনতার লড়াই অব্যাহত থাকে। যার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্ত যুদ্ধ। ভাষা আন্দোলনে শহীদদের পরিচিতি

বাংলার ইতিহাসে বাঙালির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা হলো বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। অনেক সংগ্রামওত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই দুটি মহান আন্দোলনে বিজয়ী হয়েছি। আজ সেই মহান ফেব্রুয়ারি মাস।১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনেএ দেশের সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরিক হয়েছিলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই আমরা সবাই শহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি। সবাই একত্রিত হয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই, কিন্তু অনেকেই আমরা জানি না ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কতজন ছাত্র ও জনতা প্রাণ দিয়েছিলেন। এটা অবশ্যই আমাদের সবার জানার দরকার রয়েছে। আমাদের বাঙালির ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে (ক্রমশ)

চুম্বন হল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি এবং তাকে কেন্দ্র করেই হল 'আন্তর্জাতিক চুম্বন দিবস'

শঙ্করলাল কর্মকার

আমার মত ফাজিল লোকের পক্ষে চুম্বনের মত সিরিয়াস জিনিস নিয়ে লিখতে যাওয়া বাতুলতা। তবু প্রেম নিয়ে লিখেছি যখন এটা নিয়ে না হয় কিছু বলি।

ছোটবেলায় অনেকের মত আমারও ধারণা ছিল চুমু খেলেই বাচ্চা হয়। ফলে আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার যখন বিয়ের বহুদিন পরেও সন্তান হচ্ছিল না এবং তিনি আমার মাকে বেদনাভরে সে সব বলছিলেন আমি বেঁড়েপাকার মত সেখানে মন্তব্য করেছিলাম, কেন পিসে কি তোমায় চুমু খায় না? এই একটি মন্তব্যে মায়ের কানমলা ছাড়াও এটা রটে গেছিল যে আমি নাকি সব বুঝি। একটু তলিয়ে বড়রা

দেখলেই বুঝতেন সব বুঝলে অন্ততঃ এই মন্তব্যটি করতাম না। তবে হ্যাঁ বন্ধু মহলে কিছুটা প্রতিপত্তি বেড়েছিল। চুমুর ইতিহাস অতি প্রাচীন। আমাদের বেদে নাকি প্রথম চুমুর উল্লেখ আছে। সুমেরীয় কীলক লিপি বা হায়রোগ্লিফের প্রেমের কবিতায় রীতিমত ফ্রেঞ্চ কিসের বর্ণনা পাওয়া যায়।মহাভারতে নানা টাইপের চুমুর বিশদ বিবরণ বিদ্যমান। ঐতিহাসিকরা বলেন আগে নাকি ইউরোপে এত চুমুর চল ছিল না। আলেকজান্ডারের বাহিনী পাঞ্জাবে এসে এসব দেখেশুনে চেখে গিয়ে ইউরোপে চুমুর প্রচলন ব্যাপক ভাবে করেন। রোমানরা তো আরও একধাপ এগিয়ে। তারা চুমুরই তিন রকম নাম দেন-হাতে বা গালে চুমু হল অসকুলাম, ঠোঁট বন্ধ রেখে ঠোঁটে চুমু হল বেসিয়াম, আর ওই ফরাসী চুম্বন টাইপ হল সুভিয়াম।' মজার কথা বটতলা চুম্বন পদ্ধতি বা দেবতার পদচুম্বন কিন্তু অনেক পরে এসেছে। উনিশ শতকে তো রীতিমত চুমু গবেষণা চালু হয়েছিল। যাকে বলে Philematology চুমু নিয়ে সেরা কথাগুলো সম্ভবতঃ লিখেছিলেন শিব্রাম। কলকাতা থেকে নতুন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে এসেছিলেন বাবা আমাদের জন্য। সকালে উঠে হাতমুখ ধুতেই মা দুটো বড় বড় তালশাঁস সন্দেশ খেতে দিলেন আমায়। অমনি আমি সেই সন্দেশ হাতে করে ছুটেছি রিনির বাড়ি। রিনিকে ভাগ না দিয়ে খাওয়া যায় ?আমি গিয়ে হাতের মুঠো খুলে দেখালাম রিনিকে। তক্ষুনি সে আমার হাত থেকে নিয়ে দুটো সন্দেশই মুখে পুরে দিয়েছে।

'ওমা, আমি যে একদম খাইনি রে এখনো।' বলতেই না, সে মুখ থেকে বার করে আমার হাতে নয়, পাখি-মা তার ছানাকে যেমন করে খাওয়ায়, তেমনি করে তার মুখের গ্রাসের খানিকটা আমার মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে। মুখের ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে।

সেই প্রথম চুমো পাওয়া আমার জীবনে। সন্দেশের সঙ্গে মিশিয়ে চুমো খাওয়া সেই! প্রথম অমৃত আস্বাদের জন্য আমি রিনির কাছে চিরঋণী।

প্রথম চুমু ওমন করে সন্দেশের সঙ্গে মিশিয়ে পেয়েছিলাম বলেই কি ওই চুমু জিনিসটা এমন মিষ্টি থেকে গেলো আমার কাছে চিরদিন ? নাকি, চুমোর সঙ্গে মাখানো ছিল বলেই কি যতো মেঠাই এমন মিঠে লাগে আমার কাছে ? তাই কি আমি এমন সৃষ্টিছাড়া মিষ্টিখোর হয়ে গেলাম জন্মের মতই ? কে জানে !

চুমু নিয়ে এত সিরিয়াস হওয়া মুশকিল। অন্য একদিন না হয় আরও কিছু বলা যাবে। বরং শেষের আগে একটা ঘটনা বলি। সিরিয়াল কিলার নিয়ে একটা লেখা লিখতে গিয়ে পুরোনো লন্ডন নিয়ে পড়তে হল। তাতে দেখলাম জ্যাক দ্য রিপারের বহু আগে লন্ডনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এক অপরাধী। জ্যাক দ্য রিপারের মত সেও নাকি ধরা পড়ে নি।

১৬০০ সালের লন্ডন। মহিলারা সচরাচর লম্বা গাউনের নিচে আর কিছু পরতেন টরতেন না। তখনই এক অপরাধী নাকি অন্ধকার রাস্তায় ঘাপটি মেরে থাকত। কোন মহিলাকে একা পেলে চুপিচুপি পিছন পিছন আসত। আর সুযোগ পেলেই- মহিলার গাউন উঠিয়ে তাঁর নিতম্বে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে দৌড়ে পালাত। লন্ডন পুলিস একে ধরতে পারে নি। তবে সে ব্যাটা ইংরাজিতে spanking শব্দটা চালু করে দিয়েছিল।

এইখানে আর একটা শব্দের উৎপত্তি না বললেই নয়। মধ্যযুগের ইংরাজী গান (ummer canon এ দেখি গ্রীষ্মকাল আসার অন্যতম লক্ষণ নাকি এই সময় the buck farts..হরিণ পাদে। চসারের ক্যান্টারবেরি টেলসে তো এই পাদকে কেন্দ্র করে লম্বা কাহিনি আছে। অ্যাবসোলন নামে এক যুবক অ্যালিসন নামের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। সে তাঁকে বলে রাতের অন্ধকারে জানলায় দাঁড়াতে, সে তাঁর মুখচুম্বন করবে। খবর পেয়ে অ্যালিসনের প্রেমিক জানলায় নিজ নিতম্ব বার করে বসে থাকে এবং অ্যাবসোলন চুমু খেলে এক মোক্ষম ভুসুকুপাদে তাঁকে ধরাশায়ী করে। গল্পটি ঐতিহাসিক। এর পর থেকেই ইংরাজিতে kiss the buttock বা পরে kiss the ass চালু হয়।

– এক ঐতিহাসিক চুমু। ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট। সদ্য খবর এসেছে বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের। এক কথায় অফিসিয়ালি শেষ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমেরিকা সহ মিত্রশক্তি জয়ী হয়েছে। আর সেই আনন্দে টাইমস স্কোয়ারে উদযাপিত হচ্ছে Victory over Japan Day.

লাইফ পত্রিকার ফটোগ্রাফার আলফ্রেড আইন্সটাড ক্যামেরা নিয়ে তক্কে তক্কে ছিলেন যদি কোন ভাল ছবি পাওয়া যায়। যুদ্ধ শেষের উত্তেজনায় সে প্রায় দৌড়ে আসছে, আর পথে বাচ্চা, বুড়ো যত মহিলাকে পাচ্ছে, জড়িয়ে চুমু খাচ্ছে আনন্দে।

এমন সময় আইসটাড খেয়াল

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
গানের জাদুকর শ্যামল মিত্র

বিশেষ প্রতিবেদক

শ্যামল, গানটা তুই একটু মজা করে গা না। সালটা ১৯৫৬। বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ। উত্তমকুমারের রূপালী পর্দার দাপট তখন চূড়ান্ত। ঠিক সেই সময়, এক অনন্য মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে বাংলা চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত জগৎ। উত্তমকুমারের লিপে প্রথমবারের মতো গান গাইবেন শ্যামল মিত্র। রেকর্ডিং স্টুডিওতে উপস্থিত সবাই তখন নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন; এই দুই কিংবদন্তির যুগলবন্দী ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে। আতস কাঁচ যেমন সূর্যের বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মিকে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে পারে, তেমনই কিছু শিল্পী আছেন, যাঁদের ঈশ্বর প্রদত্ত কণ্ঠস্বর সমস্ত আবেগ, অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে একত্রিত করে শ্রোতার হৃদয়ে প্রবল আলোড়ন তোলে। সেই বিরল প্রতিভার এক অনন্য প্রতিনিধি ছিলেন শ্যামল মিত্র; এক সুর-যাদুকর, যাঁর কণ্ঠে শব্দেরা শুধু গান হয়ে ধরা দেয়নি, রূপ নিয়েছিল আবেগের বন্যায়।

সঙ্গীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়, যিনি সবার কাছে স্নেহভরে রবিদা নামে পরিচিত, তখনও কিছুটা সংশয়ে। কারণ গানের রিহার্সালের সময় শ্যামল মিত্রের মুখে একটুও অভিব্যক্তি নেই! গান গাইছেন নিখুঁতভাবে, কিন্তু একরাশ ভাবলেশহীনতার মধ্য দিয়ে। রবিদা চিন্তিত হয়ে বললেন, শ্যামল, গানটার কথা আর সুরটা তো একটু অন্যরকম, তুই একটু মজা করে গা না! রবিদার ভয় ছিল, গানের মধ্যে যদি পর্যাপ্ত আবেগ না থাকে, তাহলে উত্তমকুমারের লিপেও সেই প্রাণ আসবে না। তাই রেকর্ডিংএর সময়েও বারবার রি-টেক নিতে চাইছিলেন। যেন কিছুতেই মনমতো হচ্ছিল না।

কিন্তু শ্যামল মিত্র ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি মৃদু হেসে শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, আমি যেমন গাইছি, ঠিক তেমনই রাখুন। টেক করুন। পরে দেখবেন, সব ঠিক আছে। রবিদা আর কিছু বললেন না। হয়তো তাঁরও বিশ্বাস জন্মাল, এই শিল্পীর আত্মবিশ্বাসের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে। পরবর্তীতে, যখন ছবিটি মুক্তি পেল, যখন প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় উত্তমকুমারের ঠোঁটে ধরা দিল সেই গান; আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে, সাত সাগর আর তেরো নদীর পারে...তখন দর্শকরা বিস্ময়ে স্তব্ধ! উত্তমকুমারের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে এক গভীর আবেগ, আর সেই আবেগ যেন ঢেউ তুলেছে শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে! প্রত্যেকে মনে মনে একই কথা ভাবলেন, আহা! কী অসাধারণ অভিব্যক্তি দিয়ে শ্যামল মিত্র গানটা গেয়েছিলেন!ক্ষ্ম অথচ বাস্তবে, গানটি গাওয়ার সময় তাঁর মুখে কোনো অনুভূতির রেখাও ছিল না। আসলে, তিনি গানের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি সুরের মধ্যে সেই অনুভূতি ঢেলে দিয়েছিলেন, যা শ্রোতার হৃদয়ে অনুরণিত হয়েছিল।

'সাগরিকা' ছবির সেই গান আজও আমাদের হৃদয়ে বাজে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাংলা সিনেমার শ্রেষ্ঠতম প্লেব্যাক পারফরম্যান্সের তালিকায় এটি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শ্যামল মিত্রের কণ্ঠের সেই জাদু আজও হারিয়ে যায়নি, বরং প্রতিবার শোনা মাত্রই মনে হয়; এমন গান আর হবে না! সময় বদলেছে, প্রযুক্তি এগিয়েছে, কিন্তু কিছু সৃষ্টি সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে চিরকালীন হয়ে যায়। শ্যামল মিত্রের সেই গান, উত্তমকুমারের সেই অভিব্যক্তি।

, এই যুগলবন্দী বাংলা সঙ্গীত ও

জম্মুর সাম্বা থেকে পাকিস্তানে পালানোর ছক ছিল জলিলের

দুরন্ত বার্তা, দত্তপুকুর, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ দেহ থেকে মাথা কেটে হজরত লস্করকে খুনের কথা গ্রেপ্তারের পরেই স্বীকার করেছিল ধৃত মহম্মদ জলিল গাজি। এ বার হজরতের কাটা মাথাটা সে কোথায় রেখেছে, সেটাও তাকে জেরা করে জানতে পারলেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। ক্রাইম স্পটে গিয়ে কাটা মাথা কোথায় রয়েছে, সেই জায়গাটাও পুলিশকে দেখিয়ে দেবে বলেও জলিল জানিয়েছে তদন্তকারীদের। জম্মু থেকে গ্রেপ্তারের পর শনিবার বিকেলেই ধৃত জলিলকে নিয়ে দত্তপুকুরে ফিরেছেন তদন্তকারীরা। রবিবার তাকে আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে রেখে দু-একদিনের মধ্যেই হজরত লস্করের কাটা মাথা উদ্ধার হয়ে যাবে বলে দাবি পুলিশের। ধৃত জলিল কুখ্যাত দুস্কৃতী। বাংলাদেশ থেকে এ দেশে আসার পরেই ওবায়দুল গাজি ও নিহত হজরতের সঙ্গে সে চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতিতে যুক্ত হয়েছিল। ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই জলিল এবং ওবায়দুলরা হজরতকে খুনের পরিকল্পনা করে। খুনের আগেই জম্মু যাওয়ার ট্রেনের টিকিটও কেটে রেখেছিল সে। পুলিশের একটা টিম জম্মু আসছে তাকে গ্রেপ্তার করতে,

বিষয়টি জানার পরেই জম্মু ছেড়েছিল জলিল। জম্মু থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে সীমান্ত লাগোয়া সাম্বায় সিডকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া রয়েছে। পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া সাম্বা থেকে বর্ডারের দূরত্ব মোটে ১০ কিলোমিটার। বর্ডার টপকে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল জলিলের। কিন্তু ভারত-পাক সীমান্তে কড়া পাহারা দেখে সেই সাহস দেখায়নি সে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে এই ক'দিন জম্মুর সাম্বায় গিয়ে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র ফেরি করছিল সে। গত বুধবার দুপুরে জলিল ওই গ্রামেই ভাঙাচোরা জিনিস ফেরি করছিল। তখই পুলিশকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। পুলিশও পিছু নেয়। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য জলিলকে ধরে ফেলেন তদন্তকারীরা। গ্রেপ্তারের পর তাকে স্থানীয় আদালতে তুলে সাত দিনের ট্রানজিট রিমান্ড নিয়ে শনিবার বিকেলেই তাকে নিয়ে দত্তপুকুরে ফিরেছে পুলিশ। এ দিন বিকেলেই বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাগর অজিঙ্কা আনন্দ ধৃত জলিলকে একপ্রস্থ জেরা করেছেন। খুনের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, সেই বিষয়টি জেরায় জানতে চেয়েছে পুলিশ। ধৃত জলিল কয়েকজনের নামও বলেছে পুলিশকে। কিন্তু পুলিশের ধারণা, তদন্তকে বিভ্রান্ত করতেই এ সব বলছে পোড় খাওয়া ওই অপরাধী। তবে ওই নাম ধরে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে দত্তপুকুর থানায় গিয়ে ধৃত জলিলকে আরও একপ্রস্থ জেরা করেন বারাসতের পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া। ট্রানজিট রিমান্ডে থাকাকালীনই জলিলকে জেরা করেছে পুলিশ। জেরায় মাথা কেটে হজরতকে খুনের কথা স্বীকারও করেছে জলিল। পুলিশের ধারণা ছিল, কাটা মাথার খোঁজ একমাত্র জলিল করতে পারে। জেরার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত কাটা মাথা কোথায় রেখেছে, সেই জায়গার ইঙ্গিতও পুলিশকে দিয়েছে ধৃত জলিল। দত্তপুকুরে গিয়ে তদন্তকারীদের সঙ্গে থেকে কাটা মাথা খুঁজেও দেবে বলেই পুলিশকে জানিয়েছে জলিল।

ভারতীয় সেনার বাড়িতেই দিনভর 'খেলল' চোরের দল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ফাঁকা বাড়িতে দিনভর খেলল চোরের দল। তাও আবার সেনাকর্মীর বাড়িতে। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে বাড়ির মূল দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। ঘটনা বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার অমরকানন রবীন্দ্রপল্লী এলাকার। খবর চাউর হতেই ব্যাপক শোরগোল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অমরকানন রবীন্দ্রপল্লী এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণুদ্যুতি সিংহ সেনা কর্মী হিসাবে রাজস্থানের জয়সলমীরে কর্মরত। বাড়িতে থাকতেন বিষ্ণুদ্যুতিৎ সিংহর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও সন্তান। গত ১২ ফেব্রুয়ারি মা, স্ত্রী বাচ্চাকে নিয়ে রাজস্থানে যান। বাড়িতে পড়ে তালা। কিন্তু, কে আর জানতো ফাঁকা বাড়িতেই হানা দেবে চোরের দল। এদিন সকালে স্থানীয়রা দেখেন বিষ্ণুদ্যুতিৎ সিংহর বাড়ির দরজায় দেওয়া তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকতেই চোখ কপালে উঠে যায় তাঁদের। গোটা বাড়িতে লুঠপাট চালানো হয়েছে। দেখা যায় বাড়ির সমস্ত জিনিস এদিক পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি প্রতিবেশীরা ওই সেনাকর্মীকে ফোন করেন। এলাকার লোকজনের থেকে খবর পেয়ে ই-মেইলের মাধ্যমে গোটা বিষয়টি গঙ্গাজলঘাটি থানায় জানান বিষ্ণুদ্যুতি সিংহ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সেনাকর্মীর পরিবারের দাবি, কয়েক লক্ষ টাকার দামি ধাতুর অলঙ্কার ছাড়াও নগদ বেশ কিছু টাকা চুরি করে নিয়ে গিছে দুস্কৃতীরা। তবে এ ঘটনা প্রথম নয়, এলাকার বাসিন্দারা বলছেন বিগত কয়েক মাস থেকেই এলাকায় বেড়েছে চোরেদের উপদ্রব। একের পর এক চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সানাইয়ের সুর বদলে গেল বিষাদে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ এখনও ভাঙ্গা হয়নি বিয়ের প্যান্ডেল। সদ্য সম্পর্ক শুরু হওয়া গন্ধ ভাসছে বাড়িতে। কিন্তু সেই গন্ধেই বিষাদ মিশে যাবে ভাবেননি কেউই। বিয়ের একদিন পরই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী যুবক। মৃত যুবকের নাম দীপঙ্কর বর্মন (৩২)। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের মারুগঞ্জ উত্তর মরাডাঙ্গা এলাকার ঘটনা। হঠাৎ মাথায় আকাশ

ভেঙে পড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপঙ্কর বর্মণের সঙ্গে গত দু'দিন আগেই নিউ কোচবিহার এলাকার তরুণীর বিয়ে হয়। তবে মেয়ের পরিবার আর্থিকভাবে সেভাবে সচল না থাকায় পরিবারের তরফে ছেলের বাড়িতেই তাদের বিয়ের আসর বসে। গতকাল ছিল বৌভাতের অনুষ্ঠান। আগের দিন বাড়ির সকলেই যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল হতেই বাড়ির পেছনে একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় যুবকের। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ঠিক কী কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটল তা এখনও পরিষ্কার নয়। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মোবাইলটা অন করতেই এল মেসেজটা, অ্যাকাউন্টে পড়ে রইল মাত্র ৫৮ টাকা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ চারপাশে শুধুই জালিয়াতির খবর। প্রতারণার ভয়েই জীবনে কখনও এটিএমই ব্যবহার করেননি বৃদ্ধ। ব্যাঙ্কে গিয়েই টাকা তুলতেন। অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের ধারপাশ দিয়েও যাননি। অথচ সেই বৃদ্ধও এবার প্রতারণার শিকার। কার্যত তাঁর ব্যাঙ্কের দুই লক্ষ ২২ হাজার ৮০০ টাকা তুলে নিয়ে জালিয়াতরা। অ্যাকাউন্টে পড়ে রইল মাত্র ৫৮ টাকা। সূত্রের খবর, গত ১১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে মোবাইল পকেটমারি হয় পেশায় পুরোহিত ৬১ বছরের তাপস চক্রবর্তীর। এরপর নতুন মোবাইল কিনে নিজের নম্বরের সিম জোগার করতে সব মিলিয়ে দু'দিন কেটে যায়। কিন্তু, মোবাইল চালু হতেই হতবাক বৃদ্ধ। মুহূর্তেই এল মেসেজটা। দেখা যায় অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছে জীবনের জমানো সর্বস্ব। ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দফায় দফায় টাকা উঠে গিয়েছে। আমি জীবনে এটিএম ব্যবহার করি না। অনলাইন কেনাকাটা করি না। টাকার দরকার হলে ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুলি। অথচ আমার মোবাইল চুরির পর অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপ ব্যবহার করে টাকা তুলে নিল প্রতারকেরা। মোট আটবার টাকা তোলা হয়েছে। আমার সর্বস্ব হাতিয়ে নিল প্রতারকেরা। আমার এটিএম নেই। ফলে পিনকোড নেই। তাহলে কিভাবে অনলাইনে আমার টাকা ট্রান্সফার হল? ওই আকাউন্টে মাত্র ৫৮ টাকা পড়ে আছে। সূত্রের খবর, সমস্ত টাকাই ইউপিআইয়ের মাধ্যমে তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বৃদ্ধ।

এক নিমেষেই সব শেষ! রেহাই পেল না কিছুই, বিধ্বংসী আগুন সোনাগাছিতে

দুরন্ত বার্তা, মন্তেশ্বর, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ রাতের অন্ধকারেই বিধ্বংসী আগুন। আগুনে পুড়ে ছাই বাড়ির চাল। রেহাই পেল না কোনও আসবাবই। আলমারিতে থাকা টাকা থেকে একমাত্র মোটরবাইক, আগুনের লেলিহান শিখা শেষ করে দিয়েছে সবই। বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বাড়ির মালিক। শনিবার অন্যান্য লোকজনেরও। মুহূর্তেই মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে গোটা বাড়ি। যদিও ততক্ষণে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে সাইদুল। প্রতিবেশীরা ততক্ষণে বালতি বালতি জল নিয়ে এসে ঢালতে শুরু করেছেন। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সাইদুল। আগুনের তাপে ঝলসে সামান্য আহতও হন সাইদুল। তাঁকে উদ্ধার করে

রাতে এ ঘটনা ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের সোনাগাছি গ্রামে। এই গ্রামেই বাড়ি শেখ সাইদুলের। বিধ্বংসী আগুনের গ্রাসে চোখের পলকে শেষ হয়ে গিয়েছে সব। এখন সর্বস্ব খুই পথে বসে বসার জোগার ওই ব্যক্তির। রাতে যখন এ ঘটনা ঘটে তখন একাই ছিলেন সাইদুল। গভীর রাতে যখন আগুন লাগে তখন তিনি ঘুমের মধ্যে। ততক্ষণে ধোঁয়া ঢাকা পড়েছে চারপাশ। তাতেই শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। আগুনের তাপে শেষ পর্যন্ত ঘুমটা ভেঙে যায়। আগুন দেখে ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গিয়েছে পাড়ার পাহারহাটি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে কীভাবে আগুন লাগত তা বুঝতে পারছেন না সাইদুল। ঘটনার পিছনে অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিতে পারছেন না তিনি। কিন্তু, তার থেকেও বেশি চিন্তায় জীবনধারণ নিয়ে। সর্বস্ব খুইয়ে এখন তিনি চাইছেন সরকার সাহায্য। খবর পেয়ে রবিবার সকালে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ওই এলাকায় আসে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এলাকার লোকজনকে।

সেপটিক ট্যাঙ্কে ঢুকে মৃত্যু শ্বশুরের, প্রাণ গেল মিস্ত্রিরও!

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ কয়কদিন আগেই ম্যানহোল পরিষ্কার করতে গিয়ে কলকাতায় মৃত্যু হয়েছিল ৩ পুরকর্মীর। এবার যেন সেই একই ঘটনার প্রতিচ্ছবি নন্দীগ্রামের ভেকুটিয়ায়। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল দু'জনের। অসুস্থ আরও ২ জন। অসুস্থদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হল নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বছর ষাটের কানাই জানার (৬০)। তাঁর বাড়িতেই বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছিলেন মৃত্যুঞ্জয় জানা নামে এক মিস্ত্রি (৫০)। তাঁকে সাহায্য করছিলেন কানাইবাবুর ছেলের শ্বশুর মানস গিরি(৫৬)। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, শুরুতে সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে গিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু, বিষাক্ত গ্যাসের দাপটে ভিতরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে বাঁচাতে মানস-কানাই সহ পরিবারের অন্যান্যরা ভিতরে নামনে। কিন্তু, সকলেরই একই অবস্থা হয়। মুহূর্তেই চারজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। যদিও কিছু সময়ের মধ্যেই মৃত্যু হয় মৃত্যুঞ্জয় জানা ও মানস গিরির। গুরুত্ব অসুস্থ অবস্থায় নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে কানাই জানা ও তার বৌমাকে। ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় তীব্র চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। পরিবারে কান্নার রোল। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ছেলে প্রসেনজিৎ জানা। তিনি আবার পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার বলে জানা যাচ্ছে।

কার সুপারিশে কত চাকরি? পোস্টারে টিএমসি নেতাদের 'পর্দাফাঁস' সিপিএমের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ 'শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে এগিয়ে বাঁকুড়া', অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে এই মর্মেই পোস্টার দিল সিপিএম। কোন নেতার সুপারিশে কতজনের চাকরি হয়েছে তার তথ্য তুলে ধরে এদিন বাঁকুড়ার রানিবাঁধের বিভিন্ন জায়গায় এই পোস্টার দেয় বামেরা। সিপিএমের এই পোস্টারকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। পাল্টা সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। তীব্র আক্রমণ করেছেন ঘাসফুল শিবিরের নেতারা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে সম্প্রতি সিবিআই জানতে পারে প্রভাবশালীদের সুপারিশে রাজ্যে ৩২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পেয়েছেন। সিবিআইয়ের হাতে আসা তালিকায় দেখা যাচ্ছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমানে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান শ্যামল সাঁতরার সুপারিশে। তাঁর সুপারিশে চাকরি পেয়েছেন মোট ২২

জন। সিবিআইয়ের হাতে আসা তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই তালিকা তুলে ধরে রানিবাঁধে পোস্টার দেয় সিপিএম। পোস্টারে লেখা, দুর্নীতিতে এগিয়ে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা। অবিলম্বে গোটা ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়। সিপিএম নেতাদের দাবি, যেভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হয়েছে তাতে বঞ্চিত হয়েছেন অসংখ্য শিক্ষিত যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা। তাই অবিলম্বে তার তদন্ত শেষ করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। এদিকে সিপিএম এর তরফে পোস্টার দিতেই পাল্টা সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে ঘাসফুল শিবিরও। তৃনমূলের দাবি, সিপিএম ক্ষমতায় থাকাকালীন চুরি করেছে। তাই তারা তৃণমূলকে চোর চোর বললেও তাতে কিছু যায় আসে না। তৃণমূল সততার প্রতীক। তারপরেও অভিযোগ উঠলে নিশ্চিতভাবেই আদালত তার বিচার করবে। যটনাকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার রাজনৈতিক মহলে চলছে জোর চাপানউতোর।

ভাল হয়নি অঙ্ক পরীক্ষা, ঘর থেকে উদ্ধার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ শনিবার ছিল মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা। সোমবার ইতিহাস। ছেলে ভোরেই উঠে গিয়েছিল। মা ভেবেছিলেন পড়তে বসবে। এই ভেবে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যান মা। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরেও আসেন। এসে দেখেন ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। ভেবেছিলেন ছেলে হয়তো বাইরে কোথাও গিয়েছেন। বাড়ির পিছনের দরজা থেকে ঢুকতে গিয়েছিলেন। জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিতেই দেখেন ছেলের হাতের ফাঁক গিয়ে তাঁরই শাড়ির আঁচল ঝুলছে। তখনও বোঝেননি। দরজা খুলতেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল মায়ের। মায়ের শাড়ির আঁচল গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম শুভম দুয়ারি (১৬)। ঘটনাটি ঘটেছে পিংলার নারাথা গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভম বাগনাবাড় হাইস্কুলের ছাত্র। তার পরীক্ষার সিট পড়েছিল তিলন্তপাড়া হাইস্কুলে। তার বাবা কর্মসূত্রে খড়্গপুরে থাকতেন। বাড়িতে মা ও ছেলে থাকতেন। রবিবার সকালে শুভমের মা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগানো। ভেবেছিলেন ছেলে হয়তো কোথাও বেরিয়েছে। পরে পিছন দিয়ে বাড়ি ঢুকে দেখেন ছেলের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। শুধু জানালার কিছুটা ফাঁক দিয়ে শাড়ির আঁচল দেখতে পেয়েছিলেন। প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে দেখেন, ছেলে সিলিং ফ্যানে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। শুভমের মা বলেন, ''ছেলে বলেছিল পরীক্ষাটা মোটামুটি হয়েছে। আমি বলেছিলাম পাশ করে গেলেই হবে, ভাবিস না, পরের পরীক্ষাগুলোর জন্য মন দিয়ে পড়।'' প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, এটাই আসল কারণ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বাবাকে ভয় দেখাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর!

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ইংরাজি পরীক্ষা ভালই হয়েছিল। বাড়িতে এসেছিল বলেছিল বাবা-মাকে। কষ্ট করে ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছেন সন্তানকে। বাবা-মা চেয়েছিলেন, ছেলেটা ভাল করে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। সংসারের হাল ধরুক। ছেলে বায়না ধরেছিল একটা ল্যাপটপের। কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব ছিল না সায়নদীপের বাবার। বলেছিলেন পরে কিনে দেবেন। ইংরাজি পরীক্ষা দিয়ে আসার পরও ছেলেকে সেকথা বলেছিলেন। কিন্তু তারপরও ছেলে যা সিদ্ধান্ত নিল পরীক্ষা দিয়ে আসার পর হাতপা ধুঁতে বাথরুমে গিয়েছিল সায়নদীপ। মা ভাতের থালা নিয়ে বসে থাকলেও, আর ছেলে ফিরছিল না। বাথরুমে গিয়ে দেখা যায়, ছেলের মুখ দিয়ে গ্যাজলা বেরোচ্ছে। ল্যাপটপ কেনার জন্য বাবাকে ভয় দেখাতে গিয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সায়নদীপ দাস নামে বছর ষোলোর ওই পরীক্ষার্থী তমলুকের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিষাদল থানার লক্ষ্যা এলাকার স্কুল ছাত্র সায়নদীপ দাস। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। গত মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে এসেই আচমকা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় অবশেষে শনিবার দুপুরে তমলুক মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়। বাবা-মা তো বটেই, প্রতিবেশীরাও জানাচ্ছেন, সায়নদীপ অত্যন্ত ভাল ছেলে বলেই এলাকার পরিচিত। পড়াশোনায় মন ছিল। বাবা-মার কাজেও হাত লাগাত সে। কিন্তু ইদানীং ল্যাপটপ কেনার বায়না ধরেছিল সে। সে কারণেই বাবা-মার সঙ্গে মাঝেমধ্যে ঝামেলা হত। হঠাৎ কী কারণে এই ঘটনা ঘটাল, তা এখনও জানা যায়নি। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা বলেন, ''বেশ কিছুদিন ধরেই ও একটা নতুন ল্যাপটপ কেনার জন্য জেদ করেছিল। কিন্তু টাকার অভাবে ল্যাপটপ কিনে দিতে পারিনি। তবে কী কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তার সঠিক কারণ এখন জানতে পারিনি।''

বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগে
টেস্টমেন্টারি এবং ইন্টেস্টেট এখতিয়ার
২০২৪ সালের ৫৪১২ নম্বর আবেদন

৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখের শেষ উইলের প্রোবেটের আবেদন। প্রয়াত কালীপ্রসাদ সরোজনাথ বিশ্বাস ওরফে কালীপ্রসাদ বিশ্বাস ওরফে কালীপ্রসাদ বিশ্বাস ওরফে কালী বিশ্বাস, একজন অবিবাহিত, হিন্দু, ভারতীয় বাসিন্দা, মুম্বইয়ের বাসিন্দা, পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত, যিনি মৃত্যুর সময় ডি/১৭, ভাইসরয় কোর্ট সিএইচএস লিমিটেড, ঠাকুর ভিলেজ, কান্দিভালি পূর্ব, মুম্বই-৪০০১০১-এ বসবাস করছিলেন। ...মৃত

উদ্ধৃতি
ভবতোষ শ্যামপ্রসাদ বিশ্বাস
বয়স প্রায় ৫৫ বছর, হিন্দু, মধ্যপ্রদেশের ভারতীয় বাসিন্দা, পেশাঃ ব্যবসা, বসবাসকারী এইচ. নং ৪০৩, সরস্বতী, আকৃতি এনক্লেভ, জি-১, গুলমোহর কলোনি, হুজুর, ভোপাল মধ্যপ্রদেশ-৪৬২০৩৯, শেষ উইলের অধীনে নামকরণ করা একমাত্র নির্বাহক) এবং উপরে বর্ণিত মৃত ব্যক্তির উইল ...আবেদনকারী

প্রতি,
১) সকল সংশ্লিষ্ট
২) পিয়ালি বিশ্বাস

যদি আপনি উপরে উল্লিখিত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কোনও স্বার্থ দাবি করেন, তাহলে আপনাকে প্রোবেট মঞ্জুর করার আগে কার্যধারা দেখার জন্য এখানে উপস্থিত হতে বলা হচ্ছে।
যদি আপনি প্রোবেট মঞ্জুরের বিরোধিতা করতে চান, তাহলে আপনাকে এই উদ্ধৃতি প্রদানের ১৪ দিনের মধ্যে প্রোথনোটারি এবং সিনিয়র মাস্টারের অফিসে একটি সতর্কতামূলক আবেদন জমা দিতে হবে।
আপনাকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, হাইকোর্ট আইনি পরিষেবা কমিটি, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং তালুকা আইনি পরিষেবা কমিটি থেকে যোগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে এবং আপনার জন্য উপলব্ধ বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা এবং যদি আপনি যোগ্য হন এবং বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পেতে চান, তাহলে আপনি উপরের যেকোনো আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
সাক্ষী **শ্রী অলোক আরাধে,** উপরে উল্লিখিত বোম্বের প্রধান বিচারপতি, আজ ১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৫।

প্রোথনোটারি এবং সিনিয়র মাস্টার
স্বাক্ষরকারী
এই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এর ১০তম দিন
ভাসিম সিদ্দিকি
আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী
এ-০১, সাই ক্রুপা সিএইচএস লিমিটেড, এম.জি রোড
হরি ওঁম প্লাজার পিছনে, বোরিভলি পূর্ব, মুম্বই-৪০০০৬৬

অশান্তির আঁচ সীমান্তের মিলন মেলায়, কেউ নামই লেখাল না বিএসএফ-এর খাতায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ পদ্মাপাড়ের অশান্তির আঁচ পীর বাবার বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠানে। মিলন মেলায় এল না বাংলাদেশ। কার্যত ফাঁকা রাজগঞ্জের জুম্বাগছ মিলন মেলা। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত জুম্মাগছ। সীমান্তের কাটা তারের ওপারে থাকা জিরো পয়েন্টে পীর বাবা আব্দুল রশিদের মাজার। বার্ষিক ওরসে ফি বছর মানুষের ঢল নামলেও এবার ৩৬ তম ওরস কার্যত ফাঁকা। তবে বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা দেখা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশের জিরো পয়েন্টে থাকা এই এলাকায় যেতে বিএসএফের খাতায় প্রথমে নাম লেখাতে হয়। নাম লিখিয়ে কাঁটাতারের ওপারে যান তাঁরা এপার বাংলার নারায়ন জোত, জুম্মাগছ, সর্দার পাড়া, ফুলবাড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষেরা। পীর বাবার মাজারে প্রার্থনা করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবার ভারতে ফিরে আসেন। এসে মারা যান তিনি। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী দুই দেশের সীমান্তের জিরো পয়েন্টে তাঁকে সমাধিস্ত করা হয়।

এলাকার লোকজন বলেন, আব্দুল রশিদ নামে এক মুসলিম ধর্মগুরুর বাড়ি ছিল বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া উপ জেলার সালবাহান হাট এলাকায়। দুই বাংলাজুড়েই অবাধে যাতায়াত ছিলো তাঁর। শেষে এপারে থাকা রাজগঞ্জ ব্লকে তাঁর বোনের বাড়িতে বেড়াতে এলাকার মানুষের বিশ্বাস, বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন পীর বাবা। তিনি যখন জীবিত ছিলেন সেসময় ভারত ও বাংলাদেশ দু'দেশের মানুষ তার কাছে আসতেন দোয়া চাইতে। মারা যান আজ থেকে ৩৬ বছর আগে। কিন্তু, মৃত্যুর আগেই তাঁকে জুম্বাগছের ওই জায়গায় কবর দেওয়ার কথা বলে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নাকি এও বলেছিলেন যাঁরা তাঁর কবর খুঁড়বেন তাঁরা সেখানে ঠিক নিজেদের পারিশ্রমিক পেয়ে যাবেন। শোনা যায় পীর বাবার মৃত্যুর পর দুই এলাকাবাসী কবর খুঁড়েছিলেন। তাঁরা নাকি সেখানে তিনটি রূপোর মোহরও পান। তাঁর পর থেকেই পীর বাবার 'মিথ' ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকাতেও। স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ আলম, মুসা আসরফি বলেন, ''প্রতিবার এখানে প্রচুর মানুষ আসে। কিন্তু, এবার ফাঁকা। এবার বাংলাদেশের মানুষ আসেনি। তারা ওইদিকে দোয়া করছেন।'' কমিটির পক্ষে আতিয়ার রহমান বলেন, ''গত বছর তো ভিড়ের রেকর্ড হয়েছিল। কিন্তু এবারে বাংলাদেশে অশান্তি। পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আমরা মাইকিং করে প্রচার করতে পারিনি। তাই এবার লোক আসেনি।''

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SWM works under Tarakeswar Municipality:
Supply of Bin & Bucket for SWM work of Tarakeswar Municipality

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2025_MAD_816090_1	17.02.2025	27.02.2025	01.03.2025

Construction of Conservancy Building of Tarakeswar Municipality

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2025_MAD_816097_1	17.02.2025	27.03.2025	29.03.2025

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Chairman
Tarakeswar Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/760 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of damaged road disturbed by P.U Agency at Karbala Road and different places under Br.-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,83,008.61** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/711 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of damaged road surface on portion of S. A. Farooque Road in Ward No.-140 under Br.-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,88,291.31** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(3) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/758 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of road surface due to construction of Nikashi drain from Zakari Molla Crossing to Burid Ground at Slaughter House under Br.-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,05,334.28** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **28.02.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **19.02.2025 (12 Noon)** (For Sl. No. 1 to 3) in the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/790
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Ballygunge Gardens & surroundings in Ward No.-68 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **2,27,004.00**. Earnest Money: ₹ **4,600.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and time of submission of Bid: **27.02.2025 at 12 Noon.** Bid opening date & time for Technical Proposals (Online): **27.02.2025 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.02.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/50/50/2024-2025
Name of Work: **Restoration of Footpath to be disturbed by CESC at A. J. C. Bose Road in Ward No.-50.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,25,288.23**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/044/040/2024-2025/D
Name of Work: **Restoration of Footpath and road disturbed by P. U. Agency at Syed Sally Lane, C. R. Avenue, M. G. Road etc. in Ward No.-44.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,97,051.78**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last Date and time of submission of Bid: **28.02.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Tender: **03.03.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.02.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/29/24-25
Name of Work: **Maintenance of C. Conc. passages near 16 - Asutosh Pally, D5 - Birnagar etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **4,94,969.40**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **90 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/36/24-25
Name of Work: **Maintenance of roads at different places of Rabindrapally, Patuli etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **2,97,424.92**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **240 days.** Last Date and time of submission of Bid: **01.03.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Bid: **03.03.2025 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.02.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2). **(1394/24-25)**

ভ্রমণ

আতঙ্কিত সুনীতা আগামী মাসেই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন

মঙ্গলে মেঘের পালককের সন্ধান পেল নাসার কিউরিওসিটি রোভার

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বদলে গিয়েছে জীবন। ভারহীনতার মধ্যেই কেটেছে গত কয়েক মাস। সব কিছু ঠিক থাকলে হয়তো আগামী মাসেই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন মার্কিন নভোচর সুনীতা উইলিয়ামস। তাঁদের ফেরা নিয়ে সংশয় তো রয়েছেই। তবু শেষপর্যন্ত ভালোয় ভালোয় নীল রঙের গ্রহে ফিরতে পারলেও বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষায় রয়েছে সুনীতাদের। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভোচরের সঙ্গে আটকে থাকা বুচ উইলমোর জানাচ্ছেন, অভিকর্ষ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যখন ফিরব তখন সেটা ভালোই মালুম হবে। এক সাক্ষাৎকারে উইলমোরকে বলতে শোনা গিয়েছে, ' সব কিছুকে নিচের দিকে টানতে শুরু করে। তরল নামতে থাকে। তখন একটা পেনসিল তোলাটাও ওয়ার্কআউট করার মতো মনে হতে থাকে। আর এর ফলে প্রবল অস্বাচ্ছন্দ্যের মুখে পড়তে হয়। শরীরে ভার বোধ হয় অত্যন্ত বেশি। উইলমোর আরও বলছেন, মানিয়ে নেওয়াটা খুব কঠিন। দিনে দিনে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। এভাবেই নিজেদের তাঁরা প্রস্তুত করে নেবেন বলে জানাচ্ছে তিনি।

কদিন আগেই জানা গিয়েছিল, মহাকাশ স্টেশনে ' হয়ে নিত্যদিনের কাজকর্ম ভুলে গিয়েছেন সুনীতা উইলিয়ামস! হাঁটাচলা, বসা, ঘুমনো - এসবের অনুভূতি কেমন, তা যেন মনেই করতে পারছেন না ভারতীয় বংশোদ্ভুত নভোচর। ফলে ফিরে এসে কত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে তাঁদের, তা তিনিও বুঝছেন ভালোই। গত বছরের মে মাসে স্পেস এক্সের রকেটে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেছিলেন সুনীতা উইলিয়ামস, বুচ উইলমোর। তাঁদের ফেরার কথা ছিল জুনে। কিন্তু যান্ত্রিক রকেটে ত্রুটির কারণে তাঁদের ফেরা বিলম্বিত হয়েছে। মার্চে পৃথিবীর মাটিতে তাঁরা পা রাখতে পারবেন বলে জানিয়েছে নাসা। আর ফেরার প্রাক্কালেই আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছেন দুই নভোচর। প্রস্তুত হচ্ছেন লড়াইয়ের জন্য। যে লড়াই পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাকা অভিকর্ষের সঙ্গে। এতদিনের লড়াইয়ের মতো সেই লড়াইও জিততে বদ্ধপরিকর দুই মহাকাশচারী।মহাকাশের ' লণ্ঠন' মঙ্গলগ্রহ। নাসার কিউরিওসিটি রোভার সেখানে নজরদারি চালাচ্ছে বহুদিন ধরেই। এবার রাতের আকাশে তারা ছবি তুলল উজ্জ্বল মেঘের! যার আকৃতি অনেকটা পালকের মতো। নাসা শেয়ার করেছে ছবিটি। যা দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা।

গত ২৭ জানুয়ারি মঙ্গলের নৈশ আকাশে জ্বলজ্বলে ওই মেঘ দেখতে পেয়েছে কিউরিওসিটি। নাসার তরফে জানানো হয়েছে, ' উজ্জ্বল মেঘের ওই ছবিগুলি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে মঙ্গলের আকাশে ভেসে চলা সবুজাভ মেঘের ভিডিও-ও তোলা হয়েছে।'এর আগে গত বুধবার আরও একটি ভিডিও শেয়ার করেছিল নাসা। সেখানেও দেখা গিয়েছিল কীভাবে রাতের আকাশে ভেসে চলেছে মেঘের দল। বলে রাখা ভালো, মঙ্গলের আকাশের সব মেঘ জলে ভরা নয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের মেঘও রয়েছে। সূর্যাস্তের পর সূর্যের আলোর কারণে যাদের ঈষ রঙিন দেখায়।

উল্লেখ্য, মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের শেষ নেই। বিশেষ করে, এই লালগ্রহে মানুষের বসতি গড়ে তোলা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে চলছে নিরন্তর গবেষণা। সেই গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে রোভার পাঠিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা।২০১১ সালের ২৬ নভেম্বর পৃথিবী থেকে পাড়ি দেয় নাসার কিউরিওসিটি রোভার। প্রায় নয় মাসের সফরের শেষে ২০১২ সালের ৬ আগস্ট মঙ্গলের 'গ্লেন ক্রেটার'-এ অবতরণ করে যানটি। তারপর থেকেই সেখানে প্রাণের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে রোভারটি। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ওই খাদের মাঝে শার্প পর্বতে এসে পৌঁছায় কিউরিওসিটি। ওই খাদেই জৈব পদার্থ ও একটি শুকিয়ে যাওয়া হ্রদের সন্ধান দিতে সক্ষম হয় যানটি। এবার নয়া অত্যন্ত উন্নতমানের ছবি পাঠিয়ে বিজ্ঞানীদের হাতে রীতিমতো তথ্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্ভার তুলে দিয়েছে কিউরিওসিটি।

ক'দিন আগেই এত দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সুনীতা বলেছিলেন, হাঁটার অনুভূতি কেমন, তা ভুলেই গিয়েছি। এখানে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছি। অনেকদিন হাঁটিনি, বসিনি। এখন মনে করার চেষ্টা করছি যে হাঁটার অনুভূতিটা কেমন। চোখ বন্ধ করলে হয়তো মনে হতে পারে, খুব বেশিদিন আমি এখানে আসিনি। কিন্তু এখানে সময়ের হিসেব অন্যরকম। সামান্য ব্যবধান দীর্ঘ বলে মনে হয়। মহাশূন্যে দীর্ঘ সময় থাকলে হাড় ক্ষয়ে যায়। খাওয়াদাওয়াও পৃথিবীর মতো নয়। অসুবিধা ঢের। সুস্থ থাকাও সহজ নয়। সবমিলিয়ে এতদিন ধরে সুনীতা , বুচের এই জীবন যথেষ্ট কঠিন। এবার তাঁদের ফেরার সময় এসেছে। আপাতত ' ফেরার' অপেক্ষায় তাঁরা। তাঁদের স্বাগত জানাতে তৈরি পৃথিবীবাসীও।

পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে বড় আকারের এক গ্রহাণু

পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে বড় আকারের এক গ্রহাণু। যার পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা ২ শতাংশ। মহাজাগতিক বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যান যথেষ্টই ভীতিপ্রদ। ২০২৪ ওয়াইআর৪ নামের এই গ্রহাণুর নাম 'সিটি কিলার'। নামেই মালুম, আস্ত শহর ধ্বংস করে দিতে পারে এই গ্রহাণু। জানা যাচ্ছে, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্রহাণুটিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন বিজ্ঞানীরা। তবে ঠিক এখনই নয়, গ্রহাণুটি সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করার কথা ২০৩২ সালের ২২ ডিসেম্বর। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এটিকে প্রথম

আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির মতে, যত সময় যাচ্ছে, ততই ৪০ থেকে ৯০ মিটার চওড়া সেই গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর ধাক্কা লাগার আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল, সংঘর্ষের সম্ভাবনা ১ শতাংশ। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই তা বেড়ে ২ শতাংশ হয়েছে। নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা তেমনই দাবি করেছেন। জানা গিয়েছে, মার্চের পর মে মাসেও গ্রহাণুটিকে পর্যবেক্ষণে রাখবেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ২০২৮ সালে গ্রহাণুটি ফের দৃশ্যমান হওয়ার কথা।

রাজ্য ভাওয়াহয়া চটকা প্রতিযোগিতায় দরিয়া বিভাগে পীযুষ খেতাব অর্জন

মলয় সুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ 'ফাইট কোনি ফাইট ' বাংলার চলচ্চিত্রের বিখ্যাত সংলাপ আজও সকলের মনে আছে। যেখানে অদম্য জেদ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর অধ্যবসায়ের কাছে হার মেনে ছিল সাফল্য। যদিও এটা সাফল্যের জীবনযাত্রা নয়। তবুও নিজেরও পরিবারের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে উত্তরবঙ্গের এক ভাওয়াইয়া শিল্পী কঠিন জীবন যুদ্ধের কাহিনী। বাংলার উত্তরবঙ্গের প্রাচীন লোকসংগীত ভাওয়াইয়া গান। এই ভাওয়াইয়া লোকসংগীত জগতের উঠতি নবীন গায়ক পীযূষ রায় সদ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় এবার মাটিগাড়া ব্লক থেকে রাজ্যস্তরের সংগীত প্রতিযোগিতায় দরিয়া বিভাগে পীযুষ রায় দ্বিতীয় এবং চটকা বিভাগে মার্টিনা সিংহ প্রথম হয়েছে। একই ব্লক থেকে দুজন শিল্পীর কীর্তি বিরল ঘটনা। দরিয়ায় দ্বিতীয় হয়ে এলাকার পল্লী বাসিন্দারা ও পরিবারের বাঁধন ছাড়া উচ্ছ্বাস হয়েছে। বছর ২৫ এর পীযুষের ভাষায় গানটাই তার জীবনের সবচেয়ে মূলধন সেটা নিয়ে সে । ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে চায়। সেই সাত-আট বছর ধরে রাজ্য ভাওয়াইয়া আয় সংগীত অংশ নিয়ে এবারই বড় ধরনের সাফল্য এসেছে।। শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলেজের প্রাক্তনী ছোটবেলা থেকেই গানের জগতের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রযেছে। বিশেষ করে ভাওয়াইয়া । নিজেই গান লেখা সুর করাও গান পরিবেশন করা। চটজলদি শ্রোতাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় তার মাধুর্য কথাবার্তা। বাংলার সাহিত্যিক গণ তাকে সাহিত্য জগতে এক নতুন ও ছদ্মনামে ভালোবেসে উপাধি দিয়েছেন গন্ধরাজ। পীযূষ উত্তরবঙ্গের পাহাড় ঘেরা শিলিগুড়ি শহরের চম্পা শাড়ি দক্ষিণ পলাশ নতুন বাজার এলাকার বাসিন্দা। পিতা তুলেন রায় মহা সুচিত্রা দেবী তিন ভাই বোনের মধ্যে বাড়ির ছোট ছেলে। ইতিমধ্যেই তার ঝুলিতে বেশ কয়েকটি সম্মান রয়েছে যেমন বঙ্গ সাহিত্যরত্ন সম্মান ,অন্নদামঙ্গল সম্মান, শিক্ষারত্ন সম্মান ,ভাওয়াইয়া সঙ্গীত রত্ন সম্মান , গীতাঞ্জলি সম্মান প্রভৃতি। এছাড়া এবারে রাজ্য স্তরের পদক সম্মান তার মুকুটে নতুন একটা পালক উঠলো। প্রতিদিনই পীযূষকে বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চ থেকে শুভেচ্ছা ও সম্মানিত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা করে চলেছে।

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার প্রাপ্ত হীরালাল সেনের স্মরণ অনুষ্ঠান

মুম্বাই, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মুম্বাইয়ে দাদা ফালকে স্মরণ অনুষ্ঠান দু'জন মানুষকে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের পথিকৃ বলা হয় । তাঁদের একজন হীরালাল সেন ও অপরজন দাদাসাহেব ফালকে । এঁদের মধ্যে হীরালাল সেনের মৃত্যু হয় ১৯১৭ সালে এবং দাদাসাহেব ফালকে ১৯৪৪ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন । আজকের দিনে প্রতিবছর তাঁর স্মরণ অনুষ্ঠান হয় মুম্বাই শহরের চলচ্চিত্রের প্রাণকেঃদ্র গোরেগাঁও (পূর্ব) ফিল্ম সিটিতে । এবছরও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই স্মরণ অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মাল্যদান সহকারে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করা হয় এবং দাদা সাহেব ফালকে নামাঙ্কিত স্মৃতি ফলক তুলে দেওয়া হয় বলিউডের সেলিব্রেটি ভয়েস ট্রেনার সুমন ব্যানার্জী সহ বলিউডের অন্যান্য বেশকিছু গুণী মানুষের হাতে । উল্লেখ্য সুমন ব্যানার্জী বর্তমানে মুম্বাই শহরে বেশকিছু জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ও চলচ্চিত্র তারকার ভয়েস ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ।

কুম্ভে স্নানের পর রামলালার দর্শন, জমজমাট ভিড় অযোধ্যায়

প্রয়াগরাজ ও অযোধ্যা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থীদের ভিড় প্রতিদিনই উত্তরোত্তর বাড়ছে। ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পরই অযোধ্যা যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা, সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পর অযোধ্যায় রামমন্দির দর্শন করছেন। আর তাই রামমন্দিরে প্রতি দিন ভিড়ের চাপ বাড়ছে। রবিবারও রামমন্দির চত্বরে ব্যাপক ভিড় দেখা গেল পুণ্যার্থীদের। সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেই বহু পুণ্যার্থী রওনা দেন অযোধ্যার উদ্দেশ্যে। গত কয়েক দিনে বিপুল জনসমাগম হয়েছে রামমন্দির দর্শনে। দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটক এবং পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নানের পাশাপাশি অযোধ্যায় যাচ্ছেন মন্দির দর্শনে। ফলে চাপ আরও বাড়ছে। পুণ্যার্থীরা ট্রেনে, বাসে করে শহরে ঢুকছেন। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়েই স্থানীয় পর্যটক এবং পুণ্যার্থীদের মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, তাঁরা যেন আগামী ১৫-২০ দিন মন্দির দর্শনে না আসেন। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা, যা চলবে এই মাসের ১৬ তারিখ পর্যন্ত। অর্থা আর খুব বেশি দিন বাকি নেই। ইতিমধ্যেই মহাকুম্ভের ত্রিবেণী সঙ্গমে ৫০ কোটির বেশি পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান করেছেন।

রেলের অব্যবস্থাই দায়ী, পদপিষ্টের ঘটনায় সরব লালু

পাটনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। এই পদপিষ্টের ঘটনার জন্য রেলকে দায়ী করেছেন লালু। রবিবার সকালে পাটনায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে লালুপ্রসাদ যাদব বলেছেন, ঘটনাটি খুবই দু ঃখজনক এবং আমি নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানাই। এটি রেলের অব্যবস্থাপনা, যার ফলে এত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। লালুপ্রসাদ যাদব আরও বলেছেন, রেলমন্ত্রীকে দায়িত্ব নেওয়া উচিত। 'কুম্ভের অর্থ কোথায়? কুম্ভ ফালতু। উল্লেখ্য, শনিবার রাতে নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় এবং ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়ে তিন শিশু, ১৪ মহিলা-সহ অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অনেকে। শনিবার রাত ১০টা নাগাদ পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

গণতন্ত্র নিয়ে মিউনিখে জোর বিতর্ক

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৮৯৩ সালে শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের ভাষণে প্রথমবার পাশ্চাত্যের সামনে প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। ১৩২ বছর পর ২০২৫ ফ্রেব্রুয়ারিতে সেই প্রসঙ্গ উঠল জার্মানির মিউনিখে রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি আলোচনা সভায়। আলোচনার বিষয় ছিল আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের শক্তি ও সংকট। ভারতের তরফে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর যেখানে স্পষ্ট করেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় ' ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন সেনেটর এলিসা স্লটকিনের মন্তব্য-গণতন্ত্র জনতার টেবিলে খাবার পরিবেশন করবে না, এই মতেরও বিরোধিতা করেন জয়শংকর। মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশ নেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস ঘার স্টোর, মার্কিন সেনেটর এলিসা স্লটকিন, পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরের মেয়র রাফাল ত্রজাস্কোস্ক এবং ভারতের জয়শংকর। বিতর্ক সভায় প্রাচ্যের প্রতিনিধিরা দাবি করেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। দিল্লি বিধানসভা ভোটের উদাহরণ টেনে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমার আঙুলে এখনও কালি লেগে রয়েছে। কিছু মনে করবেন না, এটা ভোট দেওয়ার চিহ্ন। আমাদের রাজ্যে (দিল্লি) সদ্য নির্বাচন হয়েছে। গত বছর আমাদের জাতীয়. নির্বাচন হয়েছিল। ভারতে নির্বাচনে যোগ্য ভোটারদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দেন। আমরা একদিনেই ভোট গণনা করি। জয়শংকর জানান, ভারতে একদশকে ভোটদান বেড়েছে ২০ শতাংশ। বলেন, অতএব, প্রথম বার্তাটি হল যে গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী সমস্যায় রয়েছে, আমি দু ঃখিত, আমাকে এই বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্ন হতে হবে। বিতর্ক সভায় একটা সময় মার্কিন সেনেটর এলিসা স্লটকিন মন্তব্য করেন, গণতন্ত্র জনতার টেবিলে খাবার পরিবেশন করবে না। এই মতের বিরোধিতা করে জয়শংকর বলেন, প্রকৃতপক্ষে, আমাদের গোলার্ধে বিশ্বে এটা করা হয়। কারণ, আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজ। আমরা ৮০০ মিলিয়ন মানুষের পুষ্টির ব্যবস্থা করি, খাদ্য দিই। যাদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এটা করা, তাদের পেট কতটা ভরছে সেটা একটা বিষয়। জয়শংকর বক্তব্য, বিশ্বর সব অংশের পরিস্থিতি এক নয়। তিনি বলেন, দয়া করে একটিকে ভিত্তি করে অন্যটিকে অনুমান করবেন না। গোটা বিতর্ক সভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিল ও অমিল দুই দিক তুলে ধরেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

আধ্যাত্মিকতা প্রয়োজন, এটি মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেঃ ভূমি পেডনেকর

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পরীক্ষার ভীতি কাটাতে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন বলিউড অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর। রবিবার পরীক্ষা পে চর্চার একটি এপিসোডে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভূমি বলেছেন, আধ্যাত্মিকতা একটু প্রযজেন, এটি মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পরীক্ষা পে চর্চার ষষ্ঠ পর্বে অভিনেতা বিক্রান্ত ম্যাসি ও ভূমি পেডনেকর ইতিবাচক পরীক্ষার মানসিকতার জন্য টিপস ভাগ করে নিয়েছেন। ভূমি বলেছেন, আমি স্কুলে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ খুবই উপভোগ করেছি, তাই আমি বিশ্বাস করি এই কারণেই স্কুল এত গুরুত্বপূর্ণ-স্কুল আপনার ভবিষ্যতের ভীত তৈরি করে। খুব অল্প বয়সে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমি একজন অভিনেত্রী হতে চাই, পাশাপাশি আমি একজন ভালো ছাত্রীও ছিলাম, আমি সর্বদা বাবা ও মা-কে খুশি করতে চেয়েছিলাম।

শক্তিশালী ট্রাম্পই পারেন পুতিনকে চাপে ফেলতে' বা যুদ্ধ বন্ধে আমেরিকাই জেলেনস্কির হাতিয়ার

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্রাম্পই শক্তিশালী। একমাত্র তিনিই পারেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে চাপে ফেলতে। যুদ্ধ বন্ধ করতে ফের এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরেই ভরসা রাখলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিন বছর পূর্ণ হতে চললেও দুদেশের এই সংঘাত থামার কোনও লক্ষ্মণ নেই। সমান তালে লড়াই করে যাচ্ছে যুযুধান দুপক্ষ। তবে ইউক্রেন ও রাশিয়াকে শান্তির পথে ফেরাতে মধ্যস্থতা করছে আমেরিকা। ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে পুতিন ও জেলেনস্কি আলোচনার টেবিলে মুখোমুখী হন কি না সেনিয়ে এখন জোর জল্পনা চলছে। এই মুহূর্তে মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে যোগ দিতে জার্মানিতে রয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন, আমি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবেই দেখি। তিনি যদি আমাদের পক্ষে থাকেন তাহলে পুতিনকে চাপে ফেলতে পারেন। একমাত্র তাঁরই এই ক্ষমতা রয়েছে। পুতিনকে চাপ দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে পারেন।

রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রসঙ্গে জেলেনস্কি বলেন, আমি এই বিষয়ে ট্রাম্পকে মধ্যস্থতা করার শর্ত দিয়েছি। পারলে একমাত্র উনিই পারেন আমাদের আলোচনায় বসাতে। পুতিনকে থামানোর জন্য আমাদের আরও আলোচনা ও কাজ করতে হবে। বলে রাখা ভালো কয়েকদিন আগেই জেলেনস্কি জানিয়েছিলেন, তিনি রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি। কিন্তু তাঁর শর্ত দিল, এই আলোচনায় মধ্যস্থতা করতে হবে আমেরিকাকে। এর ঠিক একদিনের মাথায় ট্রাম্প ফোন করেন পুতিনকে। পাশাপাশি তিনি ফোনে কথা বলেন জেলেনস্কির সঙ্গেও। শান্তির পথে ফিরতে একের পর শর্ত আরোপ করে

চলেছে কিয়েভ-মস্কো। রাশিয়ার কার্স্কে ঢুকে ব্যাপক আক্রমণ শানাচ্ছে ইউক্রেনীয় সেনা। কিন্তু জানা গিয়েছে, যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট হয়ে ওঠা কার্স্ক রাশিয়াকে ছো৷ে দিতে রাজি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। এনিয়ে ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানকে দেওয়া এক সাক্ষাকারে মঙ্গলবার তিনি জানান, আমি জানি না, আমরা দেখব। আমাদের কাছে সব অঞ্চলই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোনও অগ্রাধিকার নেই। আমরা রাশিয়াকে কার্স্ক দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার কিছু শর্ত রয়েছে। আমাদের যে জায়গাগুলো রাশিয়া দখল করে রেখেছে সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে পুতিনকে। পাশাপাশি দুই দেশকে আলোচনার টেবিলে আনতে হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। এরপরই রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট দের সঙ্গে ফোনে কথা বলার বিষয়টি জানান ট্রাম্প। তিনি এও জানান যে, পুতিন তাঁকে রাশিয়ায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, এদিন জেলেনস্কি পুতিনের আমন্ত্রণ নিয়েই ট্রাম্পকে বার্তা দিতে চেয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি রাশিয়ার যান তাহলে তিনি দেখা করতে পারেন পুতিনের। আর সামনাসামনি তাঁর সঙ্গে কথা বলে যুদ্ধ থামানো নিয়ে কথা বলতে পারেন। কিংবা রাজি করাতে পারেন জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসার। প্রসঙ্গত, গত বছর নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা। অনেকবারই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ক্ষমতায় এলে নাকি একদিনের মধ্যে দুদেশের লড়াই থামিয়ে দেবেন। তিনি সহজে যুদ্ধের ময়দানে একচুল জমিও ছাড়তে নারাজ রাশিয়া ও ইউক্রেন। ফলে রাজি থাকলেও পুতিন ও জেলেনস্কিকে সত্যিই ট্রাম্প মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেন কি না সেদিকেই তাকিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ।

জীবনতলা থেকে কার্তুজ কান্ডে গ্রেফতার আরও এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জীবনতলার কার্তুজ কাণ্ডে এবার হাসনাবাদ থেকে গ্রেপ্তার আরও ১ দূস্কৃতি।জানা যায়,হাজি রশিদ ওই বন্দুকটি বেআইনি ভাবেই কোনও লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকের দোকান থেকে কিনছিল। জীবনতলা থানার অস্ত্র মামলায়.বেঙ্গল এসটিএফের হাতে এবার গ্রেফতার আরও এক। উদ্ধার হয়েছে কার্তুজ-সহ একটি ডবল ব্যারেল বন্দুক। ধৃতের নাম ফারুক মল্লিক। ৩০ বছর বয়সি ফারুক উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাড়োয়ার বাসিন্দা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের জীবনতলার যে হাজি রশিদ মোল্লার বাড়ি থেকে ১৯০টি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছিল, ফারুক সেই হাজি রশিদের কাছ থেকেই ডবল ব্যারেল বন্দুকটি কিনে ছিলেন বলে পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে। ইতিমধ্যেই কলকাতার একটি দোকান এসটিএফের নজরে আসে।রবিবার ফারুককে আলিপুরের এসিজেএম আদালতে তোলা হয়। তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করে নতুন তথ্যের খোঁজ পেতে চায় পুলিশ। শুক্রবার রাতে জীবনতলা থানার ঈশ্বরীপুরে সত্তর বছরের হাজি রশিদ মোল্লার বাড়িতে হানা দেয় এসটিএফ। সেখানেই খোঁজ মেলে বিশাল পরিমাণ কার্তুজ। হাজি রশিদের বাড়ি থেকে ১৯০টি কার্তুজ উদ্ধার হয়।হাজি রশিদকে গ্রেপ্তারের পর আরও তিন জনের নাম উঠে আসে। তার পরে একে একে গ্রেপ্তার হয় ডঃ ২৪ পরগনার হাসনাবাদের আশিক ইকবাল গাজি, আব্দুল সেলিম গাজি ও নদিয়ার শান্তিপুরের জয়ন্ত দত্ত। জয়ন্ত কলকাতার এক বন্দুকের দোকানের কর্মী। ধৃতদের জেরা করেই উঠে আসে ফারুকের নাম। শনিবার রাতে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়।কলকাতার বিবাদী বাগ চত্বরে লাইসেন্স বন্দুকের ওই বহু পুরোনো দোকান শনিবার রাতেই সিল করে দিয়েছেন তদন্তকারীরা। জানা যায়, বিবাদী বাগ চত্বরের ওই অস্ত্রের দোকানের স্টক রেজিস্ট্রারে বেশ কিছু গরমিল নজরে এসেছে। দোকানের মালিক-সহ বেশ কয়েক জন কর্মীকেও এসটিএফ জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় বলেও সূত্রের খবর। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছা৷য়ে প৷ছে এলাকায়।

রাজৌরিতে আইসোলেশন সেন্টার থেকে ৩২ জনের আরেকটি দল ফিরল বাড়ি

জম্মু, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় রহস্যময় মৃত্যুর কারণে আইসোলেশন সেন্টারে রাখা ৩২ জন গ্রামবাসীর দ্বিতীয় দল বাড়ি ফিরেছে। রাজৌরির কোটারাঙ্কা সাব-ডিভিশনের প্রত্যন্ত বদহাল গ্রামে ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯ জানুয়ারির মধ্যে ১৩ শিশু সহ ৩ টি পরিবারের ১৭ সদস্যের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর পর সতর্কতার জন্য এলাকাবাসীদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল। শনিবার, রাজৌরি শহরের সরকারি নার্সিং কলেজ বিল্ডিং এবং সরকারি বালক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত আইসোলেশন সেন্টারে ২২ দিন কাটানোর পর ৭০টি পরিবারের কমপক্ষে ৩২ জন সদস্যকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

Name Change

I, Mohd Ayyub (Old Name) son of Bashir, residing at House No. 188, Phulas Akabarapur, Fulas Akbarpur, Sanpla Khatri, Saharanpur, Deoband, Uttar Pradesh, 247554, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohd Ayyoob (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/02/2025. Mohd Ayyoob (New Name) and Mohd Ayyub (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Mirajul Hoque (Old Name) S/O–Moulana Baijid Sekh resident of Vill-Maradighi, Po-Dadpur, Ps-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Mohammad Mirajul Hoque to Md Mirajul Hoque and hencefort I shall be known as Md Mirajul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/02/2025 . My name Md Mirajul Hoque & Mohammad Mirajul Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I, Johiruddin (Old Name) S/O–Md Jalaluddin resident of Vill & Po-Kagram, Ps-Salar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742401 do hereby decrale that I have changed my name from Johiruddin to Md Johiruddin and hencefort I shall be known as Md Johiruddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M Berhampore court on 31/01/2025 . My name Md Johiruddin & Johiruddin both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Ahesan Ali (Old Name) S/O–Md Sanaullah Seikh resident of Naspara South Kadamtala, Kaliachak , Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my name from Md Ahesan Ali to Ahesan Ali and hencefort I shall be known as Ahesan Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/02/2025 . My name Ahesan Ali & Md Ahesan Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Shaheen Naz and Shaheen Naaz (Old Name) wife of Md Wakil, residing at 43, TILJALA ROAD, P.S.- TOPSIA, KOLKATA- 700046, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shahen (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/02/2025. Shahen (New Name) and Shaheen Naz and Shaheen Naaz (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sajjad Seikh (Old name)S/o-Lal mohammad, resident at,Babupur, Gangaprasad, Raghunathganj, Dist-Murshidabad, 742213, I have changed my name toSajjad Hossain(New name)I shall be known as-Sajjad Hossainvideaffidavit before the Notry at Berhampore on 14/02/2025 Sajjad Hossainand Sajjad Seikh same and one identical person.

Name Change

I, Farhat Jahan (old name),W/O Nazir Haider, residing at 183/A, Park Street, Circus Avenue, Kolkata-700017, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Farhat Haider (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/02/2025. Farhat Haider (new name) and Farhat Jahan (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sajjad Seikh (Old name) S/o- Lal mohammad, resident at, Vill-Babupur, Po-Gangaprasad, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad, 742213, I have changed my name to Sajjad Hossain (New name) I shall be known as Sajjad Hossain vide affidavit before the Notry at Berhampore on 14/02/2025 Sajjad Hossain and Sajjad Seikh same and one identical person.

Name Change

I, Wakil Ahmed (Old Name) son of Jamaluddin, residing at 43, TILJALA ROAD, P.S.- TOPSIA, KOLKATA-700046, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Wakil (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/02/2025. Md Wakil (New Name) and Wakil Ahmed (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Nazir Haider (old name) S/O Md Shamsuzzaman, residing at 183/A, Park Street, Circus Avenue, Kolkata-700017, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Nazir Haider (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/02/2025. Nazir Haider (new name) and Mohammad Nazir Haider (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Chandan Gupta (old name) son of Rajesh Kumar Gupta, residing at New Park, Chak Chatta, Maheshtala, P.S-Kalitala Ashuti, Diamond Harbour, Pin: 700141, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Chandan Kumar Gupta (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/02/2025. Chandan Gupta (old name) and Chandan Kumar Gupta (new name) both are same and one identical person.

হ্যাপি পেশেন্টস ম্যারাথন

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অর্থোপেডিক সার্জন ডা. আদিত্য বসুদেবের উদ্যোগে আয়োজিত 'হ্যাপি পেশেন্টস ম্যারাথন' অনুষ্ঠানটি বিপুল উৎসাহের সাথে সম্পন্ন হয়। এই বিশেষ আয়োজনে হাঁটু ও নিতম্ব প্রতিস্থাপন করা রোগীরা তাঁদের পুনরুদ্ধার ও চলনশক্তি ফিরে পাওয়ার অসাধারণ যাত্রা উদ্‌যাপন করেন। এটি কেবলমাত্র একটি ম্যারাথন ছিল না, বরং উন্নত হাঁটু ও নিতম্ব প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর এক অনন্য প্রয়াসও ছিল। ডা. আদিত্য বসুদেব, যিনি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে উপস্থিত ছিলেন, হাঁটু ও নিতম্ব প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচারের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, 'হ্যাপি পেশেন্টস ম্যারাথন শুধুমাত্র চলনশক্তির উৎসব নয়, এটি আমাদের রোগীদের শক্তি ও দৃঢ়তার এক অনন্য উদাহরণ। এই অস্ত্রোপচার শুধু শারীরিক গতিশীলতাই ফিরিয়ে দেয় না, বরং আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতাও ফিরিয়ে আনে, যা তাঁদের আরও সুস্থ ও পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করে।'

মালদায় বৃদ্ধার গলায় বটি দিয়ে ঠেকিয়ে লুটপাট, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদায় বৃদ্ধার গলায় বটি দিয়ে ঠেকিয়ে লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ টাকা লুটের ঘটনা ঘটল। আক্রান্ত বৃদ্ধার নাম আন্না বালা (৬০)। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর গলায় মোট ১২টি সেলাই পড়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। আপাতত তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডীর তিন নম্বর কেন্দয়া গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত বৃদ্ধার ছেলে একজন সিআরপিএফ জওয়ান। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরায় কর্মরত। বাড়িতে পুত্রবধূ এবং দুই নাতিকে নিয়ে থাকতেন ওই বৃদ্ধা। কিন্তু কে বা কারা এই হামলা চালাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আততায়ীদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান।

বিয়ের দুদিন পরেই উদ্ধার যুবকের ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিয়ের তিন দিনের মাথায় উদ্ধার হল এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ। রবিবার সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছে তাঁর গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান বাড়ির লোকজন। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের মারুগঞ্জ উত্তর মরাডাঙা এলাকায়। মৃতের নাম দীপঙ্কর বর্মন। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ওই যুবকের বিয়ে হয় বৃহস্পতিবার। নিউ কোচবিহারের স্টেশন লাগোয়া এলাকায় নববধূর বাড়ি। দুই পরিবারের মধ্যে দেখাশোনা করেই তাঁদের বিয়ে হয়। পাত্রীর পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় ছেলের বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন হয়েছিল। বিয়ে ও বউভাতের অনুষ্ঠান একই সঙ্গে হয় বলে খবর। বিয়ের পরও ওই যুবককে হাসিখুশি অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। শনিবার রাতে ওই বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করতে দেখা যায় দীপঙ্করকে। এরপর সকলে ঘুমোতে চলে যান। দীপঙ্করও নিজের ঘরে রাতে চলে গিয়েছিল বলে খবর। আজ রবিবার তাঁর মা সকালে বাড়ির বাইরে বেরোন। তখনই দেখা যায় ওই মর্মান্তিক দৃশ্য। বাড়ির সামনেই একটি গাছে দীপঙ্করকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায়। খবর দেওয়া হয় তুফানগঞ্জ থানায়। পুলিশ এসে ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কী কারণে ওই ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মালদহে তৃণমূল নেতার গাড়িতে আগুন দুষ্কৃতীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মাদক কারবারের প্রতিবাদ করায় তৃণমূল কাউন্সিলরের গাড়ি ও বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটে মালদার মানিকচকে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর অঞ্চলের বাসিন্দা তৃণমূল নেতা শেখ তাফাজ্জুলের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। রবিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ গাড়ির চাকা ফাটার আওয়াজ শুনতে পান তিনি। বাইরে এসে দেখেন গাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁদের তৎপরতায় আগুন নেভানো গেলেও, ততক্ষণে পুরো পুড়ে ছাই হয়ে যায় গাড়িটি। এদিকে, ঘরের পাশে গাড়ি থাকায় বাড়ির একটি জানালাও পুড়েছে। অল্পের জন্য বেঁচেছেন বাড়ির লোকজন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মানিকচক থানার পুলিশ। তবে কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তৃণমূল নেতা শেখ তাফাজ্জুলের দাবি, এলাকায় ব্রাউন সুগার কারবারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। সেই কারণে মাদক কারবারিদের তাঁর প্রতি আক্রোশ ছিল। আর তারাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে দাবি করেছেন তাফাজ্জুল।

উত্তর প্রদেশে রেললাইনের পাশে দুই বন্ধুর মরদেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

বাগপত, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার সকালে উত্তর প্রদেশের বাগপতের বৗেত রেলস্টেশনের কাছে দুই যুবকের দেহ প।ে থাকার খবর পাওয়া যায়। খবরটি প্রথমে স্টেশন মাস্টারকে জানানো হলে তিনি দ্রুত ঘটনাটি রেলওয়ে পুলিশকে জানান। পুলিশ এসে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে এবং তাদের পরিচয় শনাক্ত করে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান মৃতদের পরিচয় কোটানা রোডের বাসিন্দা অরুণ তোমর ওরফে ছোটু (২৩) এবং ছপরৌলি বড়ৌতের বাসিন্দা শিবম ওরফে ভূরা (২৩) হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ট্রেনের লোকো পাইলট দেখতে পান এবং রিপোর্ট করেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দুই যুবক একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তবে তাঁরা কীভাবে ট্রেন দুর্ঘটনার শিকার হলেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে কথা বলতে চাইছেন না। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে এবং মরদেহগুলির ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করছে।

ডি এস ভি অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে অংক কষা প্রতিযোগিতা

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ডায়নামিক স্কিল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে অংক কষা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার, পাঁচ মিনিটে ৭০ টি অংক যে সব থেকে কম সময়ে করতে পারবে, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় হওয়া ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হবে।রবিবার পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ গ্রন্থাগার কার্যালয়ে এই প্রতিযোগিতা টি অনুষ্ঠিত হয়। প্রি প্রাইমারি থেকে শুরু করে ক্লাস এইট পর্যন্ত ৪টি বিভাগের প্রায় সাড়ে ৫০০-র উপর প্রতিযোগী এদিন এই অংক কষা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। উদ্যোক্তাদের তরফে এক উদ্যোক্তা জয়দীপ ভট্টাচার্য তিনি জানান বাচ্চাদের মধ্যে কম সময় সঠিক অংক যাতে তারা ঠিকভাবে করতে পারে সেই কারণেই এই উদ্যোগ। পাশাপাশি অভিভাবকদের তরফ এক অভিভাবক তিনি জানান, বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতা হলেও অংক কষা প্রতিযোগিতা খুবই কম দেখা যায়। এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

পূর্বস্থলীর দু'নম্বর ব্লকের ঘুর্নি গ্রামকে সজল গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের তরফে পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের ঘুর্নি গ্রামকে সজল গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করা হলো এদিন শনিবার। ঘুর্নি গ্রামের ২৫০ টি পরিবার, পিএইচই এর মাধ্যমে তাদের বাড়িতে পৌঁছাবে পানীয় জল। জল জীবন মিশন কার্যক্রমে প্রতিটি পরিবারের পানীয় জল পৌঁছানোর কার্যক্রম নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই মতন আজ শনিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই গ্রামে পানীয় জল পৌঁছানোর পাশাপাশি গ্রামটিকে সজল গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জানা গিয়েছে পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের মুকশিমপাড়া পঞ্চায়েতের ঘুর্নি, হালদি নপাড়া ও সাতপোতা গ্রামে পিএইচই-এর মাধ্যমে পৌঁছাবে পানীয় জল। এই ট্যাংক তৈরির কাজ শেষের দিকে, আজ শনিবার প্রথম পর্যায়ে ঘুর্নি গ্রামে পানীয় জল পৌঁছানোর কাজ শুরু হল। এর পরবর্তী সময় হালদিনপাড়া, ও সাতপোতা গ্রামেও পৌঁছাবে পানীয় জল। এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েতের প্রধান সংগীতা মাঝি, পিএইচই দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা সহ আর অনেকে।

দিল্লিতে পদপিষ্টের ঘটনায় ব্যথিত নীতীশ, আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা বিহার সরকারের

পাটনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। পাশাপাশি পদপিষ্ট হয়ে যারা আহত ও প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে বিহার সরকার। নীতীশ কুমার রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত দু ঃখজনক। ঈশ্বরের কাছে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। নীতীশ কুমার আরও জানিয়েছেন, এই ঘটনায় বিহারে বসবাসকারী মৃতদের ২ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার সাত কেএনএ ক্যাডার, বাজেয়াপ্ত বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ

ইমফল, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে সাত কুকি ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ)-র সক্রিয় ক্যাডার। তাদের হেফাজত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বেশ কিছু আপত্তিকর সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছেন অভিযানকারী নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার চূড়াচাঁদপুর জেলার সাঙ্গাইকোট থানাধীন পুরাতন খাউকুযাল গ্রামের দক্ষিণে সাধারণ এলাকায় টহল দেওয়ার সময় সাত কেএনএ-র সক্রিয় ক্যাডারকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতদের সেখগিন হাওকিপ (৩৭), এনগামলেনমাং মেট (২৫), সেখোমাং হাওকিপ (২৫), থাংলেলামং হাওকিপ (২৭), বনাম জামখোসেই হাওকিপ (৩২), লুনখলাল খংসাই (৩৪) এবং মাংখাংথাং কিপগেন (৩৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের হেফাজত থেকে দুটি একে-৪৭ রাইফেল, একটি ৭.৬২ অ্যাসল্ট রাইফেল, তিনটি সিঙ্গল বোর রাইফেল, ১০টি একে-৪৭ রাইফেলের ম্যাগাজিন, ৬৫৪টি ৭.৬২ মিমি সক্রিয় কার্তুজ, ১৯টি সিঙ্গল বোর রাইফেলের সক্রিয়

কার্তুজ, ছয়টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, তিনটি বাওফেং রেডিও সেট, চারটি পাওয়ার ব্যাংক, একটি ব্যাটারি সহ ডায়নামো, তিনটি খুকরি, তিনটি গোলাবারুদম্যাগাজিনের থলি, চারটি কাঁধের ব্যাগ, একটি টর্চ এবং একটি চার চাকার মারুতি জিপসি গাড়ি। সূত্রটি জানিয়েছে, ধৃতদের নিয়ে তেংনোপাল জেলার সেনাম গ্রামে পরিচালিত তালাশি-অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা আরও আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করেছেন। উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদগুলি যথাক্রমে স্থানীযড়াবে তৈরি ম্যাগাজিন সহ একটি ৯ মিমি পিস্তল, রাশিয়ায় তৈরি ম্যাগাজিন সহ একটি ৭.৬৫ মিমি পিস্তল, স্থানীযড়াবে তৈরি দুটি ইম্প্রোভাইজড লং রেঞ্জ মর্টার, ১৫টি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (মোট ৭০ কেজি), ১০টি ৭.৬২ মিমি এসএলআর সক্রিয় গুলি, ১০টি ৭.৬২ মিমি একে সিরিজের সক্রিয় গুলি, ২৫টি আইএনএসএএস সক্রিয় গুলি, রিম (আরআইএম) তৈরি ১০টি ৭.৬২ মিমি সক্রিয় গুলি, পাঁচটি ৯ মিমি পিস্তলের সক্রিয় গুলি, তিনটি ৭.৬৫ মিমি পিস্তলের সক্রিয় গুলি, চারটি ৩৬টি হ্যান্ড গ্রেনেড, দশটি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর এবং পাঁচটি ৮ নম্বর ডেটোনেটর। তেংনোপাল জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর পরিচালিত পৃথক অভিযানে দুটি ১২ বোরের পাম্পগান, স্থানীয়ভাবে তৈরি একটি সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল, ৭৩ এবং ৭৪ নম্বর সীমান্ত পিলার থেকে চারটি ৩৬টি হ্যান্ড গ্রেনেড, দুটি মটোরোলা সেট ব্যাটারি (বাওফেং) এবং ৯৪টি ১২ বোরের গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে।

অবৈধ নথি হাতে বাংলায় প্রবেশ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট,১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্রেনে চড়ে বালুরঘাট ছাড়ার আগেই জিআরপি-র হাতে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি। ধৃত শাকিল মিঞা নামে ওই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী কি উদ্দেশ্যে কোথায় যচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার ধৃতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হয়। বালুরঘাট জিআরপি থানা সূত্রে খবর, বাংলাদেশের গাজিপুরের কাপাসিয়া থানা এলাকার বাসিন্দা শাকিল। গত ১৪ ফেব্রয়ারি বিএসএফের নজর এড়িয়ে হিলি সীমান্তের কাঁটাতারবিহীন এলাকা দিয়ে সে হিলিতে পৌঁছয়। এরপর হিলির কোনও গোপন আস্তানায় ছিল সে। শনিবার রাতে ধৃত বালুরঘাট স্টেশনে পৌঁছয়। রাতে কলকাতা অথবা দিল্লিগামী কোনও ট্রেনে ওঠাই উদ্দেশ্য ছিল তার। তাতেই সংঃদহ হয় নজরদারিতে থাকা জিআরপির। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে সে। তাতেই অবৈধ অনুপ্রবেশের কথা জানতে পারে পুলিশ।

বালুরঘাট জিআরপি থানার এসআই রতন সরকার জানান, সন্দেহভাজনকে পুরো স্টেশনে ঘুরতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসাবাদ করতে কখনও কলকাতা আবার কখনও দিল্লি যাবে বলে জানাচ্ছিল। হিলির সীমান্তের চোরাপথ দিয়ে অনুপ্রবেশের কথা জেরায় শিকার করে। আরও তথ্য জানতে তাকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুরের তিনদিক জুড়ে ২৫২ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া। যার মধ্যে ৪০ কিলোমিটার এলাকায় নেই কাঁটাতার। কোথাও গাছে ডাল আবার কোথাও বাঁশের বাখারি দিয়ে অস্থায়ীভাবে ঘেরা। এই সীমান্তগুলি দিয়েই স্থানীয় অসাধু চক্রের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করে বাংলাদেশিরা।

ন্যানহে ফারিস্টে অভিযানের অধীনে ৭০ জন নাবালককে উদ্ধার করেছে আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রয়ারী ঃ শিশু সুরক্ষার প্রতি অটল নিষ্ঠা প্রদর্শন করে, পূর্ব রেলের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) অপারেশন ন্যানহে ফারিস্টে অভিযানের অধীনে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। ১ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে ৩১ জানুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত, পূর্ব রেলের বিভিন্ন রেলস্টেশন থেকে আরপিএফ কর্মীরা মোট ৭০ জন নাবালককে উদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে ৪১ জন ছেলে এবং ২৯ জন মেয়ে।উদ্ধারকৃত নাবালকদের বিভাগভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপ হাওড়া বিভাগ ২৭ জন ছেলে এবং ১৫ জন মেয়েশিয়ালদহ বিভাগঃ ১ জন ছেলে এবং ৩ জন মেয়ে আসানসোল বিভাগঃ ৬ জন ছেলে এবং ৯ জন মেয়ে মালদা বিভাগঃ ৭ জন ছেলে এবং ২ জন মেয়ে তাদের সতর্কতা এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের মাধ্যমে, আরপিএফ কর্মীরা এই শিশুদের তাদের পরিবারের সাথে পুনর্মিলন করতে বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাদের নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের সুরক্ষা এবং সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য আরপিএফের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। অপারেশন নানহে ফারিস্টে-র সাফল্য পূর্ব রেলওয়ের যাত্রী সুরক্ষা এবং সুরক্ষার প্রতি অঙ্গীকারকে তুলে ধরে, বিশেষ করে দুর্বল শিশুদের সুরক্ষার উপর জোর দিয়ে।

নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য ছড়ালো বড়ঞায়

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ ফেব্রয়ারি ঃ এক যুবকের দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার অন্তর্গত ঝিলেড়া গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম তাপস ভল্লা (২৫)। শনিবার সন্ধ্যা থেকে ওই যুবক নিখোঁজ ছিলেন। রবিবার গ্রামের মাঝি পাড়া এলাকায় তাঁর দেহ মিলতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যা থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তাপসকে, সারারাত অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়। এরপর রবিবার গ্রামের মাঝি পাড়া এলাকায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পরে বড়ঞা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

রক্সৌলে পাঁচতলা ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

পূর্ব চম্পারণ, ১৬ ফেব্রয়ারি ঃ বিহারের রক্সৌল শহরের অনুমণ্ডলীয় হাসপাতালের সামনে একটি ৫ তলা বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগে। দমকল বিভাগের তিনটি ইঞ্জিন দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গৃহকর্তা মনোজ প্রসাদ জানান, ৭ মার্চ তাঁর মেয়ের বিয়ে ছিল, যার জন্য কেনা ৪-৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী পু।ে গেছে। আগুন প্রথমে পুজোর ঘর থেকে ছড়ায়, তবে সময়মতো সকলেই নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিটকে আগুন লাগার কারণ হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে।

মহাকুম্ভ স্নানে গিয়েছিল পরিবার, পিছনে চোরেরা ফাঁকা করে দিল বাড়ি

মুরাদাবাদ, ১৬ ফেব্রয়ারি ঃ মহাকুম্ভে মৌনি অমাবস্যার স্নানে গিয়েছিল পরিবার, আর সেই সুযোগে চোরের দল ফাঁকা বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ টাকা, সোনা-রুপোর গয়না ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ মহানগরের কাটঘর থানা এলাকায়। অভিযোগ পাওয়ার পর ১৫ দিন পর পুলিশের তরফে এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পিতলনগরী এলাকার বাসিন্দা শৈলেন্দ্র কঞ্চন তাঁর পরিবার নিয়ে ২৮ জানুয়ারি মৌনি অমাবস্যা উপলক্ষে প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে স্নানে যান। ৩১ জানুয়ারি ফিরে এসে দেখেন, বাড়ির প্রধান দরজার তালা ভাঙা, ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো। আলমারিতে রাখা ১৫ হাজার নগদ টাকা ও সোনার-রুপোর গয়না চুরি হয়ে গেছে। একপুলিশ আধিকারিক জানান , অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। এখন কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় নি। তবে পুলিস তদন্ত করছে। মনে করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই দুস্কৃতিদের ধরা যাবে।

ভাই কে সাইকেলে নিয়ে যাচ্ছিল দিদি, ট্রাক্টারের ধাক্কার মর্মান্তিক মৃত্যু ভাইয়ের

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি,১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাই কে সাইকেলে চাপিয়ে আঁকার ক্লাসে যাচ্ছিল দিদি,ট্রাক্টারের ধাক্কার মর্মান্তিক মৃত্যু ভাই এর গুরুতর আহত দিদি।মৃতের নাম সায়ন প্রধান(৭) সে বল্লভীপুর কৌসের আলী প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ঘটনা টি ঘটে এদিন সকালে তারকেশ্বর বালিগরি দুই নং পঞ্চায়েতের মনোহর পুর এলাকায়। সায়নের বাড়ি বালিগরি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চয়েতের বল্লভিপুর এলাকায়। আজ সকালে দিদি দীপ্তি প্রধানের সাইকেলে চেপে মির্জাপুর যাচ্ছিল আঁকার ক্লাস করতে সেই সময় মনোহর পুর এলাকায় একটি ট্রাক্টার তাদের ধাক্কা মারে মাথায় চোট লাগে সায়নের। স্থানীয় তড়িঘড়ি দুই ভাই বোন কে বাইকে চাপিয়ে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সায়ন কে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক দিদি দীপ্তি প্রধান গুরুতর আহত অবস্থায় তারকেশ্বর গ্রামীন হাসপাতালে চিকিসাধীন। ট্রাক্টার ও ট্রাক্টার চালক কে আটক করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। স্থানীয় দের অভিযোগ নিত্য দিন গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাতায়ত করে বড় বড় গাড়ি অন্যদিকে রাস্তার পাশে ফেলা থাকে ইমারতি যার জেরে নিত্য দিন ছোট খাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। প্রশাসন কে বার বার জানিয়েও কোনো সুরাহা মেলেনা। আজ দুর্ঘটনার জেরে নাবালক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের হুঁশ ফেরে কিনা সেটাই এখন দেখার। স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শেখ শহীদ আলী জানান গ্রামের রাস্তায় বড় বড় গাড়ি ঢোকানো বন্ধ করার দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫ মাস আগে মাস্কের সন্তানের জন্ম দিয়েছি', বিস্ফোরক মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ৫ মাস আগেই নাকি এক্স কর্তা এলন মাস্কের সন্তানের জন্ম দিয়েছেন! এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাশলে সেন্ট ক্লেয়ার। ওই তরুণী এক্স হ্যান্ডেলে এই সংক্রান্ত পোস্ট করতেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কিন্তু কেন পাঁচমাস পর একথা জানালেন? তা-ও খোলসা করেছেন তিনি। বিষয়টা ঠিক কী? কয়েকঘণ্টা আগে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাশলে। সেখানেই ৩১ বছর বয়সি লেখিকা ও ইনফ্লুয়েন্সার বিস্ফোরক দাবি করেন। জানান, ৫ মাস আগে তিনি এক সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। যার বাবা নাকি এক্স কর্তা এলন মাস্ক! এই পোস্ট ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে যায়। এরপরই অ্যাশলে জানান, সন্তানের সুরক্ষার কথা ভেবেই নাকি গোটা বিষয়টা

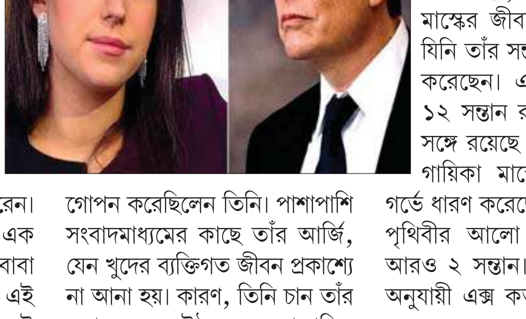

গোপন করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁর আর্জি, যেন খুদের ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশ্যে না আনা হয়। কারণ, তিনি চান তাঁর সন্তান বেড়ে উঠুক সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশে। এর ঘণ্টা তিনেক পর আরও একটি পোস্ট করেন অ্যাশলে। সেখানে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তবে এবিষয়ে এখনও এক্স কর্তা মাস্ক কোনও মন্তব্য করেননি। প্রসঙ্গত, যদি অ্যাশলের দাবি সত্য হয়, তাহলে তিনিই মাস্কের জীবনের চতুর্থ নারী, যিনি তাঁর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন। এর আগে মাস্কের ১২ সন্তান রয়েছে। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে ৫ সন্তান। বিখ্যাত গায়িকা মাস্কের ৩ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন। ২০২১ সালে পৃথিবীর আলো দেখেছে মাস্কের আরও ২ সন্তান। অ্যাশলের দাবি, অনুযায়ী এক্স কর্তার সন্তান সংখ্যা হল ১৩।

মার্কিন সেনায় রূপান্তরকামীদের নিয়োগ নিষিদ্ধ

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মার্কিন সেনাবাহিনীতে আর যোগ দিতে পারবেন না রূপান্তরকামীরা। কয়েকদিন আগেই একটি এক্সিকিউটিভ অর্ডারে সই করেছিলেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার ' আর্মি' জানিয়ে দিল আর কোনও রূপান্তরকামীকে সেনায় যোগ দিতে দেওয়া হবে না। এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ' সেনাবাহিনী আর রূপান্তরকামীদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের অনুমতি দেবে না। এবং পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের জন্য লিঙ্গ পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলির ব্যবহারও বন্ধ করা হল।' অর্থা চাকরিরত অবস্থায় রূপান্তরিতও হওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, ট্রাম্প প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময়ই সামরিক ক্ষেত্রে রূপান্তরকামীদের সেনায় যোগ দেওয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন। মসনদে ফিরেই সপ্তাহখানেকের

মধ্যেই সেই নির্দেশ ফের জারি করেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, ট্রাম্প ভোটে জিততেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এলন মাস্কের মেয়ে ভিভিয়ান জেন্না উইলসন। যিনি নিজেও একজন রূপান্তরকামী। জেন্না আশঙ্কা প্রকাশ করেন, অচিরেই রূপান্তরকামীদের উপর বড় নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন ট্রাম্প। বাস্তবেও তেমনটাই ঘটল। কিন্তু যে রূপান্তরকামীরা সেনাবাহিনীতে রয়েছেন তাঁদের ভবিষ্য কী? মার্কিন সেনাতে ১৩ লক্ষ কর্মী রয়েছেন।তাঁদের মধ্যে রূপান্তকামী রয়েছেন পনেরো হাজার। যদিও ১ হাজারেরও নিচে বলেই অন্য সূত্রের দাবি। তবে শেষপর্যন্ত সংখ্যাটা যাই হোক, তাঁদের বরখাস্ত করার কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। প্রতিরক্ষা সচিব জানিয়েছে, যাঁরা কর্মরত তাঁদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, মেয়েদের খেলায় রূপান্তরকামী অ্যাথলিটদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে কয়েকদিন আগে। পাশাপাশি ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের আগে সার্বিক ভাবেই রূপান্তরকামীদের মহিলাদের খেলা থেকে নিষিদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে চাপও দিচ্ছেন ট্রাম্প।

‘সানডে অন সাইকেল’ উদ্যোগ ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের

মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম সানডে অন সাইকেল রবিবার সকালবেলা ভারতের ঐতিহাসিক গেটওয়ে অব ইন্ডিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল জনগণকে সাইক্লিং-এর মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং পরিবেশ দূষণের সমাধানে অবদান রাখা। অনুষ্ঠানে ৫০০ জনেরও বেশি সাইকেলিস্ট অংশগ্রহণ করেন যারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন সাইক্লিং ক্লাব, ফিটনেস বিশেষজ্ঞ এবং স্বতন্ত্র সাইক্লিস্টদের মধ্যে থেকে এসেছিলেন। এই রাইডটি গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে শুরু হয়ে মুম্বইয়ের গুরগাঁও চৌপট্টি পর্যন্ত পৌঁছায় মারিন ড্রাইভ দিয়ে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া, সানডে অন সাইকেল ক্যাম্পেইন শুরু করেন। তাঁর এই উদ্যোগ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির ফিট নেশন গঠনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শহরাঞ্চলের যুবকদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একযোগে শুরু হয়েছে। এই সাইক্লিং রাইডে অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রধান বার্তা ছিল স্থূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। শ্রী মাণ্ডবিয়া বলেন, ‘‘আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ‘একটি বিকশিত ভারত’ কেবল তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন দেশের জনগণ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবে। ফিট মানুষই জাতির উন্নতির দিকে আরও বেশি অবদান রাখতে পারবেন। সাইক্লিংয়ের মাধ্যমে সুস্থ থাকার পাশাপাশি পরিবেশের জন্যও এই উদ্যোগ একটি পদক্ষেপ।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি বিশেষভাবে তরুণদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যেন তারা সম্ভব হলে সাইকেল ব্যবহার করে যাতায়াত করে। এতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং পরিবেশেরও উপকার হবে।’’ এছাড়া মুম্বইয়ের প্রখ্যাত সাইক্লিং প্রশিক্ষক মিকি মেহতা এবং ডিজাইনার শাইনা এনসি এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। শাইনা এনসি বলেন, ‘‘এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যা সারা দেশে ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখে আমি আনন্দিত। আমাদের যুব সমাজের মধ্যে মুটাপা প্রতিরোধের বার্তা অত্যন্ত জরুরি।’ নতুন দিল্লির ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে একই সময়ে আরো ১৭০ জন সাইক্লিস্টের অংশগ্রহণে সাইক্লিং রাইড অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন শিবানি পওয়ার, যিনি ২০২৪ সালের এশিয়ান রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ মেডেল এবং ২০২৫ সালের ন্যাশনাল গেমসে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়াও,

বিভিন্ন সাইক্লিং ক্লাব এবং ইয়োগাসানা ভারত সহ অন্যান্য ফিটনেস বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। ফিট ইন্ডিয়া অ্যাম্বাসাডর শিবানি পওয়ার বলেন, ‘‘এত মানুষকে একত্রিত হয়ে সাইক্লিং করতে দেখে খুব ভালো লাগছে। বিশেষত বৃদ্ধ ও যুবকদের একসঙ্গে অংশগ্রহণ করা দেখলে অত্যন্ত উৎসাহিত হই। সাইক্লিং যেমন আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য বাড়ায়, তেমনই এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগও দেয়।’’ এই সানডে অন সাইকেল উদ্যোগটি গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল এবং ইতিমধ্যেই এটি দেশের ৩৫০০টিরও বেশি জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১০০টিরও বেশি জায়গায় এই সাইক্লিং ইভেন্ট আয়োজন করা হয়, যেখানে দেশের বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ, ফিটনেস বিশেষজ্ঞ ও সাইক্লিং ক্লাবগুলো অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ফরিদাবাদের সেক্টর ১২ ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ১৫০ সাইক্লিস্টসহ আরও ২০ জন যোগ প্রশিক্ষকও সাইক্লিং ইভেন্টে অংশ নেন।

খেলোয়াড় বাছাই নিয়ে সংঘাতে গম্ভীর-আগরকর

টিম ইন্ডিয়ার সংসারে ফের অশান্তির আঁচ

মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ বিতর্ক মিটতে গিয়েও যেন মিটছে না। টিম ইন্ডিয়ার সংসারে অশান্তি তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলেই চলেছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই আদৌ কোনও ভাঙন রয়েছে কি না। সদ্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের সিরিজ জয় ভারতীয় দলকে ফের ছন্দে ফিরিয়ে এনেছে ঠিকই। কিন্তু ক্রিকেটার বাছাই নিয়ে ফের সামনে এসেছে কোচ-নির্বাচক প্রধানের দ্বন্দ্ব। সূত্রের খবর, বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছেন তিনজন ক্রিকেটার। আর তিনজনই মিডল অর্ডারের ব্যাটসম্যান। একজন ঋষভ পন্থ আর বাকি দুজন কে এল রাহুল ও শ্রেয়স আইয়ার। প্রথম দুজন উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান। যাঁদের মধ্যে গম্ভীরের ভোট রাহুলের পক্ষে। আর নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর পন্থকে খেলানোর হয়ে সাওয়াল করে চলেছেন। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড সিরিজ আরম্ভ হওয়ার আগে আগরকর প্রকাশ্যে ঋষভ পন্থকে দলের এক নম্বর উইকেটকিপার হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে গোটা সিরিজে একটি ম্যাচেও তাঁকে খেলানো হয়নি। টুর্নামেন্টে

ইংল্যান্ডকে হেলায় হারায় ভারত। আর তারপরই গুরু গম্ভীরের কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দেন সাংবাদিকরা। দুজনের মধ্যে কে খেলবেন, কে হতে চলেছেন আগামি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলের নাম্বার ওয়ান কিপার-প্রশ্নের জবাবে গম্ভীর সাফ জানান, টিম ম্যানেজমেন্ট রাহুলেই আস্থা রাখতে চলেছে। তিনি বলেন, ‘‘সত্যি বলতে খেলোয়াড়দের বিষয়ে আলাদা করে বলাটা একটু মুশকিল। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, পন্থ স্কোয়াডে রয়েছে। তার অর্থ, ঋষভ খেলার সুযোগ পাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে কে এল রাহুলই দলের প্রধান উইকেট কিপার-ব্যাটসম্যান। এবং সে সেটা নিজের পারফরম্যান্সে প্রমাণও করেছে। দলে দুজন উইকেটরক্ষক থাকবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দুজনকেই প্রথম একাদশে খেলানো হবে। তবে পন্থকে তৈরি থাকতে হবে। যাতে যখনই সুযোগ আসুক, সে যেন তার সদ্ব্যবহার করতে পারে।’’ পাশাপাশি শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়েও নির্বাচক-কোচের টানাটানি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম ম্যাচের অন্যতম নায়ক শ্রেয়স নাকি শুরুতে দলেই ছিলেন না। যশস্বীতেই আস্থা রেখেছিলেন কোচ গম্ভীর। পরে বিরাট কোহলি চোটের কারণে ছিটকে গেলে আইয়ারের কপালে শিকে ছেড়ে এবং ৩৬ বলে ৫৯ রানের ঝোড় ইনিংস খেলে তিনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দেন। আইয়ার অগরকরের বরাবরের পছন্দ এবং গত বিশ্বকাপেও মিডল অর্ডারে দলের প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন। ফলে শ্রেয়স-রাহুল-পন্থ এই তিন জনের মধ্যে কাদের কীভাবে কাজে লাগানো হয়, মিডল অর্ডারের স্থিতিশীল বিন্যাস তৈরিতে কোন দুজনকে বেছে নেয় টিম ম্যানেজমেন্ট, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

‘তারকা সংস্কৃতি’ নিয়ে ‘বিস্ফোরক’ মন্তব্য অশ্বিনের

চেন্নাই, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় ক্রিকেটে ‘তারকা সংস্কৃতি’ নিয়ে তীব্র মন্তব্য করলেন সদ্য অবসর নেওয়া ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি বলেন এই সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করে দ্রুত বন্ধ করার প্রয়োজন। তাঁর মতে, দলের মধ্যে কখনও এই তারকা সংস্কৃতি প্রচলিত হওয়া উচিত নয় এবং ক্রিকেটে উন্নতি করতে গেলে এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। অশ্বিন তাঁর নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও প্রকাশ করে বলেন, ‘‘আমাদের ক্রিকেটে এই তারকা সংস্কৃতিকে দ্রুত স্বাভাবিক করতে হবে। কোনোভাবেই দলের মধ্যে তারকা সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া উচিত নয়। ক্রীড়াবিদ হিসেবে আমাদের কাজ এবং অর্জন সাধারণ মানুষের কাছে সহজে তুলনীয় হতে হবে যাতে তারা আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।’’ ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরও একই মত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় ক্রিকেটে এই তারকা সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত। অশ্বিনের মতে কেউ কোনো অভিনেতা বা মহাতারকা নই বরং কেবল ক্রীড়াবিদ। তাঁর কথায়, ‘‘এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, আমরা ক্রীড়াবিদ। আমাদের দৃষ্টি থাকা উচিত দলের উন্নতির দিকে, ব্যক্তিগত অর্জনগুলির দিকে নয়। কোনো ক্রিকেটারের সেঞ্চুরি করার পর, সেটা আর ‘তার সাফল্য’ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত নয়। বরং এটি তাঁর দৈনন্দিন কাজের অংশ হওয়া উচিত।’’ অশ্বিন আরও বলেন, ‘‘বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার মতো ক্রিকেটারের জন্য আরও একটি সেঞ্চুরি করা মানে কোনও নতুন সাফল্য নয় বরং এটি তাঁদের পেশাগত দায়িত্বের মতো। এটা একটা নিয়মিত কাজ হয়ে ওঠা উচিত, আর আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত নিজেদের অর্জনকে ছাপিয়ে বড় সাফল্য পাওয়া।’’ ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা স্পিনার হিসেবে অশ্বিন প্রায় দেড় দশক জাতীয় দলের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন এবং একাধিক টেস্ট সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যদিও তিনি বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মার মতো মহাতারকার সম্মান পাননি তবুও তিনি কখনও তারকা সংস্কৃতির জন্য অভিযোগ করেননি। অশ্বিন স্পষ্টভাবে বলেন, ‘‘ক্রিকেটে কোনো সময়েই তারকা সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এই সংস্কৃতির কারণে দল এবং খেলার পরিবেশ প্রভাবিত হতে পারে। এখন সময় এসেছে ক্রিকেটাররা নিজেদের অবদান হিসেবে দলের সাফল্য এবং উন্নতি ভাবতে শিখবে এবং ব্যক্তিগত অর্জনকে ছাপিয়ে একসঙ্গে বড় কিছু করতে হবে।’’ অশ্বিনের এই মন্তব্য ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে এবং এটি ক্রিকেটে তারকা সংস্কৃতি এবং দলীয় মূল্যবোধের উপর এক নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে এসেছে।

২২ মার্চ ইডেনে কেকেআরের বিরাট ম্যাচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ইডেনে শুরু হতে চলেছে এ বারের আইপিএল। প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি গত বারের চ্যাম্পিয়ন দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আইপিএলের শেষ ম্যাচেও কলকাতা খেলবে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ, বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে দু’বার খেলতে নামবে কেকেআর। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতা-বেঙ্গালুরু। এ বারের প্রতিযোগিতাও শুরু হবে তাদের খেলা দিয়েই। শুধু বেঙ্গালুরু নয়, মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস, রাজস্থান রয়্যালস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে দু’টি করে ম্যাচ খেলবে কেকেআর। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, গুজরাত টাইটান্স, লখনউ সুপার জায়ান্টস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে কেকেআর একটি করেই ম্যাচ খেলবে।

কেকেআরের ম্যাচের তালিকা- ২২ মার্চ - বনাম বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চ - বনাম রাজস্থান, ৩১ মার্চ - বনাম মুম্বই, ৩ এপ্রিল - বনাম হায়দরাবাদ, ৬ এপ্রিল - বনাম লখনউ, ১১ এপ্রিল - বনাম চেন্নাই, ১৫ এপ্রিল - বনাম পঞ্জাব, ২১ এপ্রিল - বনাম গুজরাত, ২৬ এপ্রিল - বনাম পঞ্জাব, ২৯ এপ্রিল - বনাম দিল্লি, ৪ মে - বনাম রাজস্থান, ৭ মে - বনাম চেন্নাই, ১০ মে - বনাম হায়দরাবাদ, ১৭ মে - বনাম বেঙ্গালুরু। এই ১৪টি ম্যাচের মধ্যে সাতটি ম্যাচ হবে ইডেনে। ২২ মার্চ বেঙ্গালুরু, ৩ এপ্রিল হায়দরাবাদ, ৬ এপ্রিল লখনউ, ২১ এপ্রিল গুজরাত, ২৬ এপ্রিল পঞ্জাব, ৪ মে রাজস্থান, ৭ মে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে কেকেআর। ২৬ মার্চ রাজস্থান, ৩১ মার্চ মুম্বই, ১১ এপ্রিল চেন্নাই, ১৫ এপ্রিল পঞ্জাব, ২৯ এপ্রিল দিল্লি, ১০ মে হায়দরাবাদ ও ১৭ মে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে তারা।

সেমিফাইনালের আগে মুম্বইয়ের বড় ধাক্কা, চোটে ছিটকে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল

মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দলে ছিলেন ভারতের তরুণ ক্রিকেটার যশস্বী জয়সওয়াল। শেষ বেলায় তিনি বাদ পড়েছেন চূড়ান্ত দল থেকে। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার স্বপ্ন ভুলে রঞ্জি ট্রফিতে ফোকাস করছিলেন যশস্বী। এতদিন শোনা যাচ্ছিল বিদর্ভের বিরুদ্ধে রঞ্জি সেমিফাইনালে খেলবেন ভারতীয় ওপেনার। কিন্তু ফের ধাক্কা খেলেন তিনি। রঞ্জি সেমিফাইনালের আগে গোড়ালির চোটে ছিটকে গেলেন তিনি। বর্ডার গাভাসকর ট্রফি খেলে দেশে ফেরার পর মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীরের হয়ে খেলেছিলেন ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। এরপর তিনি খেলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে। সেখানে নাগপুরে তাঁর ওডিআই অভিষেকও হয়েছিল। তারপর অবশ্য বাকি ম্যাচে সুযোগ পাননি তিনি। এরপর যশস্বীর লক্ষ্য ছিল

মুম্বইয়ের জার্সিতে রঞ্জি ট্রফির সেমিতে ভালো খেলা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিম থেকে বাদ পড়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করতে চাইছিলেন যশস্বী। কিন্তু সেখানেও খেলেন ধাক্কা। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বার যশস্বী বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যাবেন। সেখানে বাঁ পায়ের গোড়ালির চোটের পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। এবং সেখানেই রিহ্যাব করবেন তিনি। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রিজার্ভ প্লেয়ারদের তালিকায় ছিলেন যশস্বী। অর্থাৎ যদি কোনও ভারতীয় ব্যাটার চোট পেতেন, সেক্ষেত্রে যশস্বী খেলার সুযোগ হয়তো পেতেন। কিন্তু তিনি যে চোটের কবলে পড়েছেন, তাতে তা সারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সুযোগ পাওয়ার সম্ভবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এ বার দেখার কত তাড়াতাড়ি যশস্বীর চোট সেরে ওঠে। কারণ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ হওয়ার পর শুরু হয়ে যাবে আইপিএল। সেখানে রাজস্থান রয়্যালসের অন্যতম ভরসা যশস্বী। ওপেনারকে না পেলে চাপে পড়ে যাবেন রাহুল দ্রাবিড়। ইতিমধ্যেই কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল, চোট পেয়েছেন রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। ফলে একের পর এক পিঙ্ক আর্মির ক্রিকেটাররা চোট পেলে রাজস্থান চাপে পড়ে যাবে।

গলদ রেফারির, বেলিংহামের অসন্তোষকে গালাগালি ভেবেছেন, লাল কার্ড বিতর্কে সরব অ্যান্সেলোত্তি

পামপ্লোনা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ‘লস্ট ইন ট্রান্সলেশন’। তর্জমাতেই বিপত্তি। বেলিংহামের ইংরেজি বোঝেনি রেফারি। না বুঝে ভুল অনুমান করেছেন। অসন্তোষকে গালাগালি ভেবেছেন। আর তার ফলেই রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখিয়েছেন তিনি। সাফ দাবি কোচ কার্লো অ্যান্সেলোত্তির। উল্লেখ্য, শনিবার ওসাসুনার বিরুদ্ধে খেলতে নামে রিয়াল। এই মরশুমে লা লিগার খেতাব জয়ের লড়াইয়ে ভিনিসিয়াসদের পাশাপাশি রয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও বার্সেলোনাও। ওসাসুনাকে হেলায় হারিয়ে তিন পয়েন্ট দখল করবে রিয়াল-এমনটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর ম্যাচের শুরু থেকে এই অনুমান সত্যি বলে মনেও হচ্ছিল। তার কারণ ১৫ মিনিটের মাথায় স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপের গোলে এগিয়ে যায় মাদ্রিদ। কিন্তু প্রথমার্ধের ৩৯ মিনিটে রেফারির প্রতি অসন্তোষ দেখানোর অভিযোগে লাল কার্ড দেখেন বেলিংহাম। মাদ্রিদের কেরিয়ারে এই নিয়ে

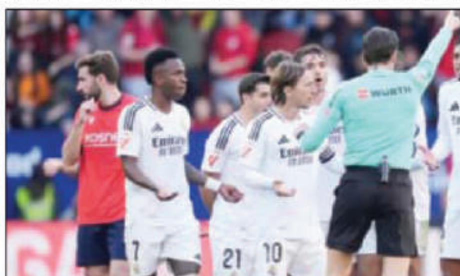

দ্বিতীয়বার রেড কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেন তিনি। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে দশ জনে খেলে রিয়াল। আর ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরায় ওসাসুনা। এই ড্রয়ের পর মাদ্রিদ সমর্থক ও খেলোয়াড়দের নিশানায় উঠে আসেন রেফারি। বিশেষ করে বেলিংহামের লাল কার্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন তাঁরা। সরব হন কোচ অ্যান্সেলোত্তিও। তিনি বলেন, ‘‘বেলিংহ্যামের কথা বুঝতে পারেননি ম্যাচ রেফারি। ও ইংরেজিতে যেটা বলেছিল তার মানে করলে দাঁড়ায়-আমাকে ঘাঁটিও না। এই কথাটি কোনওভাবে অপমানকর নয়। আসলে রেফারি ওর ইংরেজির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। বেলিংহ্যাম ওঁকে অসম্মান করে কিছুই বলেনি।’’ উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়। চলতি মরশুমে রিয়ালের একাধিক ম্যাচে রেফারির একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও এস্প্যানিওল ম্যাচেও রেফারি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তার ফল ভোগ করতে হয়েছে-জানিয়ে রেফারির টেকনিক্যাল কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করে রিয়াল। সেই প্রসঙ্গকে সামনে টেনে কার্লো বলেন, ‘‘এই ম্যাচে রেফারির আচরণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, উনি নার্ভাস ছিলেন। আর গত তিন ম্যাচে আমাদের সঙ্গে কী হয়েছে, সেটা সবাই দেখেছেন। এই বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না, তার কারণ আমি আগামি ম্যাচগুলিতে ডাগআউটে বসতে চাই।’’

ভারতকে হারানোর চেয়েও ট্রফি জেতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মত পাক সহ-অধিনায়কের

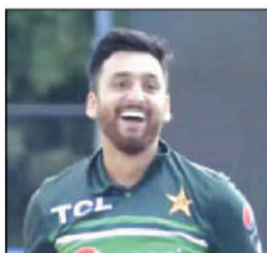

ইসলামাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ আগামি ২৩ ফেব্রুয়ারি। দুবাইয়ের মাটিতে মহারণ। ওইদিনই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপস্টেজের লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত-পাকিস্তান। হাইভোল্টেজ ম্যাচ। যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দুটি ভূখণ্ডের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আবেগও। ভারত-পাক খেলা মানেই টানটান উত্তেজনা, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। খাতায়-কলমে ‘আরও একটি ম্যাচ’ হলেও আসলে এর পরিণতির উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। সেটা হতে পারে কোচের ভবিষ্যৎ কিংবা খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত হার-জিত। পাকিস্তানের সহ-অধিনায়ক আগা সলমন যদিও এই মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের পক্ষে নন। তাঁর চোখে এই ঐতিহাসিক দ্বৈরথ ‘জেতার প্রশ্নে’ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সেটুকুই। এর বেশি কিছু নয়। একান্তভাবেই যদি তাঁকে আসন্ন টুর্নামেন্ট জয় ও ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতার মধ্যে যে কোনও একটা বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে তিনি প্রথমটিই বেছে নেবেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে প্রাকশিত একটি পডকাস্টে সলমন বলেন, ‘‘চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আমি অধীর হয়ে উঠেছি। পাকিস্তান এবারের টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে, এটা বাড়তি পাওনা। লাহোরের সন্তান আমি আর সেখানকারই স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে যদি ট্রফি হাতে তুলতে পারি, সেটা আমার কাছে স্বপ্নপূরণের সামিল। সত্যি বলতে, আমাদের এই টুর্নামেন্ট জেতার সমস্ত সম্ভাবনা আছে।’’ এরপরই ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘‘দুই দেশের লড়াইয়ের সময় আবহাওয়া একদম পালটে যায়। সবাই ঠিকই বলে-ভারত-পাকিস্তানের খেলা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লড়াই। কিন্তু সত্যি বলতে এটা একটা ম্যাচ মাত্র। আর সেই খেলা জেতার চাইতে ট্রফিজয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানেরই অনেকে এর উলটো কথা মনে করেন। কিন্তু আল্লাহ না করুন, যদি আমরা ভারতকে হারিয়েও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে না পারি, তাহলে সেই জয়ের কোনও মূল্য থাকবে না।’’ বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে মন্তব্য সলমনের।

কেকেআর অধিনায়কের দায়িত্বে এই ক্রিকেটার! অপেক্ষা সরকারি ঘোষণার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দীর্ঘ ১০ বছর পর ২০২৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স এক ঐতিহাসিক আইপিএল শিরোপা জিতে স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে, কেকেআর তৃতীয়বারের মতো আইপিএল শিরোপা ঘরে তুলে। তবে, ২০২৫ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সে একেবারে নতুন চেহারা নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম বড় পরিবর্তন হল অধিনায়কত্বের পরিবর্তন। আইপিএল ২০২৫-এর জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। ২০২৫ সালের আইপিএল নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স দল শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থগিত করেছে এবং তাকে পুনরায় দলে রিটেন করেনি। এর পর কেকেআর ফ্র্যাঞ্চাইজি আইপিএল নিলামে চেষ্টা করেছিল শ্রেয়স আইয়াকে দলে ফিরিয়ে আনার, তবে তারা সফল হতে পারেনি। এর ফলে নতুন অধিনায়ক খুঁজতে কেকেআর ম্যানেজমেন্ট বেশ কিছু বিকল্প চিন্তা করছে। বিশেষ করে, দলের অভ্যন্তরে কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়া। রয়েছে, যারা এই দায়িত্ব সামলাতে সক্ষম। আইপিএল ২০২৫-এ কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন অধিনায়ক হিসেবে রিঙ্কু সিংহের নাম সবচেয়ে বেশি

আলোচিত হচ্ছে। ২০১৮ সাল থেকে কেকেআরের সদস্য হিসেবে খেলছেন রিঙ্কু। গত কয়েক মরসুমে পারফরম্যান্স কেকেআর ম্যানেজমেন্টকে নতুনভাবে ভাবাচ্ছে। তার দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং ম্যাচ-ফিনিশিং দক্ষতার জন্য তাকে অধিনায়কত্বের জন্য উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। রিঙ্কু সিংহের নেতৃত্বে কেকেআর দলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও শক্তি আসতে পারে, এবং এটি দলের জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে। অজিঙ্কা রাহানে সহ-অধিনায়ক হিসেবে ২০২৫ আইপিএল নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে যে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্ত করেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অজিঙ্কা রাহানে। ভারতের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান অজিঙ্কা রাহানে, যিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনেক সফলতার পরিচয় দিয়েছেন, কেকেআরের জন্য এক বড় সম্পদ হতে পারেন। তার অভিজ্ঞতা এবং খেলোয়াড়ি দক্ষতা কেকেআরের শীর্ষ স্তরের দায়িত্ব নিতে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া, রাহানেকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। রাহানে মাঠে যেভাবে ব্যাটিং করেন, তাতে তার নেতৃত্বে দলের একজন শক্তিশালী সমর্থক হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন অধিনায়কত্ব শুধু দলের জন্যই নয়, বরং ফ্র্যাঞ্চাইজির ভক্তদের জন্যও এক নতুন আশা জাগাচ্ছে। রিঙ্কু সিংহের মতো তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় যখন নেতৃত্বে থাকবেন, তখন দল আরও উদ্যমী হয়ে উঠবে। অন্যদিকে, রাহানের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিলে, তার পরিপক্কতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলী দলের জন্য সহায়ক হবে। এছাড়া, এই নতুন অধিনায়ক-সহ-অধিনায়ক প্যানেল কেকেআরকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com